বইঘর নিবেদন

ওয়েস্টার্ন

প্রতিঘাত

মোহাম্মদ সাইফুল্লাহ

সেবা প্রকাশনা

শুভম

শুভম

বইঘর নিবেদন

ওয়েস্টার্ন

প্রতিঘাত

মোহাম্মদ সাইফুল্লাহ

অ্যাসপেন ক্রীকের পাড়ে একের পর এক খুন হয়ে যাচ্ছে হোমস্টেডাররা। ব্যাপারটা নিয়ে তুমুল হৈ-চৈ তুলেছে নিউজ মিডিয়া। মহাচিন্তায় পড়েছে কাউন্টি শেরিফ বিল জনসন। একদিকে গভর্নরের চাপে প্রাণ ওষ্ঠাগত-প্রায়, অন্যদিকে অযোগ্যতার দায়ে নিজের ক্যারিয়ারের বারোটা বাজতে চলেছে। পরপর দুজন ডেপুটি পাঠিয়েও ব্যাপারটার বিন্দুমাত্র সুরাহা হয়নি। চোখে যখন অন্ধকার দেখছে, তখনই শহরে প্রবেশ করল কিড গ্যারিসন, ওরফে রিও কিড। আশার আলো দেখল শেরিফ। নিশ্চয়ই সামাল দিতে পারবে এই বেপরোয়া সৈনিক লোকটা– অবশ্য যদি রাজি করানো যায়!

সেবা বই
প্রিয় বই
অবসরের সঙ্গী শুভম

সেবা প্রকাশনী, ২৪/৪ সেগুনবাগিচা, ঢাকা-১০০০
সেবা শো-রুম: ৩৬/১০ বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০
প্রজাপতি শো-রুম: ৩৮/২ক বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০

ওয়েস্টার্ন

প্রতিঘাত

মোহাম্মদ সাইফুল্লাহ

WWW.BOIGHAR.COM

সেবা প্রকাশনী

ISBN 984-16-8217-6

প্রকাশক
কাজী আনোয়ার হোসেন
সেবা প্রকাশনী
২৪/৪ সেগুনবাগিচা, ঢাকা ১০০০

সর্বস্বত্ব: লেখকের

প্রথম প্রকাশ ২০০৩

প্রচ্ছদ: রনবীর আহমেদ বিপ্লব

মুদ্রাকর
কাজী আনোয়ার হোসেন
সেগুনবাগান প্রেস
২৪/৪ সেগুনবাগিচা, ঢাকা ১০০০

যোগাযোগের ঠিকানা
সেবা প্রকাশনী
২৪/৪ সেগুনবাগিচা, ঢাকা ১০০০
দূরালাপন. ৮৩১ ৪১৮৪
জি. পি. ও বক্স: ৮৫০
E-mail. Sebaprok@citechco
Web Site. www.ancbooks co

একমাত্র পরিবেশক
প্রজাপতি প্রকাশন
২৪/৪ সেগুনবাগিচা, ঢাকা ১০০০

শো-রুম
সেবা প্রকাশনী
৩৬/১০ বাংলাবাজার, ঢাকা ১১০০
প্রজাপতি প্রকাশন
৩৮/২ক বাংলাবাজার, ঢাকা ১১০০

বত্রিশ টাকা

PROTIGHAT
A Western Novel
By: Mohammad Saifullah

BOIGHAR.COM

Please Give Us Some Credit When You Share Our Books!

Don't Remove This Page!

EXCLUSIVE

বই SCAN EDIT ঘর

Visit Us at boighar.com

If You Don't Give Us Any Credits, Soon There Il Nothing Left To Be Shared!

বন্ধু মনজুরুল করিম ও ফৌজিয়া নাহিদ লিখনকে–
যারা আমার লেখালেখিতে
নিরন্তর অনুপ্রেরণা জুগিয়ে যাচ্ছে।

প্রতিঘাত প্রথম পর্ব ৫–১১১
প্রতিঘাত দ্বিতীয় পর্ব ১১২-১৮৪

ওয়েস্টার্ন

প্রতিঘাত

মোহাম্মদ সাইফুল্লাহ

SCAN & EDITED BY:

BOIGHAR

FACEBOOK:

https://www.facebook.com/groups/Boighar - বইঘর

WEBSITE

WWW.BOIGHAR.COM

সেবা প্রকাশনীর
আরও ক'টি ওয়েস্টার্ন

কাজি মাহবুব হোসেন: আলেয়ার পিছে, পাতকী, রক্তাক্ত খামার, জ্বলন্ত পাহাড়, মানুষ শিকার, ভাগ্যচক্র, আর কতদূর, বাঁধন, রাইডার, এপিঠ-ওপিঠ, আবার এরফান, রূপান্তর ডেথ সিটি, বুনো পশ্চিম, ল্যাসোর ফাঁস, লুটতরাজ, অপমৃত্যু, কাউবয়, গানফাইট, দাবানল, বেপরোয়া পশ্চিম, চক্রান্ত, কিং কোল্ট, মৃত্যুর মুখে এরফান, অ্যারিজোনায় এরফান, নিঠুর পশ্চিম, রক্তরাঙা ট্রেইল, রুদ্র সীমান্ত, পাহাড়ী শ্লোন, খুনে মার্শাল, নিঃসঙ্গ অশ্বারোহী, ক্ষ্যাপা তিনজন, কালো দালান, ক্ষিপ্ত ঘাতক, আক্রোশ, ভয়াল শটগান, ধোঁকাবাজ, লুটপাট, অ্যাপাচি চীফ, অন্বেষা, সেই এরফান। **খোন্দকার আলী আশরাফ:** কাঁটাতারের বেড়া, লড়াই, ডাইনী। **রওশন জামিল:** ফেরা, ওয়ানটেড, জলদস্যু, নীলগিরি, বসতি, স্বর্ণতৃষা, কুহকিনী, রক্তের ডাক, টোপ, রক্তগিরি, প্রত্যয়, বাথান, নিষ্পত্তি, ছায়া উপত্যকা, অতন্দ্র প্রহরী, মার্সেনারী, সন্ধান, ভয়, বিধ্বংস, পাড়ি, ছায়াশত্রু, আতঙ্ক, বিদ্বেষ, ক্রোধ, স্বপ্ননগরী, দেনা, প্রতারক, রক্তবসনা, সুবিচার, খুনে নগরী, অশান্ত মরু। **শওকত হোসেন:** প্রতিপক্ষ, দখল, প্রহরী, ঘেরাও, সংঘাত, অস্থির সীমান্ত, আক্রান্ত শহর, অবরোধ, উত্তপ্ত জনপদ, বৈরী বলয়, নীল নকশা, বিপদ, অপসারণ, শত্রুশিবির, দুশমন, ত্রাহি, দুষ্টচক্র, দুমন, রুদ্ররোষ, জালিয়াত, নিষিদ্ধ প্রান্তর, রক্তঋণ, হানাদার, মোকাবেলা, যাত্রা অনিশ্চিত, ফয়সালা। **প্রিম রিজভী তৌহিদ:** শেষ মার। **আলীমুজ্জামান:** মরুসৈনিক। **রকিব হাসান:** তৃণভূমি, নির্জনবাস। **হিফজুর রহমান:** শিকারী। **জাহিদ হাসান:** স্বর্ণবিবর, সোনালী মৃত্যু।
আসাদুজ্জামান: দুর্বৃত্ত। **আলীম আজিজ:** সহযাত্রী, স্বপ্ন মরীচিকা, চিরশত্রু, শত্রুশহর। **বজলুর রহমান:** বাজি। **খসরু চৌধুরী:** ভুল।
আদনান শরীফ: পশ্চিম যাত্রা। **এ.টি.এম. শামসুদ্দীন:** শেষ প্রতিপক্ষ। **তাহের শামসুদ্দীন:** স্যান্ডার্সের রক্ত চাই, গ্রীনফিল্ডের আউট-ল, ঈগলের বাসা, আগন্তুক, শ্যেনদৃষ্টি।
কাজী শাহনূর হোসেন ও আলীম আজিজ: মুক্তপুরুষ। **কাজী শাহনূর হোসেন:** প্রতিযোগী, স্বর্ণসন্ধানী, বদলা, কারসাজি, শয়তানের চক্র, লোভের ফাঁদে, মৃত্যুপ্রতীক্ষা, শপথ, নির্জন প্রান্তর, জাতশত্রু।
কাজী মায়মুর হোসেন: সেই পিস্তল, উৎখাত, লুটেরা, প্রত্যাবর্তন, শায়েস্তা, অদৃশ্য ঘাতক, ধাওয়া, দুর্গম যাত্রা, প্রহসন, দূরের পথ, দুর্বিপাক, বধ্যভূমি, দক্ষিণে বেনন, স্বর্ণঈগল, প্রবঞ্চক, দুর্জয় পশ্চিম, সীমান্তে সাবধান, দস্যু বেনন, সীমানা, দোষী, বিরান প্রান্তর, প্রতিজ্ঞা, কূটচাল, ক্যালিবার .৪৫, স্বপ্নের খামার, শেষ জংশন, শয়তানের আখড়া, বারুদ, তস্কর, সীমান্তে বিরোধ, নিঠুর আলাস্কা, কয়েদী, সমন-১, সমন-২, খুনে ক্যানিয়ন, মৃত্যু উপত্যকা।
ইফতেখার আমিন: প্রতিরোধ, প্রায়শ্চিত্ত, নিশি যাত্রা, দখলদার। **গোলাম মাওলা নঈম:** রোধ, দুঃসাহস, শোধ, মীমাংসা, সেয়ানে সেয়ানে, দুর্ভোগ, ত্রাস, পেছনে শত্রু, সামনে বিপদ, মাশুল, লালসা। **টিপু কিবরিয়া:** অশুভ চক্র, হুমকি। **মোহাম্মদ সাইফুল্লাহ:** ভবঘুরে, আউট-ল, রক্তপিশাচ। **শেখ আবদুল হাকিম:** ভাড়াটে খুনী, পিস্তলবাজ। **মাসুদ আনোয়ার:** আশ্রয়, জ্বালা, জেলঘুঘু, স্বর্ণলালসা, সংঘর্ষ। **আবু মাহ্‌দী:** পাঞ্চার, গানম্যান, অভিসন্ধি, শো-ডাউন, ঠিকানা, ট্রেইল বস্। **সুস্ময় আচার্য:** অপবাদ।

বিক্রয়ের শর্ত: এই বইটি ভিন্ন প্রচ্ছদে বিক্রয়, ভাড়া দেয়া বা নেয়া, কোনভাবে এর সিডি, রেকর্ড বা প্রতিলিপি তৈরি বা প্রচার করা, এবং স্বত্বাধিকারীর লিখিত অনুমতি ব্যতীত এর কোন অংশ মুদ্রণ বা ফটোকপি করা আইনত দণ্ডনীয়।

প্রতিঘাত

প্রথম পর্ব

এক

'পাঁচ-পাঁচজন মানুষ খুন হয়ে গেল, ঠাণ্ডা মাথায় গুলি করে মারা হলো ওদের, তারপরও তোমার হুঁশ হলো না, জনসন?' অসন্তোষ গভর্নরের কণ্ঠে।

'আমি আমার সাধ্যমত চেষ্টা করেছি, গাভনার,' নার্ভাস ভঙ্গিতে বাঁ হাতের পিঠে কপালের ঘাম মুছল চর্বিসর্বস্ব মাঝবয়সী শেরিফ বিল জনসন। এখন মধ্য আগস্ট। নির্মেঘ নীল আকাশে উজ্জ্বল সূর্যটা গনগনে উত্তাপ ছড়াচ্ছে। টোয়াইন ফর্ক সিটিতে কবুতরের খাঁচা আকৃতির শেরিফের অফিসটাও ঠিক যেন ডাচ আভেনের মত জ্বলছে।

'আমি নিজেও অ্যাসপেন ক্রীকে ছুটে গিয়েছি,' কথার খেই ধরল শেরিফ। 'ওখানে কয়েকদিন থেকে...'

'থাক! আর সাফাই গাইতে হবে না।' হাত তুলে মাঝপথে থামিয়ে দিলেন ওকে গভর্নর। 'ওখানে তোমার আরও কয়েকদিন থাকা উচিত ছিল।'

'সেটা আমিও বুঝি, গাভনার,' দু'কাঁধ কুঁজো করে বলল শেরিফ। 'কিন্তু আমার পক্ষে সেখানে বেশিদিন থাকা মোটেই সম্ভব ছিল না।'

'কারণ?' ভুরু কুঁচকে ল-ম্যানের দিকে তাকালেন গভর্নর।

'আমার কাউন্টির আয়তন সাত হাজার বর্গমাইল—এবং এখানে অ্যাসপেন ক্রীকই একমাত্র শহর নয়। শেরিফ হিসেবে আমাকে অন্য শহরগুলোরও দেখ-ভাল করতে হয়। এখানে ডিক আছে, আমি কতটুকু চাপের মুখে রয়েছি সেটা সে-ই ভাল বলতে

পারবে।'

সমর্থন লাভের আশায় দেয়ালে পিঠ ঠেকিয়ে নির্লিপ্ত ভঙ্গিতে দাঁড়ানো ডেপুটি ইউ এস মার্শাল ডিক ফ্রান্সিসের দিকে তাকাল শেরিফ।

হালকা-লম্বা গড়ন ডিকের। বয়স পঁয়ত্রিশের কাছাকাছি। ওর ধূসর চোখজোড়ার দৃষ্টি ভাবলেশহীন। দু'উরুতে নিচু করে বাঁধা পিস্তল জোড়া যেন ওর শরীরেরই অংশ, যে কোনও মুহূর্তে খাপমুক্ত হবার অপেক্ষায় রয়েছে।

ভ্রুকুটি করে শেরিফের দিকে তাকালেন গভর্নর উইলিয়াম ম্যাক ডোনাল্ড। বিগত দু'বছর ধরে টেরিটোরির গভর্নরের দায়িত্ব পালন করে আসছেন তিনি, আগামী সেশনেও পুনর্নির্বাচিত হবার আশা করছেন। কিন্তু অ্যাসপেন ক্রীকের খুনের ঘটনায় সে আশা মাঠে মারা যেতে বসেছে। তাঁর বিরোধীরা এরই মধ্যে আগুনে ঘি ঢালতে শুরু করে দিয়েছে।

BOIGHAR

'হ্যাঁ, গাভনার,' দেয়াল থেকে পিঠ সরিয়ে সোজা হয়ে দাঁড়াল ডেপুটি। 'শেরিফ ঠিকই বলেছে। এ টেরিটোরিতে আরও ল-ম্যানের দরকার।'

বিরক্ত, হতাশ চেহারায় জানালা দিয়ে টোয়াইন ফর্ক সিটির ব্যস্ততম মেইন স্ট্রীটের দিকে তাকালেন গভর্নর। দুপুরের প্রচণ্ড রোদেও ব্যস্ততার কোন কমতি নেই। ওয়্যাগন, বাগি ও রাইডাররা গিজ-গিজ করছে রাস্তায়। কাঠের সাইড ওয়কেও প্রচুর লোক।

'তোমার ডেপুটিদের কি অবস্থা, জনসন?' জিজ্ঞেস করলেন গভর্নর। 'ওদের কাউকে অ্যাসপেন ক্রীকে পাঠিয়েছ?'

'দু'জন–সর্বসাকুল্যে দু'জন ডেপুটি ছিল আমার। ওদের একজনকে ওখানে পাঠিয়েছি প্রথমে। ও আর ফিরে আসেনি, কোন ট্র্যাক না রেখেই স্রেফ অদৃশ্য হয়ে গেছে।'

'তবে কি ওকেও খুন করা হয়েছে?' উদ্বিগ্ন কণ্ঠে বললেন গভর্নর, 'তাহলে ওকে নিয়ে মোট ছ'জন খুন হলো?'

boighar.com

হতাশ ভঙ্গিতে মাথা নেড়ে, শেরিফ বলল, 'জানি না, আমি জানি না।'

'বাকি ডেপুটির কি হলো?'

'ওকে অ্যাসপেন ক্রীকের কাছে একটা ব্লাফের নিচে হাড়গোড় ভাঙা অবস্থায় পাওয়া গেছে। বলেছে, ওর ঘোড়াটা হঠাৎ লাফিয়ে উঠে ওকে পিঠ থেকে ছুড়ে ফেলে দেয়।'

'এরপর কি হবে?' ক্ষুব্ধ হতাশ কণ্ঠ গভর্নর উইলিয়াম ম্যাকডোনাল্ডের। 'ওখানে মিলিশিয়া পাঠিয়ে মার্শাল-ল জারি করার ইচ্ছে আমার মোটেই নেই। আমার মত তুমিও জানো, আমাদের দু'জনেরই ক্যারিয়ার খতম হয়ে যাবে তাহলে।'

'ওখানে আমি আরেকজন ডেপুটি পাঠানোর সিদ্ধান্ত নিয়েছি, গাভনার,' বলল শেরিফ। 'শীঘ্রিই কাজে রিপোর্ট করার কথা লোকটার।'

ম্যাকডোনাল্ডের মত শেরিফও নিজের ক্যারিয়ারের বারোটা বাজার আশঙ্কায় কুঁকড়ে রয়েছে। উচ্চাকাঙ্ক্ষার বশেই যুদ্ধের পর আর্মি ছেড়ে রাজনীতিতে নেমেছিল।

'দু-এক দিনের মধ্যে আসবে ও?' জানতে চাইলেন গভর্নর।

'আরও বেশি সময় লাগতে পারে। ও এই মুহূর্তে ডেনভারের শেরিফের ডেপুটি হিসেবে কাজ করছে। লোকটা অভিজ্ঞ এবং...'

অধৈর্য ভঙ্গিতে হাত তুলে ওকে থামতে বললেন ম্যাকডোনাল্ড, তারপর ডেপুটি ইউএস মার্শালের দিকে তাকালেন। 'ডিক। তুমি এ ব্যাপারে আমাদেরকে কোন সাহায্য করতে পারবে?'

মাথা নাড়ল ডেপুটি। 'দুঃখিত, গাভনার। কাজটা হাতে নিতে পারলে খুশিই হতাম, কিন্তু মার্শাল আমাকে টেরিটোরির পুবদিকে যেতে হুকুম দিয়েছেন। ওখানে রাসলার ও আউট-লদের উৎপাত আবার বেড়েছে।'

দু'কাঁধ ঝুলে পড়ল গভর্নরের, আশার শেষ আলোটুকুও যেন

হঠাৎ দপ করে নিভে গেল তাঁর দু'চোখ থেকে।

'দোহাই লাগে, বিল। একটা কিছু করো,' সুর নরম করে আনলেন গভর্নর। 'এবং যা করার তাড়াতাড়িই করো। অ্যাসপেন ক্রীকের ঘটনা আমাদের দু'জনকেই ভোগাবে। তোমার সার্ভিস রেকর্ড ভাল, আরও উপরে ওঠার খুবই সম্ভাবনা ছিল। কিন্তু ঘটনাগুলো ইতোমধ্যেই প্রেসের কাছে চলে গেছে। হারামীগুলো ফলাও করে ছাপতেও শুরু করেছে ওসব।'

আবারও বাম হাতের পিঠে কপালের ঘাম মুছল শেরিফ। বুঝতে পারছে, গভর্নরের কথাগুলো হাড়ে হাড়ে সত্যি। উইলিয়াম ম্যাকডোনাল্ড ওর দীর্ঘদিনের রাজনৈতিক সহকর্মী। যুদ্ধের পর বলতে গেলে ওর অনুপ্রেরণাতেই রাজনীতিতে এসেছিল। ম্যাকডোনাল্ড ভবিষতে ইউ এস সিনেট নির্বাচনে দাঁড়ালে গভর্নরের পদ অলংকৃত করার কথা তারই। কিন্তু অ্যাসপেন ক্রীকের পাড়ে একের পর এক মানুষ খুন হয়ে যাবার ঘটনা ঠেকাতে না পারলে সব আশা জলাঞ্জলি দিতে হবে দু'জনকেই।

'তোমার ওই ডেপুটিকে তাড়াতাড়ি আসতে বলতে পারো না, বিল?' জানতে চাইলেন গভর্নর।

'না। আমি নিজে ডেনভার গিয়ে ওর সঙ্গে আলাপ করে এসেছি। ও সাফ বলে দিয়েছে, অন্য লোক ঠিক না হওয়া তক শেরিফকে একা ফেলে আসতে পারবে না।'

'তাহলে ক্রোফোর্ডসভিলের মার্শাল কিংবা অন্য কাউকে ঠিক করো।'

'সবাই যার-যার এলাকা নিয়ে ব্যস্ত। তাছাড়া ক্রোফোর্ডস-ভিলের ওই মার্শালের যোগ্যতা একজন কনস্টেবলের চেয়েও কম। ওকে দিয়ে কাজের কাজ কিছুই হবে না।'

'আমার মনে হয়,' দীর্ঘ নীরবতা ভেঙে বলল ডিক ফ্রান্সিস। 'কেউই কাজটা হাতে নিতে সাহস পাচ্ছে না। যেচে ছয় কিংবা সাত নম্বর লাশ হতে কে-ই বা চাইবে বলো।'

boighar.com

অসহায় ভঙ্গিতে কাঁধ ঝাঁকালেন গভর্নর। বললেন, 'তাহলে দেখা যাচ্ছে, আমার টোয়াইন ফর্কে আসাই নিরর্থক হলো। মনে হচ্ছে শেষতক মিলিশিয়া না পাঠিয়ে আর কোন উপায় থাকবে না আমার। আর আমাদের বিরোধীরা সেই মোক্ষম সুযোগটারই অপেক্ষায় রয়েছে।'

বিষণ্ন, নতমুখে দাঁড়িয়ে শেরিফ, মুখে রা শব্দ নেই। আসলে বলার মত কিছুই খুঁজে পাচ্ছে না সে এ-মুহূর্তে। হঠাৎ মেইন স্ট্রীটের দিকে চোখ যেতেই চমকে উঠল সে, দ্রুত জানালার দিকে হেঁটে গেল। গভর্নর ও ডেপুটি দু'জনই ওর দিকে বিস্মিত দৃষ্টিতে তাকাল।

'কি হলো, বিল?' জানতে চাইলেন গভর্নর।

'আরে! একে তো আমি চিনি! নিশ্চয়ই এ সেই লোক!' সম্মোহিতের মত রাস্তার দিকে তাকিয়ে বলল শেরিফ। 'অবিকল ওরই মত দেখতে।' গভর্নরের দিকে তাকাল সে। 'মনে হচ্ছে, হয়তো আমাদের সমস্যার সমাধান পেয়ে গেছি, গাভনার।'

মেইন স্ট্রীট ধরে পুবদিক থেকে আগুয়ান দীর্ঘদেহী এক রাইডারের ওপর স্থির হলো তিনজনের দৃষ্টি। ক্লান্ত, শ্রান্ত দেহ রাইডারের, একটা লম্বা পাঅলা বে গেল্ডিঙের পিঠে চেপেছে। ঘোড়া ও সওয়ারী দু'জনেরই শরীরে ট্রেইলের আলকেলাই ধুলোর পুরু আস্তরণ পড়েছে।

ছেঁড়া, জীর্ণ বাকস্কিন শার্ট লোকটার গায়ে, মুখে অনেক দিনের না কামানো দাড়ির জঙ্গল। ওর পরনের জিন্স প্যান্টটার রঙ একসময় নীল ছিল—এখন রোদে জ্বলে ধূসর হয়ে গেছে।

'হ্যাঁ, এই সেই লোক,' আবার বলল শেরিফ। 'কোনও সন্দেহ নাই...'

'ওই স্যাডলবামটার কথা বলছ, বিল?' নাক উঁচিয়ে অবজ্ঞার ভাব প্রকাশ করল ডেপুটি ডিক ফ্রান্সিস। 'ওই ভবঘুরেই তোমাদের সমস্যার সমাধান?'

বইঘর.কম

'হ্যাঁ,' শ্রদ্ধার ভাব ফুটে উঠল শেরিফের কণ্ঠে। 'ওর নাম, আমার স্মৃতি আমার সাথে বিশ্বাসঘাতকতা না করলে, কিড গ্যারিসন। রিও গ্র্যান্ডের ওদিকে জন্মেছিল বলে রিও কিড নামেই বেশি পরিচিত।'

'রিও কিড! যে একাই টেক্সাসে র‍্যাটলারস নেস্টকে নির্মূল করেছিল?' সশ্রদ্ধ ভাব ফুটে উঠল গভর্নরের কণ্ঠেও।

'হ্যাঁ,' মাথা দুলিয়ে জবাব দিল শেরিফ। 'ওই আউট-ল ব্র্যান্ডের সর্বশেষ জনও নেব্রাসকা মরুতে ওর হাতে তাড়া খেয়ে মরেছিল।'

'তাহলে ওকেই ভাড়া করো, বিল। ছেড়ো না। টাকা যা চায় দিয়ে দিয়ো। অতিরিক্তি ফান্ডের দরকার হলে আমার অফিসকে জানিয়ো—পাঠিয়ে দেব।'

'চেহারা দেখে তো মনে হয় একবেলা খাবার ও এক বোতল হুইস্কি দিয়েই পটাতে পারবে ওকে। তুমি যা-ই বলো, বিল, ওকে কিন্তু আমার মোটেই গ্রেট রিও কিড বলে মনে হচ্ছে না।'

বিজ্ঞজনের মত মাথা দোলাল শেরিফ। বলল, 'কারও চেহারা দেখে তার ভেতরটা যাচাই করা যায় না, ডিক। কিডকে আমার চেয়ে বেশি কেউই চেনে না। যুদ্ধের সময় ফিফ্‌থ মিসৌরি ক্যাভালরিতে একসঙ্গে লড়েছি আমরা। ও তখন আমার আউটফিটের একজন সার্জেন্ট ছিল। গ্রেনেড, পিস্তল, রাইফেল কিংবা অন্য যে কোন অস্ত্রই বলো—ওর হাতে পড়লে মুহূর্তে জ্যান্ত হয়ে উঠত। আমার বিশ্বাস, কেউ যদি পারে, তাহলে ও-ই পারবে অ্যাসপেন ক্রীকের ব্যাপারটা সামাল দিতে।'

'ঠিক আছে, বিল,' হাতে ধরা হ্যাট থেকে ধুলো ঝেড়ে সেটা মাথায় চাপালেন গভর্নর। 'তুমি যেটা ভাল বোঝো কোরো। আমি চললাম। রাজধানীতে আমার অনেক কাজ পড়ে আছে। আর শোনো, তুমি ব্যর্থ হলে আমাকে কিন্তু মিলিশিয়া পাঠাতেই হবে। তার পরিণাম কি হবে সেটা নিশ্চয়ই বুঝতে পারছ?'

boighar.com

'পারছি,' মিনমিনে কণ্ঠে জবাব দিল জনসন।

'ডিক। তুমি আসছ আমার সঙ্গে?' দরজার দিকে হাঁটতে হাঁটতে ম্যাকডোনাল্ড জানতে চাইলেন।

'না, গাভনার। আমি বব ফোর্ডের জন্য অপেক্ষা করছি। ও ল্যান্ড অফিসে কিছু দলিল পত্র আনতে গেছে।'

'ঠিক আছে, তোমরা তাহলে পরেই এসো।'

শেরিফের অফিস থেকে বেরিয়ে রাস্তায় অপেক্ষমাণ বাগির দিকে এগিয়ে গেলেন রাজনীতিবিদ।

দুই

উত্তপ্ত, বালুকাময় সড়ক ধরে ধীরেসুস্থে এগুচ্ছে কিড গ্যারিসন ওরফে রিও কিড। অভিজ্ঞ, পোড় খাওয়া দৃষ্টিতে এক নজরে দেখে নিচ্ছে আশপাশের সবকিছু। রাস্তার পাশে স্টোরের সাইনবোর্ড পড়ে জানতে পারল শহরটার নাম টোয়াইন ফর্ক।

ওর বে গেল্ডিংটার আদুরে নাম জনি। ওর অনেক দিনের বিশ্বস্ত বন্ধু। দীর্ঘদিন ধরে নির্জন ট্রেইলে চলার অভিজ্ঞতা মনিবের মতই সতর্ক করে তুলেছে ঘোড়াটাকেও। ওটার সহজাত সতর্কতা অনেক বারই জীবন বাঁচিয়েছে কিডের।

রাস্তায় ওয়্যাগন, বাগি ও রাইডারের ভিড় ঠেলে এগুতে হচ্ছে কিডকে। প্রচণ্ড গরমে লোকজনের মেজাজও খিঁচড়ে রয়েছে যেন। কথায় কথায় খিস্তি ঝরছে মুখ দিয়ে। পকেট হাতড়ে আবার নিজের অবস্থা যাচাই করে নিল কিড। যে ক'টা ডাইম এখনও পকেটের তলায় পড়ে রয়েছে তা দিয়ে টোয়াইন ফর্কের মত শহরে

বইঘর.কম

বড়জোর দু'দিন টেকা যাবে।

যেভাবেই হোক একটা কাজ জুটিয়ে নিতে হবে ওকে। ওর মন বলছে, এখানে একটা কাজ পাওয়া অসম্ভব হবে না। কিছুদিন কাজ করে হাতে কিছু টাকা জমলেই আবার ট্রেইলে নামতে পারবে।

আরিজোনার পথে রয়েছে ও এ-মুহূর্তে। নতুন দেশ ওটা, ভাগ্যান্বেষী লোকের দল ভিড় জমাতে শুরু করেছে এরই মধ্যে। ও শুনেছে, ওখানে একটা মানানসই চাকরি জুটিয়ে নেয়া যে কারও পক্ষে সম্ভব। কোন কিছু কপালে না জুটলে গোল্ড মাইনিঙ করেও বেঁচে-বর্তে থাকতে পারে যে-কেউ। ওই কাজের কিছু অতীত অভিজ্ঞতাও ওর রয়েছে।

কী না করেছে সে অতীতে! সেলুন ঝাড়ু দেয়া, আস্তাবলে ঘোড়ার নাদি পরিষ্কার করা, গরুর দিকে ল্যাসো ছোঁড়া, গোল্ড মাইনিঙ, শটগান ভাড়ায় খাটানো, বাউন্টি হান্টিং--সব কাজেরই অল্পবিস্তর অভিজ্ঞতা রয়েছে ওর।

কিন্তু বন্দুক ভাড়ায় খাটানোর কাজটাতে দারুণ অরুচি এসে গেছে এখন। যুদ্ধের সময় পেশার তাগিদে প্রচুর মানুষ মেরেছে ও। যুদ্ধের পরেও টিকে থাকার জন্য একই কাজ করতে হয়েছে বারংবার। অথচ মানুষ খুন ওর নেশা নয়। প্রত্যেকটা খুনের পরেই দারুণ মনস্তাপে ভোগে।

কত হবে সংখ্যাটা? পনেরো, বিশ নাকি আরও বেশি? হিসেব রাখেনি ও। অন্যান্য গানম্যানদের মত পিস্তলের বাঁটে দাগ কেটে হিসেব রাখার অভ্যাস ওর কখনোই ছিল না।

চোখ তুলে সামনে রাস্তার ডানপাশে একটা সেলুনের সাইনবোর্ডের দিকে তাকাল কিড। 'কাউবয়েজ রেস্ট' সেলুন। বাইরে হিচর‍্যাকে বাঁধা ঘোড়ার সংখ্যা দেখে বোঝা যায়, চুটিয়ে ব্যবসা করছে। ওখানে ঢুঁ মারার সিদ্ধান্ত নিল সে। জানে এসব সেলুনের বারটেন্ডারদের পেট নানান তথ্যে ঠাসা, একটু খাতির

boighar.com

জমাতে পারলেই অনেক তথ্য বের করে আনা যায়।

স্যাডল থেকে নেমে হাত-পা নেড়ে শরীরের আড়মোড়া ভাঙল ও প্রথমে। অনেক ঘণ্টা ট্রেইলে চলেছে, স্যাডলে বসে থাকতে থাকতে শরীরের জয়েন্টগুলোয় খিল ধরে গেছে।

দুই উরুতে ঝোলানো হোলস্টারে পিস্তল জোড়া ঠিকঠাক আছে নিশ্চিত হয়ে স্যাডলবুট থেকে রাইফেল তুলে নিয়ে ওটা বগলদাবা করে সেলুনের ব্যাটউইং ডোরের দিকে হাঁটা ধরল কিড, দরজা খুলেই অভ্যাসবশে দূর কোণগুলো দেখে নিল এক পলক, তারপর বারের দিকে পা বাড়াল।

ডজনখানেক লোক রয়েছে সেলুনে। সবাই ব্যস্ত। বারের পাশে দাঁড়িয়ে গভীর আলাপে মত্ত দুই লোক একটু সরে গিয়ে কিডকে জায়গা করে দিল।

'বিয়ার,' লালচুলো, পেটমোটা বারটেন্ডারের দিকে তাকিয়ে বলল কিড।

'বেশি না অল্প?' নির্লিপ্ত ভঙ্গিতে জানতে চাইল টেন্ডার। যেন আগন্তুকের হাড়-হাভাতে চেহারা দেখে দারুণ নাখোশ হয়েছে।

'তার মানে?' প্রশ্ন শুনে যেন কিছুটা ভ্যাবাচ্যাকা খেয়ে গেল কিড। এ ধরনের প্রশ্নের সম্মুখীন আগে কখনও হতে হয়নি ওকে। তারপর কাঁধ ঝাঁকিয়ে বলল, 'অল্পই দাও না হয়। একটা নিকেলে যতটুকু পাওয়া যায়।'

একটা ছোট গ্লাস বের করে ক্যান্টিন থেকে ফেনায়িত বিয়ার ঢেলে কিডের দিকে বাড়িয়ে দিল লালচুলো। রাইফেলটা আড়াআড়িভাবে বারকাউন্টারের সাথে ঠেস দিয়ে রাখল কিড, তারপর শার্টের পকেটে হাত ঢুকিয়ে একটা কয়েন বের করে বারের উপর রাখল। ঠিক চিলের মত ছোঁ মেরে কয়েনটা তুলে নিয়ে পকেটে পুরল বারম্যান।

'বলতে পারবে এখানে একজন লোক কোথায় একটা কাজ পেতে পারে?' বিয়ারের গ্লাসে চুমুক দিতে দিতে বারটেন্ডারকে

বইঘর.কম

জিজ্ঞেস করল কিড।

'না,' নির্লিপ্ত ভাবটা বজায় রেখেই জবাব দিল লোকটা, যেন একান্ত অনিচ্ছাসত্ত্বেও।

'আবার ভেবে দেখতে বলছি তোমাকে,' সরাসরি ওর চোখের দিকে তাকাল কিড। 'আমার কথাটা তোমার কানে যায়নি?'

কিডের চোখের শীতল চাহনিতে অন্তরাত্মা কেঁপে উঠল সেলুনম্যানের। মুহূর্তে বুঝে নিল, কঠিন পাল্লা এটা।

'আমি আসলেই জানি না,' ঢোক গিলে বলল সে। 'তুমি বললে খোঁজ নিয়ে...'

'টাকার খুব দরকার থাকলে বলো, আমি তোমার রাইফেলটা কিনে নিতে পারি, ফেলার,' কাউন্টার ঘেঁষে দাঁড়ানো লাইনের প্রথম লোকটা অযাচিতভাবে নাক গলাল।

লোকটার ওপর দৃষ্টি নিবদ্ধ করল কিড। পোশাক-আশাকে একজন র‍্যাঞ্চার বলেই মনে হচ্ছে। এর আগেও কয়েকবার হেনরি রিপিটারটা বিক্রির অফার পেয়েছিল সে, কেউ কেউ বেশ চড়া দামও দিতে চেয়েছে, কিন্তু সবাইকে না করে দিয়েছে। যুদ্ধের শেষ ক'বছর রাইফেলটা ওর বিশ্বস্ত বন্ধু ছিল। পরে যুদ্ধ শেষে বিগ্রেড কমান্ডার কর্নেল ম্যাকলিন ওর প্রাপ্য পদকের বদলে অস্ত্রটা ওকে একেবারেই দিয়ে দিয়েছিলেন।

'ধন্যবাদ,' বিনয়ী ভঙ্গিতে জবাব দিল কিড। 'রাইফেলটা বিক্রির জন্য নয়।'

'অনেকদিন থেকেই ওরকম একটা হেনরি রিপিটার খুঁজছি আমি,' বলল র‍্যাঞ্চার। চশমাটা চোখ থেকে সরিয়ে কাউন্টারের ওপর রাখল। 'কিন্তু জিনিসটা সহজলভ্য নয়। ওটা একটু দেখতে পারি?'

কয়েক মুহূর্ত দ্বিধাদ্বন্দ্বে ভুগে কিড বলল, 'স্বাচ্ছন্দ্যে।'

কাউন্টারের সাথে ঠেস দিয়ে রাখা রাইফেলটার দিকে এগোলো র‍্যাঞ্চার, অস্ত্রটা হাতে নিয়ে নেড়েচেড়ে দেখল। পুরোনো

boighar.com

কিন্তু ভালভাবে যত্ন নেয়া। রাইফেলটার দিকে প্রশংসার দৃষ্টিতে তাকিয়ে র‍্যাঞ্চার বলল, 'এখনও দারুণ অবস্থায় রয়েছে এটা। স্বীকার করতেই হয়, তুমি জিনিসের যত্ন নিতে জানো, ফেলার।'

'অন্তত চেষ্টা করি।'

'এটা বিক্রির ইচ্ছে একেবারেই নেই, না?' আশাভরা চোখে কিডের দিকে তাকাল র‍্যাঞ্চার।

'নাহ্,' কাঁধ ঝাঁকিয়ে জবাব দিল কিড। 'জিনিস বেচে ক্ষুধা নিবৃত্তির অবস্থায় আমি এখনও পড়েছি বলে মনে করি না।'

'ও, আচ্ছা!' কাঁধ ঝাঁকিয়ে একটু সরে গেল র‍্যাঞ্চার।

হঠাৎ দরজা ঠেলে সেলুনের ভেতরে ঢুকল মোটাসোটা এক লোক। ওর বুকে কোটের সাথে পিন দিয়ে সাঁটা শেরিফের ব্যাজ দেখে খানিক ভড়কে গেল কিড! ল-ম্যানদের দু'চোখে দেখতে পারে না সে। ওদের মুখোমুখি হওয়া মানেই হলো উটকো ঝামেলায় পড়া। এখনই হয়তো প্রশ্নবাণ শুরু করবে। পরিচয় কি, কোথায় থাকা হয়, কি করা হয়, শহরে কতক্ষণ থাকার ইচ্ছে—আরও কত কি। শেরিফ কিংবা মার্শালকে খুশি করতে না পেরে সন্ধের আগেই শহর ছাড়তে বাধ্য হয়েছে এমন ঘটনাও বেশ কয়েকবার ঘটেছে ওর জীবনে।

রাইফেলটা সম্পর্কে আরও কি কি যেন বলল র‍্যাঞ্চার, কিছুই কানে ঢুকল না ওর। ওর সমস্ত মনোযোগ এখন কেতাদুরস্ত পোশাক পরা মুটকো ল-ম্যানের উপর। লোকটাকে কেমন জানি চেনা-চেনা লাগছে।

'সার্জেন্ট!' উচ্ছ্বসিত কণ্ঠে শেরিফ বলল। 'আমাকে চিনতে পারছ না?'

ধীরে ধীরে মনে পড়ল কিডের সবকিছু। বিল জনসন, কনফেডারেট ক্যাভালরী ক্যাপ্টেন, যুদ্ধের পুরো সময়টুকু ওর অধীনেই কাটিয়েছে সে।

তিন

মুখে আকর্ণ হাসি ফুটিয়ে তুলে সামনে এগুলো বিল জনসন, কিডের দিকে হাত বাড়িয়ে দিয়ে বলল, 'তোমাকে আমার শহরে দেখতে পাব ভাবিনি, রিও। যুদ্ধ শেষ হওয়ার পর আর দেখা হয়নি আমাদের। অবশ্য দূর থেকে তোমার অনেক কীর্তির কথা শুনেছি।'

'শোনারই কথা,' দাঁত বের করে একটু হাসল কিড, শেরিফের বাড়িয়ে দেয়া হাত লুফে নিল। 'গত ক'বছরে শোনার যথেষ্ট কারণও ঘটেছে।'

পেছনে না তাকিয়েও বুঝতে পারছে কিড, শেরিফের মুখে ওর নাম উচ্চারিত হতেই লোকজন কানাঘুষা শুরু করে দিয়েছে।

'বয়েজ,' লোকজনের দিকে তাকিয়ে শেরিফ বলল। 'এ হলো দ্য গ্রেট রিও কিড, যার নাম নিশ্চয়ই সবাই শুনেছ।'

ঢোক গিলল বারটেন্ডার, লোকটার সঙ্গে বেশি বাড়াবাড়িতে যায়নি ভেবে নিজের ভাগ্যকে ধন্যবাদ দিল।

'আসলে আমার জীবন রক্ষার জন্য আমি ওর কাছে ঋণী,' আবেগজড়িত কণ্ঠ শেরিফের। 'যুদ্ধের শেষদিকে ভয়ানক এক বিপদে ও আমার প্রাণ বাঁচিয়েছিল।'

'কীভাবে?' জানতে চাইল এক লোক।

'জায়গাটার নাম সুগারক্রীক,' কথার খেই ধরল শেরিফ। যেখানে আমি সহ আরও চারজন সৈন্যকে একটা ওয়াশের মধ্যে ঘিরে ফেলেছিল ইউনিয়ন আর্মি। মরিয়া হয়ে লড়ছিলাম আমরা,

boighar.com

কিন্তু গুলি ফুরিয়ে আসছিল দ্রুত। হঠাৎ একটা রিজের চূড়ায় দেবদূতের মত আবির্ভূত হলো রিও কিড, হাতে ধরা সার্প শুটারের গুলিতে ইউনিয়নদের ব্যূহ ভেদ করে আমাদেরকে পালাবার সুযোগ করে দিল। সেদিন ও সময়মত ওখানে পৌঁছে রুখে না দাঁড়ালে এতদিনে আমরা হাড়গোড়সুদ্ধ মাটিতে মিশে যেতাম।'

নির্লিপ্ত চেহারায় বিয়ারের গ্লাসে চুমুক দিল কিড, শেরিফের বক্‌বকানি ও লোকজনের উৎসুক্ দৃষ্টির সামনে কিছুটা বিরক্ত ও বিব্রত বোধ করছে।

'ওকি ওর কাজের জন্য পদক পেয়েছিল?' জানতে চাইল এক লোক।

'না, তা পায়নি, তবে তার বদলে ওর হাতের রাইফেলটা ওকে পুরস্কার দিতে কর্নেলকে আমিই সুপারিশ করেছিলাম।'

'জিনিসটা চমৎকার,' আবার হেনরি রিপিটারটার প্রশংসায় পঞ্চমুখ হয়ে উঠল র‍্যাঞ্চার। 'ওর জন্যে যোগ্য অস্ত্র।'

'এদিকে কোথায় যাচ্ছিলে, কিড?' শেরিফ জানতে চাইল। 'কাজের খোঁজে?'

'আরিজোনার পথে রয়েছি আমি,' নির্লিপ্ত কণ্ঠে জবাব দিল কিড। বুঝতে পারছে শেরিফের কোনও মতলব আছে।

'চাকরি করার ইচ্ছে থাকলে আমাকে বলো, আমি একজন উপযুক্ত লোক খুঁজছি।'

সাবধানী দৃষ্টিতে শেরিফের দিকে তাকাল কিড। বিল জনসনকে ও যতটুকু চেনে, ইতোমধ্যে বদলে গিয়ে না থাকলে, ওর প্রস্তাব সতর্কতার সঙ্গেই বিবেচনা করা উচিত।

'তুমি রাজি, কিড?' আগ্রহান্বিত কণ্ঠ ল-ম্যানের।

'সেটা নির্ভর করবে,' জবাবে কিড বলল। 'চাকরির প্রকৃতি এবং কত বেতন দেয়া হচ্ছে তার উপর।'

'ডেপুটি, বলতে পারো একজন স্পেশাল ডেপুটি। অবশ্য চাকরি স্থায়ী হবে এমন নিশ্চয়তা দিতে পারি না, তবে সবকিছু

বইঘর.কম

ঠিকঠাক মত চললে...'

'তুমি ওকে অ্যাসপেন ক্রীকের ঘটনা সামাল দেবার জন্যে নিয়োগ করতে চাইছ, শেরিফ?' কথার মাঝখানে বলে উঠল একজন।

কোন জবাব না দিয়ে ভুরু কুঁচকে লোকটার দিকে তাকাল শেরিফ। তারপর কিডের দিকে ফিরে বলল, 'চলো কোথাও নিরিবিলি বসে আলাপ করা যাক।'

টেন্ডারকে একটা হুইস্কির বোতল ও দু'টো গ্লাস দিতে বলে সেলুনের কোণের একটা টেবিলের দিকে হেঁটে গেল শেরিফ, সামান্য ইতস্তত করে কিডও ওকে অনুসরণ করল। লোকটাকে ও ব্যক্তিগতভাবে অপছন্দ করে, কিন্তু এ মুহূর্তে একটা চাকরি ওর জরুরী দরকার।

টেবিলটার দু'পাশের চেয়ারে মুখোমুখি বসল দু'জন, টেন্ডারের দেয়া হুইস্কির বোতলের কর্ক খুলে দু'গ্লাস হুইস্কি ঢেলে একটা কিডের দিকে বাড়িয়ে দিল বিল জনসন।

'কাজটা একটু ঝুঁকিপূর্ণ,' হুইস্কির গ্লাসে চুমুক দিয়ে বলল সে। 'তবে আমার দৃঢ় বিশ্বাস, সেটা তুমি খুব ভালভাবেই সামাল দিতে পারবে। গভর্নরকেও সেই একই কথা বলেছি।'

'অ্যাসপেন ক্রীক এখানকার আশপাশে কোন একটা জায়গার নাম?'

'হ্যাঁ। এখান থেকে দক্ষিণে, আমার কাউন্টিতেই। শহরটার পাশে ওই একই নামে একটা লেক আছে। পাঁচ-পাঁচটা মার্ডার হয়েছে ওখানে—ঠাণ্ডা মাথার খুন। ওসব কারা করছে, কেন করছে সেটা কেউই জানে না। পুরো এলাকাটায় এখন চরম আতঙ্ক, লোকজন ঘর থেকে বেরোতেও ভয় পাচ্ছে।'

ফেনায়িত হুইস্কির গ্লাসের দিকে তাকাল কিড, গ্লাসটা তুলে একঢোক খেয়ে ওটা আবার টেবিলে নামিয়ে রেখে সরাসরি জনসনের চোখের দিকে তাকাল।

boighar.com

'তুমি কেসটা তদন্ত করতে ওখানে গিয়েছিলে?'

'অবশ্যই গিয়েছি। ওটা আমার দায়িত্বের অংশ ছিল, তাই না?'

বিষয়টা নিয়ে খানিক ভাবল কিড। হয়তো জনসনকে ও ভুল বুঝেছে; হয়তো ওর প্রাক্তন ক্যাপ্টেন, যে আর্মিতে থাকতে নিজের স্বার্থ ছাড়া আর কিছুই বুঝত না, এখন পুরোপুরি বদলে গেছে।

'তুমি ঘটনার কোন সূত্রই খুঁজে পাওনি?'

'না, পাইনি। ওখানে অনেকের সঙ্গে কথা বলে দেখেছি, কিন্তু তদন্তের কাজে লাগতে পারে এমন কোন তথ্যই দিতে পারেনি কেউ। ভিন্ন ভিন্ন সময়ে খুন করা হয়েছিল ওই পাঁচজনকে। ওদের তিনজন ছিল হোমস্টেডার–বাকি দু'জন ভাড়াটে হ্যান্ড।'

'কিন্তু খুনগুলোর মোটিভ কি ছিল?'

'জানি না,' হতাশভাবে মাথা নাড়ল শেরিফ। 'কেউই জানে না সেটা। দু'জন ডেপুটিও পাঠিয়েছিলাম সেখানে। ওদের একজন কোন ট্র্যাক না রেখে স্রেফ অদৃশ্য হয়ে গেছে।'

'বাকি ডেপুটির কি অবস্থা?'

'ঘোড়ার পিঠ থেকে পড়ে হাড়গোড় ভেঙে এখন ডাক্তার ওয়াল্টারের চিকিৎসাধীনে রয়েছে।'

'শহরে আর কোন ল-ম্যান নেই?'

'না। এমুহূর্তে আমার আর কোন ডেপুটি নেই। একা পুরো কাউন্টির আইন শৃঙ্খলা রক্ষার দায়িত্ব পালন করতে গিয়ে রীতিমত হিমশিম খেয়ে যাচ্ছি আমি। লোকজনের আশঙ্কা, ওখানে আরও খুনের ঘটনা ঘটতে পারে। ওদিকে গভর্নরও আমার মাথার ওপর ছড়ি ঘোরাচ্ছে। স্পষ্ট বলে গেছে, আমি ব্যর্থ হলে অ্যাসপেন ক্রীকে মার্শাল-ল জারি করে মিলিশিয়া পাঠাবে। আর ঘটনা অতদূর গড়ালে ওর আর আমার দু'জনেরই ক্যারিয়ার খতম হয়ে যাবে।'

একচুলও বদলায়নি জনসন, ভাবল কিড, ওর চেনা আগের

বইঘর.কম

সেই জনসনই রয়ে গেছে। ও এখনও নিজের স্বার্থসিদ্ধির জন্য যে কোনও লোককে বলির পাঁঠায় পরিণত করতে পারে।

'অবশ্য গভর্নরের দোষ দিই না আমি,' বলে চলল শেরিফ। 'সে-ও ঠিক আমার মতই বিশ্রী কোণঠাসা অবস্থায় রয়েছে। ওই সংবাদপত্রগুলো। ইতোমধ্যে অ্যাসপেন ক্রীকের ঘটনা ফলাও করে ছাপতেও শুরু করে দিয়েছে। ওর রাজনৈতিক বিরোধীরা এটাকে একটা অস্ত্র হিসেবে লুফে নিয়েছে।'

ফোঁস করে একটা দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে হুইস্কির গ্লাসটা তুলে নিয়ে তলানিটুকু গলায় ঢালল শেরিফ, ফাঁকা দৃষ্টিতে খালি গ্লাসটার দিকে কয়েক মুহূর্ত তাকিয়ে থেকে কিডের দিকে ফিরল। 'তোমার মত একজন দক্ষ লোকের পক্ষে কাজটা সারতে এক সপ্তার বেশি সময় লাগার কথা নয়। অথচ তুমি মাইনে হিসেবে পাচ্ছ একশো ডলার, প্লাস খরচা-পাতির জন্য আরও পঞ্চাশ।'

মাত্র এক সপ্তাহের কাজের জন্য দেড়শো ডলার! রীতিমত ভিরমি খাবার যোগাড় হলো কিডের। ওর মত একজন ফতুর হয়ে যাওয়া লোকের পক্ষে অঙ্কটা বেশ লোভনীয়। তবুও খানিক দর কষাকষির সুযোগ পেয়ে হাতছাড়া করতে চাইল না সে। ইতোমধ্যে অ্যাসাইনমেন্টটা হাতে নেয়ার সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেলেছে মনে মনে।

'কি সব আবোল-তাবোল বকছ, জনসন?' মুখে রাজ্যের অনীহা ফুটিয়ে তুলল কিড। 'আমি প্রাণের ঝুঁকি নিয়ে কাজটা করব, অথচ তুমি মাত্র দেড়শো ডলার দিতে চাইছ আমাকে?'

'দেখো, কিড,' যুক্তি দেখাল হাড়কিপটে শেরিফ। 'অল্প কয়েকদিনের কাজের জন্য তোমাকে একজন ডেপুটির চার মাসের বেতনের সমান টাকা অফার করছি...'

টেবিলের ওপর থেকে হ্যাটটা তুলে নিয়ে মাথায় চাপাল কিড। উঠে দাঁড়িয়ে বলল, 'তিনশোয় রাজি থাকলে খবর দিয়ো, আমি হোটেলেই উঠছি।'

boighar.com

'ঠিক আছে, তিনশোই সই,' সর্বশেষ অবলম্বন হাতছাড়া হয়ে যাচ্ছে দেখে মরিয়া হয়ে বলল শেরিফ।

শেরিফের কথায় আবার বসে পড়ল কিড। মুখে আকর্ণ প্রসারিত হাসি ফুটিয়ে তুলে বলল, 'তাহলে ধরে নিতে পারো, একজন ডেপুটি পেয়েই গেছ তুমি।'

'ধন্যবাদ কিড। যুদ্ধের সময় আমার জীবন বাঁচিয়েছিলে, এবার মান বাঁচাবে আশা করি। এসো আমার অফিসে গিয়ে বাকি কাজটা সারা যাক। আমি তোমাকে নিয়োগপত্র আর একটা ডেপুটির স্টার দিয়ে দেব।'

চার

শেরিফের অফিসে ঢুকে একটা বেঞ্চিতে দু'জন লোককে বসা দেখল কিড। ওদের একজন হালকা-পাতলা গড়নের, বুকে ডেপুটি ইউ এস মার্শালের ব্যাজ সাঁটা। ওর ধূসর, ভাবলেশহীন চোখ এবং রুক্ষ চেহারা দেখে বোঝা যায় বেশ ঘাগু লোক।

'এ হলো,' নিজের ডেস্কের পেছনে স্যুইভল চেয়ারে বসতে বসতে ডেপুটি ইউএস মার্শালের দিকে ইঙ্গিত করে শেরিফ বলল। 'ডিক ফ্রান্সিস। ব্যাজ দেখে ওর পদবীটা নিশ্চয়ই জেনে গেছ। ডিক, এ হলো দ্য গ্রেট রিও কিড, যার পরিচয় তোমার সামনেই গভর্নরকে জানিয়েছিলাম।'

নির্লিপ্ত ভঙ্গিতে সামান্য নড় করল ডেপুটি, এবার দ্বিতীয় জনের দিকে তাকাল শেরিফ। 'আর এ হলো বব ফোর্ড, ল্যান্ড এজেন্ট।'

দীর্ঘদেহী, সুদর্শন ল্যান্ড এজেন্ট আন্তরিক ভঙ্গিতে কিডের

বইঘর.কম

দিকে হাত বাড়িয়ে দিয়ে বলল, 'তোমার সঙ্গে পরিচিত হতে পেরে আমি আনন্দিত।'

'আমিও তাই,' বব ফোর্ডের বাড়িয়ে দেয়া হাত নিজের হাতে তুলে নিয়ে কিড বলল।

'এই নাও তোমার ডেপুটির ব্যাজ,' ড্রয়ার খুলে একটা তারকা আকৃতির ধাতব বস্তু নিয়ে কিডের দিকে বাড়িয়ে দিল শেরিফ। 'নিয়োগপত্র একটু পরে দিচ্ছি।'

'ধন্যবাদ, বিল,' ব্যাজটা হাতে নিয়ে পকেটে পুরল কিড।

ড্রয়ার থেকে একটা প্যাড ও কলম নিয়ে লিখতে শুরু করল শেরিফ। লেখা শেষ হলে মুখ তুলে কিডের দিকে তাকিয়ে বলল, 'ও হ্যাঁ, ভাল কথা, তুমি যে একজন ডেপুটি, অ্যাসপেন ক্রীকে গিয়ে সেটা কাউকে জানতে দেয়া যাবে না। লোকজন সাধারণত ল-ম্যানদের সামনে মুখে খিল এঁটে রাখে।'

ব্যান্ডানা দিয়ে কপালের ঘাম মুছল ডিক ফ্রান্সিস, কিডের দিকে তাকিয়ে জানতে চাইল, 'কবে রওনা দেবে বলে ভাবছ?'

কিডের হয়ে শেরিফই জবাব দিল, 'ওর আজই রওনা দেয়া উচিত, তাই না? এমনিতেই অনেক দেরি হয়ে গেছে।'

'কিন্তু সেটা কি ওর ওপর অবিচার করা হবে না?' মার্শাল বলল।

'যেমন?' ভুরু কুঁচকে ওর দিকে তাকাল শেরিফ।

'ও কেবল শহরে ঢুকেছে। দেখে তো মনে হয় বেশ কয়েক ঘণ্টা স্যাডলে কাটিয়েছে—অথচ তুমি ওকে এখনই আবার স্যাডলে চাপতে বলছ। তাছাড়া ওর ঘোড়াটারও তো বিশ্রামের দরকার হবে।'

ডেপুটির দিকে তাকিয়ে হাসল কিড। ফ্রান্সিস ওর পক্ষে ওকালতি করায় তার প্রতি কৃতজ্ঞ। এ মুহূর্তে ভীষণ ক্লান্ত সে, সেটা কাটিয়ে উঠতে কম করেও এক রাতের বিশ্রাম দরকার।

'দেরি যখন হয়েই গেছে,' মেকিংস বের করে একটা সিগারেট

boighar.com

রোল করতে করতে বলল ল্যান্ড এজেন্ট। 'আরও একটা রাত দেরি করলে নিশ্চয়ই তেমন কিছু আসবে যাবে না।'

চিন্তিত চেহারায় মেইন স্ট্রীটের দিকে তাকাল শেরিফ। 'তোমাদের কথাও ফেলনা নয়, রব। ঠিক আছে, কখন রওনা দেবে সেটা কিডই ঠিক করে নিক।'

নিয়োগপত্রটা খামে পুরে সেটা কিডের দিকে বাড়িয়ে দিল ল-ম্যান। হাত বাড়িয়ে খামটা নিয়ে সেটা পকেটে পুরে কিড জানতে চাইল, 'অ্যাসপেন ক্রীকে এমন কেউ আছে যাকে বিশ্বাস করা যায়?'

মাথা নাড়ল শেরিফ। 'আসলে জায়গাটা সম্পর্কে আমার ভাল ধারণা নেই,' মার্শালের দিকে তাকাল সে। 'ডিক, তুমি ওখানে তেমন কাউকে চেন?'

'নাহ্,' মাথা নেড়ে জবাব দিল মার্শাল। 'বব হয়তো চিনলেও চিনতে পারে।'

হাতের তালুতে চিবুক ঘষল ল্যান্ড এজেন্ট। বলল, 'আসলে আমারও ওদিকে তেমন যাওয়া হয়ে ওঠে না।'

'তাহলে দেখা যাচ্ছে,' কিডের দিকে তাকাল শেরিফ। 'যা করার তোমার নিজেকেই করতে হবে। ওখানে গিয়ে প্রথমে সবাইকেই শত্রু ভাবা উচিত হবে। পরে মেলামেশার মাধ্যমে ভেড়া ও নেকড়ে আলাদা করতে পারবে। তবে সেটা করতে বেশি সময় নেয়া চলবে না। আরও খুন করার আগেই গেঁথে ফেলা দরকার খুনীকে।'

'ওখানে ওকে প্রচুর গোয়েন্দাগিরি করতে হবে,' মন্তব্য করল ডিক্ ফ্রান্সিস।

'আমি কিন্তু মোটেই তা মনে করি না, ডিক,' শেরিফ বলল। 'ডিটেকটিভ ভাড়া করার প্রয়োজন মনে করলে আমি প্রথমেই পিঙ্কারটন এজেন্সির সঙ্গে যোগাযোগ করতাম। ওখানে গোয়েন্দাগিরির চেয়েও বেশি কিছু করতে হবে, এবং তা করার

বইঘর.কম

যোগ্যতা কিডের রয়েছে বলে আমার দৃঢ় বিশ্বাস। কিড, তোমাকে খরচা-পাতির জন্য অর্ধেক টাকা অগ্রিম দিচ্ছি, বাকিটা কাজ শেষ হলে পাবে।'

পকেট থেকে কয়েকটা নোট বের করে গুনে কিডের হাতে দিল শেরিফ। খুশি মনে টাকাগুলো পকেটে পুরল কিড। পুরোপুরি নিঃস্ব হয়ে পড়েছিল সে, মাত্র দু'দিন চলার মত টাকা ছিল পকেটে। এখন নিজেকে বড়লোক মনে হচ্ছে।

'কবে রওনা দিচ্ছ, কিড?' জানতে চাইল শেরিফ। 'অবশ্য সেটা তোমার ব্যাপার, তবুও জানতে ইচ্ছে করছে।'

'হয়তো কাল ভোরে। মার্শাল ঠিকই বলেছে, আমার আর ঘোড়াটার অন্তত একরাতের বিশ্রামের প্রয়োজন। তবে নিশ্চিন্ত থাকতে পারো, আমি সময়মতই রওনা দেব।'

'এখন আমি ভারমুক্ত, কিড,' ফোঁস করে একটা দীর্ঘশ্বাস ছাড়ল জনসন। 'অ্যাসপেন ক্রীক এখন তোমার সমস্যা, কিভাবে সামলাবে সেটা তুমিই জানো। গুডলাক, কিড।'

'ধন্যবাদ, বিল,' বলল কিড, মার্শাল ও ল্যান্ড এজেন্টের দিকে তাকিয়ে মাথা দোলাল–তারপর দরজার দিকে হাঁটা ধরল।

'তুমি ঠিক কবে রওনা দিচ্ছ জানতে পারলে তোমার সঙ্গে কিছুদূর যেতে পারতাম,' বলল ডিক ফ্রান্সিস। 'আমিও ওদিকেই যাচ্ছি কি-না।'

দরজার কাছে থেমে মাথা নাড়ল কিড। আসলে মাঝরাতের আগেই রওনা দেয়ার ইচ্ছে ওর, কিন্তু সেটা দুনিয়াসুদ্ধ লোককে জানান দিয়ে নয়। 'তোমাকে সাথে পেলে খুশি হতাম, মার্শাল। তবে আমার ওপর বেশি ভরসা কোরো না, ঠিক কবে ট্রেইলে নামব সেটা আমি নিজেই জানি না।'

হোটেলের পথে রাস্তায় হাঁটতে হাঁটতে একটা গানের কলি ভাঁজতে শুরু করল সে। হঠাৎ বেশ কিছু টাকা পকেটে চলে আসায় মনটা হাওয়ায় ভাসছে যেন।

boighar.com

পাঁচ

একটা চড়াইয়ের মাথায় উঠে জনিকে রাশ টেনে থামাল রিও কিড, নিচে বিস্তীর্ণ ভ্যালির দিকে তাকাল। বিকেলের পড়ন্ত রোদে হাসছে যেন সবুজ ঘাসে ঢাকা গোটা উপত্যকা। ওটার বুক চিরে পুব-পশ্চিমে বয়ে চলেছে একটা ক্রীক–অ্যাসপেন ক্রীক।

ক্রীকের উত্তর পাড় ঘেঁষে গড়ে উঠেছে হোমস্টেডগুলো। মোট ছ'টা বাড়ি, দূর থেকে গুনে দেখল কিড, প্রত্যেকটায় আলাদা আলাদা বাউন্ডারি দেয়া। বাড়িগুলোর আঙিনায় ও আশপাশের জমিতে গড়ে উঠেছে নানান জাতের ফসল ও শাকসব্জির বাগান। কিছু গরুও চরছে মাঠে।

কিন্তু কোথাও কোন মানুষজন নেই। যেন নিষ্প্রাণ সবকটা হোমস্টেড। খুনের ঘটনাগুলোর সঙ্গে এ অস্বাভাবিক নির্জনতার একটা সম্পর্ক রয়েছে, ভাবল কিড, জনির পেটে স্পার দাবিয়ে ঢাল বেয়ে নিচের দিকে নামতে শুরু করল।

ক্রীক পেরিয়ে জোর কদমে ঘোড়া ছোটাল সে। সামনে দু'তিন মাইল দূরে মেটে রঙা কাঠামো চোখে পড়ছে। ওটা অ্যাসপেন ক্রীক শহর। ওখানে গিয়ে হোটেলে একটা কামরা নেবে প্রথমে, তারপর ভেবেচিন্তে পরবর্তী কর্মপন্থা ঠিক করবে।

আধ ঘণ্টার মধ্যে অ্যাসপেন ক্রীকে পৌঁছে গেল সে, শহরের মেইন স্ট্রীটের প্রান্তে এসে ঘোড়ার রাশ টেনে সামনে অভিজ্ঞ দৃষ্টি মেলে এক নজরে দেখে নিল সবকিছু।

নির্জন রাস্তায় একটা লোকও দেখা যাচ্ছে না। যেন ভৌতিক

জনপদ একটা। সামনে ডানে হাঙ্ক গিবসের সেলুন। নিচু ছাত, রঙ ওঠা কাঠের কাঠামো। ওটার গজ দশেক দূরে বেন্টলীজ জেনারেল স্টোর। স্টোরটার ঠিক সামনে রাস্তার বামে আরেকটা সেলুন। 'বুলস আই', ওটার ফলস ফ্রন্টে লেখা অস্পষ্ট অক্ষরগুলো কোনওমতে উদ্ধার করল কিড—সেলুন কাম বোর্ডিং হাউজ।

বুলস আই সেলুনের আশপাশেই গড়ে উঠেছে কামারশালা, লিভারি স্টেবল ও অন্যান্য স্টোরগুলো। লিভিং স্যাকগুলো গড়ে উঠেছে শহরের একেবারে শেষ প্রান্তে।

পশ্চিমের সদ্য গজিয়ে ওঠা আর পাঁচটা শহরের মতই অ্যাসপেন ক্রীক, আশপাশের র‍্যাঞ্চ ও হোমস্টেডগুলোর সাপ্লাই সেন্টার এটা। এ মুহূর্তে শহরটার অস্বাভাবিক নির্জনতা নিয়ে ভাবছে কিড। জনসন যেমনটি বলেছে, লোকজন চরম আতঙ্কে দিন কাটাচ্ছে, কোথাও কোনও প্রাণের সাড়া নেই, বিজনেস সেন্টার ও লিভিং স্যাকগুলোর দরজা-জানালার আড়ালে ঘাপটি মেরে বসে আছে সবাই, যেন খুনীর পরবর্তী শিকার কে সেটা দেখার অপেক্ষায়।

হ্যাটটা মাথার পিছন দিকে ঠেলে দিয়ে গলায় বাঁধা ব্যাণ্ডানা দিয়ে কপালের ঘাম মুছল কিড, বুলস আইতেই আস্তানা গাড়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছে, অবশ্য ওখানে ছাড়া আর কোথাও কামরা পাওয়া যাবে বলেও মনে হয় না।

বিল জনসনের পরামর্শ মত টাকা পয়সা হিসেব করে খরচ করতে হবে ওকে; লোকজনকে দেখাতে হবে প্রায় সম্বলহীন এক কাউপোক সে, কাজের খোঁজে রয়েছে। তাহলে কারও মনে সন্দেহ না জাগিয়েই আশপাশের র‍্যাঞ্চার ও হোমস্টেডারদের সঙ্গে দেখা করতে পারবে।

হ্যাটটা মাথায় ঠিকঠাকমত বসিয়ে ঘোড়ার পেটে স্পার ছোঁয়াল সে, কোন দিকে না তাকিয়েও বুঝতে পারছে, স্টোর ও স্যাকগুলোর জানালার আড়াল থেকে লোকজন কৌতূহলী দৃষ্টিতে

boighar.com

ওকেই দেখছে।

বুলস আই সেলুনের সামনে একটা পানিভর্তি ট্রাফের পাশে এসে ঘোড়ার রাশ টানল কিড, তৃষ্ণার্ত ঘোড়াটা পানিতে মুখ ডুবিয়ে দিল। মাঝরাতের পর থেকে পুরোটা সময় প্রায় বিশ্রাম না নিয়েই পথ চলেছে ওরা।

দীর্ঘক্ষণ স্যাডলে বসে থেকে শরীরে খিল ধরে গেছে কিডের। হাত-পা টান-টান করে আড়মোড়া ভেঙে স্টিরাপ থেকে পা বের করে স্যাডল থেকে নামতে যাবে, ঠিক তখনই একটা কানফাটা বিস্ফোরণের শব্দ হলো।

দ্রুত একপাশে লাফ দিল কিড—প্রায় শব্দের গতিতেই। আধ-হাঁটু সমান ধুলোর ওপর পড়ল দেহটা, পড়েই এক গড়ান দিয়ে উঠে দাঁড়িয়ে নিচু হয়ে ঝুঁকে ছুট লাগাল সেলুনের দেয়ালে আড়াল নেয়ার জন্য। হাতে পিস্তল চলে এসেছে এরই মধ্যে, ককড্ হয়ে গেছে খাপ থেকে বেরোবার সময়ই।

পিস্তল বাগিয়ে সাবধানে সেলুনের পেছন দিকে চলে এল কিড। ত্রিশ গজ দূরের ঝোপঝাড়ের আড়াল থেকেই এসেছিল গুলিটা। ঝোপের শেষ প্রান্তে একটা আলোড়ন নজরে এল ওর, লতাপাতার ফাঁক-ফোকর দিয়ে একটা বাদামী রঙা ঘোড়ার পেট দেখা গেল। পালাচ্ছে বুশওয়াকার। পিস্তল তুলেও ট্রিগার টেপা থেকে বিরত থাকল কিড। গুলির আওতার বাইরে চলে গেছে আততায়ী।

পিস্তলটা হোলস্টারে পুরে আবার সেলুনের সামনে ফিরে এল সে, গুলির শব্দে ভয় পাওয়া ঘোড়াটার রাশ ধরে ওটাকে হিচ রেইলে বাঁধতে শুরু করল। গুলির শব্দ শুনেও কেউ রাস্তায় নেমে আসেনি দেখে ভীষণ অবাক হয়েছে।

ঘোড়া বাঁধা শেষ হলে উঠে দাঁড়িয়ে ব্যাণ্ডানা দিয়ে ঘর্মাক্ত, ধুলোমাখা মুখ মুছল কিড, উত্তেজনার প্রথম ধাক্কা কেটে যাওয়ায় এখন ঠাণ্ডা মাথায় ভাবতে পারছে। সন্দেহ নেই, ওকে লক্ষ্য

বইঘর.কম

করেই গুলি ছুঁড়েছে আততায়ী। তবে কি ওর আসল পরিচয় ফাঁস হয়ে গেছে ওদের কাছে? কিভাবে?

জানে জনসন এর পেছনে নেই। তাহলে ওকে ভাড়া করার জন্য এত আগ্রহী হত না। ডেপুটি ইউ এস মার্শাল ডিক ফ্রান্সিস এবং ল্যান্ড এজেন্ট বব ফোর্ডের সামনে ওর পরিকল্পনা খুলে বলেছিল শেরিফ। ওরা দু'জন ষড়যন্ত্রে জড়িত থাকলে তখুনি একজন ঘোড়সওয়ার পাঠিয়ে ওর আগমন-বার্তা আগেভাগে খুনীকে জানিয়ে দেয়া অসম্ভব ছিল না ওদের পক্ষে। সেলুনে যারা শেরিফের সাথে কথা বলতে দেখেছে ওকে, তাদের কেউ হওয়াও বিচিত্র নয়। সেক্ষেত্রে ধরে নিতে হবে খুনী একা নয়, একাধিক লোক আছে তার পেছনে।

কিন্তু মার্শাল কিংবা ল্যান্ড এজেন্টকে সন্দেহ করার কোন কারণ খুঁজে পেল না কিড। বিল জনসন ওদেরকে বিশ্বাস করে বলেই ওদের সামনে খোলামেলা আলাপ করেছিল। এমনও হতে পারে, হয়তো খুনী অন্য কারও জন্য ওত পেতে ছিল; ওকে একা আসতে দেখে সন্দেহের বশে গুলি করে বসেছে।

স্যাডলবুট থেকে রাইফেলটা নিয়ে ওটা বগলদাবা করে সেলুনের দরজার দিকে চলল কিড, ব্যাটউইং ডোর ঠেলে ভেতরে ঢুকে দাঁড়াল, ঝাড়া বিশ সেকেন্ড দাঁড়িয়ে থাকল। সেলুনটা বেশ বড়সড়, অ্যাসপেন ক্রীকের প্রয়োজনের তুলনায় একটু বেশিই বড়। এ-মুহূর্তে তিনজন মাত্র খদ্দের মেহগনি বার কাউন্টার ঘেঁষে দাঁড়িয়ে, মদ্যপান করছে। প্রত্যেকেরই চেহারায় আতঙ্কের চিহ্ন দেখল কিড।

বারের প্রান্তে একটা নড়বড়ে কাঠের সিঁড়ি দোতলার দিকে উঠে গেছে। ওখানেই রেন্টাল কোয়ার্টারগুলো। দৃঢ়, সতর্ক পায়ে বারের দিকে হেঁটে গেল কিড। হালকা-পাতলা, হাড্ডিসার টেন্ডার নির্লিপ্ত দৃষ্টিতে ওর দিকে তাকাল।

'হুইস্কি,' হেনরি রিপিটারটা কাউন্টাররের ওপর রাখতে

boighar.com

রাখতে বলল কিড। কম্পিত হস্তে গ্লাসে হুইস্কি ঢালতে দেখল সে টেন্ডারকে।

'এখানে হচ্ছেটা কি, মিস্টার?' একান্ত গোবেচারার মত মুখ করে বলল কিড। 'আমি শহরে ঢুকলাম, আর অমনি বলা নেই, কওয়া নেই, আমাকে লক্ষ্য করে গুলি ছোঁড়া হলো—এখানে আগন্তুকদের সবসময় এভাবেই অভ্যর্থনা জানানো হয় নাকি?'

সহসা কোনও জবাব দিল না টেন্ডার, বাকি খদ্দেরদের দিকে মনোনিবেশ করল।

'আমি অপেক্ষা করছি, মিস্টার...' নিষ্কম্প কণ্ঠে বলল কিড।

'সামার্স। বিলি সামার্স,' নিজের পরিচয় জানাল লোকটা। 'আমি এ সেলুনটা চালাই।'

'ঠিক আছে, মি. সামার্স, জবাবটা ধীরেসুস্থে দিলেও চলবে—এ মুহূর্তে আমার কোথাও যাবার তাড়া নেই।'

কাউন্টারের ওপর দুই কনুইয়ের ভর দিয়ে হুইস্কির গ্লাসে চুমুক দিল সে। একইসঙ্গে সেলুনকীপার ও খদ্দের তিনজনের ওপর নজর রাখছে।

'কোথা থেকে আসা হচ্ছে, ফ্রেন্ড?' কোদালাকৃতির কাঁচা-পাকা-দাড়িওয়ালা এক খদ্দের জানতে চাইল।

'টেক্সাস থেকে,' কিড জবাব দিল।

কিচেন থেকে অ্যাপ্রন পরা মোটাসোটা এক মহিলা বেরিয়ে এল।

'আজ কয়জনের জন্য রান্না চড়াতে হবে, মি. সামার্স?' প্রশ্নমাখা দৃষ্টিতে কিডের দিকে তাকাল রাঁধুনী।

'তুমি আজ রাতে এখানে থাকছ?' জানতে চাইল বিলি সামার্স।

'হ্যাঁ, থাকছি। অন্ধকার হয়ে এসেছে প্রায়, এখন বাইরে গিয়ে আবার অ্যামবুশের শিকার হবার ইচ্ছে মোটেই নেই আমার।'

'ঠিক আছে, ন্যান্সি, একজনের খাবার বাড়িয়ে দিয়ো।'

বইঘর.কম

রাঁধুনী চলে যেতেই অখণ্ড নীরবতা নামল সেলুনে। গ্লাসের বাকি হুইস্কিটুকু শেষ করে ওটা আবার সামনে বাড়িয়ে দিয়ে কিড বলল, 'আরেক গ্লাস দাও তো দেখি, মি. সামার্স। মনে হচ্ছে গলাটা শুকিয়ে কাঠ হয়ে গেছে।'

'এ ধরনের ঘটনা ঘটার পর সেটাই তো স্বাভাবিক,' মন্তব্য করল কোদালদাড়ি লোকটা।

'তুমি কিন্তু আমার প্রশ্নের জবাব দাওনি, মি. সামার্স,' সেলুনম্যানের বাড়িয়ে দেয়া হুইস্কির গ্লাস হাতে নিয়ে কিড বলল। 'নাকি দিতে আপত্তি আছে?'

'আরে না-না, আপত্তি থাকবে কেন?' তাড়াতাড়ি বলল সামার্স। 'আসলে তুমি এখানকার অবস্থা কিছু জানো না, সেটা ভেবেই অবাক হচ্ছি।'

'এখানে আমি একেবারেই নতুন, প্রথমবারের মত এসেছি।'

'আমাদের এখানে এক আজব খুনীর আবির্ভাব হয়েছে,' বলল সামার্স। 'পাঁচজন মানুষ খুন করেছে সে ইতোমধ্যে। আজ কিছুক্ষণ আগে তোমাকে গেঁথে ফেলতে পারলে তুমি হতে ওর ছয় নম্বর শিকার!'

ছয়

ঝাড়া দশ সেকেন্ড সেলুনকীপারের দিকে তাকিয়ে রইল কিড, যেন ভীষণ বিস্মিত হয়েছে। তারপর ভুরু কুঁচকে বলল, 'পাঁচজন মানুষ বললে?'

'হ্যাঁ, পাঁচজন।'

boighar.com

'অথচ খুনীর কোন পরিচয়ই জানতে পারোনি তোমরা কেউ?'

'না,' জবাব দিল কোদালদাড়ি। 'শেরিফ নিজেও চেষ্টা করে দেখে গেছে, কিন্তু কোন সূত্র বের করতে পারেনি। আমাদের ধারণা, লোকটা একটা ক্ষ্যাপা ম্যানিয়াক, যেকোনও কারণে এখানকার সবার ওপর মহাখাপ্পা হয়ে আছে।'

'বেশিরভাগ লোকের ধারণা,' বলল আরেকজন কাস্টমার, 'এটা কোনও বদ্ধ উন্মাদের কাজ। হয়তো এখানকার কোন একটা আউটফিটে কাজ করত, চাকুরি হারিয়ে প্রতিহিংসাপরায়ণ হয়ে উঠেছে। আমিও সেটাই মনে করি।'

মাথা দুলিয়ে ওর সঙ্গে একমত হলো কিড। 'হয়তো তোমার কথাই ঠিক, মিস্টার। কিন্তু আইন কি করছে?'

'আইন বলতে কিছুই নেই এখানে। এ শহরটায় কখনও কোন মার্শাল ছিল না। অবশ্য তার তেমন দরকারও ছিল না এর আগে। শেরিফ বিল জনসন কাউন্টি সীট টোয়াইন ফর্কে থাকে, কেবলমাত্র ইলেকশন এলে ভোট চাইতে আসা ছাড়া আর কোন কাজে এদিকে আসার দরকার পড়ে না ওর। অবশ্য খুনের ঘটনা তদন্ত করতে ক'দিন আগে এসেছিল এখানে। পরে দু'জন ডেপুটিও পাঠিয়েছে।'

'ওই ডেপুটি দু'জন কী করছে? ধরতে পারছে না কেন পাগলটাকে? ওরা কি এই শহরেই আছে?'

'নাহ! ওদের একজন লা-পাত্তা হয়ে গিয়েছিল প্রথমেই। বাকিজন ঘোড়ার পিঠ থেকে পড়ে গিয়ে হাড়গোড় ভেঙেছে। ও বলেছে, ওটা একটা অ্যাক্সিডেন্ট ছিল।'

'আমি কিন্তু ওটাকে স্রেফ একটা অ্যাক্সিডেন্ট বলে মানতে রাজি নই,' বলল কোদালদাড়ি। 'ওখানেও কোনও না কোনওভাবে খুনীর হাত ছিল।'

গ্লাসটা তুলে আরেক ঢোক হুইস্কি পান করল কিড, তারপর ওটা আবার টেবিলের ওপর নামিয়ে রাখল। বিল জনসন যতটুকু

বইঘর.কম

বলেছে তারচেয়ে বেশি কিছু এখনও জানে না সে, তবে বুঝতে পারছে, একজন ভবঘুরে স্যাডলবাম হিসেবেই পরিচয় দিতে হবে নিজের।

'অবাক ব্যাপার হলো,' মন্তব্য করল সে। 'এতগুলো মানুষ খুন হয়ে গেল, কিন্তু খুনীটাকে কেউ একবারের জন্যও দেখতে পেল না। লোকটা কোন্ ধরনের অস্ত্র ব্যবহার করে?'

'রাইফেল–প্রত্যেক বারই রাইফেল ব্যবহার করে সে, অ্যামবুশে থেকে গুলি করে–ঠিক যেভাবে কিছুক্ষণ আগে তোমার দিকে করেছে।' জবাবে সেলুনকীপার বলল।

'ও যাদেরকে মেরেছে ওরা কারা?'

'হোমস্টেডারস। ওদের একজনের নাম বেনসন–টম বেনসন, দ্বিতীয়জন ড্যান ফ্রিম্যান এবং বাকিজন জন ট্রেভার্স।

'তুমি না পাঁচজনের খুন হবার কথা বলেছিলে।'

'হ্যাঁ। বাকি দু'জন ছিল ভাড়াটে হ্যান্ড, চার্লি হোয়াইট ও বেন উইলসন।'

'ওরা সবাই কি আমি আসার পথে যে ক্রীকটা দেখেছি সেটার পাড়ে বাস করত?'

'ওটা অ্যাসপেন ক্রীক, শহরটার নামেই নাম। ওটার উত্তর পাড় ঘেঁসেই গড়ে উঠেছে হোমস্টেডগুলো। ওগুলোর অন্তত দুটো এখন খালি হয়ে গেছে। কার্ল জেফারসন আর জন ট্রেভার্সের খামার। ট্রেভার্স মারা পড়েছে খুনীটার হাতে, আর জেফারসন প্রাণভয়ে খামার ছেড়ে পালিয়েছে।'

কয়েক মুহূর্ত ভাবনায় ডুবে রইল কিড। এদের সঙ্গে কথা বলে নতুন কোন তথ্যই পাওয়া যায়নি। মুখ তুলে সেলুনম্যানের দিকে তাকাল সে। 'আচ্ছা, মি. সামার্স, এমন কি হতে পারে না যে এখানকার উচ্চাভিলাষী কেউ একজন আরও জমি ও পানির উৎস দখল করতে চাইছে, তাই নেস্টরদের তাড়িয়ে দেয়ার জন্য খুনগুলো করাচ্ছে?'

boighar.com

'মনে হয় না,' জবাব দিল কোদালদাড়ি। 'এখানকার সবচেয়ে বড় র‍্যাঞ্চার পল মার্টিন। এক লাখ একর জমি রয়েছে ওর, পানির উৎসও চমৎকার। পুবের পর্বতমালার উৎপন্ন কয়েটি ক্রীক এবং আরও কয়েকটা ছোটখাট ক্রীক সারা বছরই মার্টিনের লেযি-সি এবং আশপাশের র‍্যাঞ্চগুলোয় পর্যাপ্ত পানি যোগায়।'

'তবে তো মনে হচ্ছে র‍্যাঞ্চাররা এসবের পেছনে নেই,' মাথা দোলাল কিড। 'ব্যাপারটা আসলেই জটিল।'

'হ্যাঁ, জটিল ব্যাপারই বটে,' মাথা দুলিয়ে স্বীকার করল কোদালদাড়ি। সেলুনকীপারের দিকে তাকিয়ে বলল, 'আমরা যাচ্ছি, বিলি, চোখ-কান খোলা রেখো।'

ওরা তিনজন চলে যেতেই সেলুনটা পুরোপুরি ফাঁকা হয়ে গেল।

'কারা ওরা?' জানতে চাইল কিড। 'র‍্যাঞ্চার?'

'অ্যামোসের কথা বলছ? ও একজন খুদে র‍্যাঞ্চার, এখান থেকে মাইল কয়েক পশ্চিমে ওর র‍্যাঞ্চ। বাকি দু'জন ওর ভাড়াটে হ্যান্ড।'

'তোমার সেলুন বরাবরই এমন ফাঁকা থাকে?'

'প্রথম খুনটা হবার পর থেকে এই অবস্থা চলছে। লোকজন হাত-পা গুটিয়ে ঘরে বসে আছে, ব্যবসা-পাতি লাটে ওঠার যোগাড় হয়েছে। আশপাশের ভ্যালিতে যারা বাস করে তারা এখানকার বদলে ক্রোফোর্ডসভিল থেকে সওদা করতে শুরু করে দিয়েছে। আমরা এখানে যে ব্যবসা করছি তাতে মানুষ দূরে থাক, একটা জ্যাকর‍্যাবিটেরও টিকে থাকা মুশকিল। অথচ এর আগে এ সময়ে লোকজনে প্রায় ঠাসা থাকত আমার সেলুন। রাতে নিয়মিত বোর্ডারও পাওয়া যেত কয়েকজন। অথচ এখন তুমি ছাড়া আর একজন বোর্ডারও নেই। যে মেয়েগুলো এখানে কাজ করত, সবাই প্রাণভয়ে পালিয়েছে।'

'তোমার এ অবস্থার জন্য সমবেদনা জানাচ্ছি, মিস্টার,'

বইঘর.কম

পকেট থেকে দুটো কয়েন বের করে সামার্সের দিকে বাড়িয়ে দিল কিড। 'এক রাতের থাকা-খাওয়ার বিল নাও।'

হাত বাড়িয়ে কয়েন দুটো নিয়ে পকেটে পুরল সেলুনম্যান। বলল, 'কামরা সব খালি, যেটায় ইচ্ছে থাকতে পারো। হাত-মুখ ধোয়ার জন্য পানি আনছি আমি।'

'আমার ঘোড়াটা কোথায় রাখব?'

'ওটার ভাবনা আমার ওপর ছেড়ে দাও। ভালই যত্ন পাবে। কাল সকালে আবার রওনা দিচ্ছো।'

'সেটাই তো করা উচিত, তাই না?' বলল কিড। 'মনে হচ্ছে তোমাদের শহরটার আমাকে মোটেই পছন্দ নয়।'

'আমি হলে এই মুহূর্তে পালাতাম,' বলল সামার্স। 'তুমি কামরায় যাও, পানি নিয়ে আমি এখুনি আসছি।'

'ধন্যবাদ, মি. সামার্স,' কাঠের সিঁড়ি বেয়ে দোতলার দিকে চলল কিড।

সাত

হলওয়ের একেবারে শেষ প্রান্তের কামরাটা পছন্দ করল কিড। কামরাটার একটা বাড়তি সুবিধে হলো, ওটার জানালা দিয়ে সামনের রাস্তার ওপরও নজর রাখা যায়।

কামরাটা ছোট্ট, ভ্যাপসা গন্ধ ভেতরে, বোঝা যায় অনেকদিন ব্যবহার করা হয়নি। একটা স্ট্রেইট ব্যাক চেয়ার, একটা টেবিল, ওঅশস্ট্যান্ড ও তার উপর একটা চায়না বাউল, স্ট্যান্ডের সাথে লাগানো মিরর, একটা খাট—এই হলো কামরার আসবাবপত্র।

boighar.com

খাটের ওপর ম্যাট্রেসটা ছেঁড়াফাটা, বিছানার চাদর বদলানো হয়নি অনেকদিন।

অবশ্য এসব ব্যাপারে কোন অভিযোগ নেই কিডের। খোলা আকাশের নিচে ঘুমোতে অভ্যস্ত ও, ছাদ জাতীয় কোন কিছুর নিচে শেষ কবে রাত কাটিয়েছে সেটা মনেই পড়ে না।

রাস্তার দিকের জানালাটা খুলে দিয়ে সন্ধ্যার শীতল বাতাস ঢোকার ব্যবস্থা করে দিল কিড। তখুনি দরজায় টোকা পড়ল।

একহাতে এক বালতি পানি, আরেক হাতে কিডের ব্ল্যাঙ্কেট রোল নিয়ে কামরায় ঢুকল বিলি সামার্স। কিডের স্যাডলব্যাগ দুটো সেলুনকীপারের কাঁধে ঝোলানো। ব্ল্যাঙ্কেট রোল ও স্যাডলব্যাগ দুটো বিছানার ওপর রেখে বালতির পানি ওঅশ স্ট্যান্ডের চায়না বাউলে ঢালল সামার্স।

'তোমার ঘোড়াটাকে দলাই-মলাই করে দানা-পানি খেতে দিয়েছি,' দরজার দিকে যেতে যেতে বলল সে। 'সাপার রেডি, হাত-মুখ ধুয়ে নিচে চলে এসো। মনে হচ্ছে আমরা আরও ক'জন সঙ্গী পাচ্ছি। চারজন কাউহ্যান্ড এইমাত্র সেলুনে ঢুকেছে। মনে হচ্ছে ওরা যাবার আগে রাতের খাবার ও ড্রিঙ্কস সেরে নেবে।'

'ওদেরকে চেনো তুমি?'

'নাহ্! সবাই আগন্তুক,' বলে চোখ মিট-মিট করে কিডের দিকে তাকাল সামার্স। 'কিন্তু কেন এ প্রশ্ন?'

'শুধুই কৌতূহল। ওদের এখানে থামার অর্থ হলো খুনোখুনির ব্যাপারটা ওরা জানে না।'

'হতে পারে,' কাঁধ ঝাঁকিয়ে বলল সামার্স। 'কিংবা এমনও হতে পারে যে ব্যাপারটাকে ওরা তেমন পাত্তা দিচ্ছে না। যাক্, হাত-মুখ ধুয়ে নিচে নেমে এসো।'

সেলুনকীপার চলে যেতেই দরজায় তালা দিল কিড, তারপর চায়না বাউলে হাত-মুখ ধুয়ে শেভ সারল। সদ্য কেনা শার্ট-প্যান্ট পরার সিদ্ধান্ত নিয়েও আবার মত পাল্টাল সে, মনে পড়ল ওকে

বইঘর.কম

প্রায় নিঃস্ব একজন কাউপোকের মত দেখাতে হবে। অবশেষে ট্রেইলের ধুলো ঝেড়েঝুড়ে নিজের পুরোনো পোশাকই পরে নিল।

কোমরে পিস্তল ঝুলিয়ে হেনরি রিপিটারটা বগলদাবা করে প্যাসেজওয়েতে পা রাখল কিড, তারপর দরজায় তালা দিয়ে দু'পাশে সারি সারি বন্ধ ঘর পেরিয়ে নিচে নেমে এল।

বাইরে পুরোপুরি অন্ধকার নেমেছে। স্বাভাবিক সময়ের মতই আলোকসজ্জিত করেছে সামার্স সেলুনটাকে। অপ্রত্যাশিতভাবে অতিরিক্ত কিছু ভিড়ও লক্ষ করা যাচ্ছে। ওই চারজন কাউহ্যান্ড ছাড়াও এ মুহূর্তে সেলুনে রয়েছে জমকালো পোশাক পরা এক সুন্দরী যুবতী ও তার সঙ্গে বিজনেস সুট পরা সুদর্শন এক যুবক। আরও রয়েছে রোদে জ্বলা তামাটে চেহারার দুই লোক। চেহারার মিল দেখে ওদেরকে পিতা-পুত্র বলেই মনে হচ্ছে। মোটা ডেনিম শার্ট, বিব ওভারঅল পরেছে ওরা, পায়ে ভারি টেক্সান বুট—সন্দেহ নেই হোমস্টেডার কিংবা ওদের ভাড়াটে হ্যান্ড।

BOIGHAR

সামার্সের ব্যবসায়ে এই হঠাৎ চাঙ্গাভাব ভাবিয়ে তুলল কিডকে। কাউহ্যান্ড চারজন এবং মহিলা ও তার সঙ্গী নাহয় চলার পথে এখানে উঠেছে, কিন্তু হোমস্টেডার দু'জন কেন এসেছে?

কোনার দিকের একটা টেবিল বেছে নিল সে। ওখান থেকে পুরো সেলুন ও দরজা জানালাগুলোর ওপর নজর রাখা যায়। বিশালদেহী রাঁধুনী-কাম-ওয়েট্রেস এগিয়ে এল ওর দিকে।

'মেন্যু হলো: ভাজা মাংস ও পটেটো, বাটার বীনস্, শাক-সব্জি, হট বিস্কিট, মধু আর কফি,' সব এক নিঃশ্বাসে বলে ফেলল মহিলা। 'অবশ্য এসব তোমার পছন্দ না হলে বেকন ও ডিমভাজার ব্যবস্থাও করতে পারি।'

'এতেই চলবে,' সন্তুষ্ট মনে বলল কিড। মহিলা চলে যেতেই চারদিকে চোখ বুলাল সে। পুরুষ ও মহিলা ওর দু'তিন টেবিল দূরে সামনা-সামনি বসেছে। হোমস্টেডার দু'জন ওদের ডানে বসে হুইস্কির গ্লাসে চুমুক দিতে দিতে নিজেদের মধ্যে চাপা স্বরে

boighar.com

কী যেন আলাপ করছে। কাউহ্যান্ড চারজন বারে দাঁড়িয়ে হৈ-হল্লা করতে করতে মদ গিলছে। হঠাৎ জেগে উঠেছে যেন বুলস্ আই সেলুন। অথচ বাইরে পুরো অ্যাসপেন ক্রীক জুড়ে বিরাজ করছে মৃত্যুর নীরবতা।

ওয়েট্রেসের এনে দেয়া খাবার বেশ সময় নিয়ে রসিয়ে রসিয়ে খেল কিড। মাথায় বিপদ নিয়ে ঘুরলেও খাওয়াটা সবসময় ধীরে-সুস্থে উপভোগ করে ও। ওয়ালেট ভর্তি টাকা, পেট পুরে সুস্বাদু খাবার, ছাতের নিচে নরম বিছানায় ঘুমানো—যুদ্ধের পর বলতে গেলে এমন সুসময় খুব কমই এসেছে ওর জীবনে। খাবারের পর তৃতীয় কাপ কফি শেষ করে উঠে দাঁড়াল ও, বারের দিকে হেঁটে গেল।

'খাবারটা কেমন লাগল?' জানতে চাইল সেলুনকীপার।

'খুবই ভাল,' তৃপ্তির ঢেকুর তুলে জবাব দিল কিড। 'বলতে পারো, এমন চমৎকার খাবার খাইনি অনেকদিন।'

সামার্সের কাছ থেকে একগ্লাস হুইস্কি চেয়ে নিয়ে গ্লাসটা হাতে ধরে সেলুনের চারপাশে তাকাল কিড। কাউহ্যান্ড চারজন একটা টেবিল ঘিরে বসে চুটিয়ে তাস পেটাচ্ছে, মহিলা ও তার সঙ্গী ঠাট্টা-মশকরা করছে নিজেদের মধ্যে, হোমস্টেডার দু'জন এখনও গভীর আলাপে মগ্ন।

'মনে হচ্ছে আজ তোমার ব্যবসাপাতি বেশ ভালই চলছে,' মন্তব্য করল কিড।

'হ্যাঁ,' একগাল হেসে জবাব দিল সামার্স। 'তুমি আসার পর থেকে সবকিছু বদলে গেছে বলে মনে হচ্ছে। লোকজন যেন খুনের ঘটনাগুলো ভুলে যেতে বসেছে।'

'যেমন?' তলে তলে জমে গেল কিড। এত সাবধানতা সত্ত্বেও কি ওর আসল পরিচয় ফাঁস হয়ে গেছে?

'খুনী আজ বিকেলে তোমার গায়ে গুলি লাগাতে না পারায় লোকজন স্বস্তিবোধ করছে। ওরা হয়তো ভাবতে শুরু করেছে,

বইঘর.কম

খুনী অপরাজেয় কেউ নয়।'

'ওটা ভাবা ঠিক নয়। আসলে আমি শুধুই ভাগ্যের জোরে বেঁচে গেছি। এখানে উপস্থিত সবাই কি অ্যাসপেন ক্রীক কিংবা তার আশেপাশে বাস করে?'

'না। কেবলমাত্র জর্জ গ্রিফিন ও তার ছেলে জেস ছাড়া বাকিরা বাইরের। ওই বাপ-বেটা দু'জন হোমস্টেডার, অ্যাসপেন ক্রীকের পাড়ে ওদের একটা আউটফিট আছে।'

'ওই কাউহ্যান্ড চারজন কোথায় থাকে?'

'এখান থেকে পুবে। মাঝেমধ্যে ফুর্তি করতে এখানে আসে।'

'কতদূর পুবে?'

'পঁচিশ-ত্রিশ মাইল হবে, কিডের জন্য আরেক গ্লাস হুইস্কি ঢালল সামার্স। 'কাল সকালে রওনা দিচ্ছ?'

'এখনও সিদ্ধান্ত নিইনি। তোমার এখানে খাবার দাবার মনে ধরেছে, থেকেও যেতে পারি কয়েকদিন।'

'ধন্যবাদ,' ভুরু কুঁচকে কিডের দিকে তাকাল লোকটা। 'তোমাকে অতিথি হিসেবে পেলে ভালই লাগবে আমার।'

সন্দেহ মাখা চোখে সেলুনকীপারের দিকে তাকাল কিড। লোকটার কথার ভাবে যেন মনে হচ্ছে, ওর পরিচয় জেনে ফেলেছে–কিংবা আন্দাজ করে নিয়েছে।

রাইফেলটা হাতে নিয়ে সিঁড়ির দিকে হাঁটা ধরল কিড। বলল, 'আমি ভীষণ ক্লান্ত, সারাটা দিন ভীষণ খাটুনি গেছে শরীরের ওপর দিয়ে। গুড নাইট।'

'গুড নাইট,' প্রত্যুত্তরে সেলুনকীপার বলল।

সিঁড়ির শেষ ধাপে এসে থামল কিড। কী জানি একটা অস্বস্তি খচ্-খচ্ করছে মনের গহীনে। ওর কামরা পর্যন্ত বিস্তৃত প্যাসেজওয়েতে ঘুটঘুটে অন্ধকার। বাইরের আলো ভেতরে প্রায় ঢুকছে না বললেই চলে।

রাইফেলটা হাতে নিয়ে ট্রিগারে আঙুল রাখল কিড, তারপর

boighar.com

প্যাসেজওয়েতে পা রাখল। ওর কামরার দরজার পাশে কুণ্ডলী পাকানো কালো একটা অবয়ব চোখে পড়ল। একটা ছায়ামূর্তি!

আট

টান-টান শরীরে অপেক্ষা করছে রিও কিড, কালো অবয়বটা নড়ে কিনা দেখছে। ভাবছে ওর ধারণা হয়তো ভুল, ওটা হয়তো দেয়ালে ঠেস দিয়ে রাখা কোন ফার্নিচার বা অন্য কিছু, যেটা আগে ওর নজর এড়িয়ে গেছে।

মৃদু নড়ে উঠল অবয়বটা অবশেষে। একজন মানুষ! ওর জন্য ওত পেতে রয়েছে! দ্রুত ফ্লোরে ডাইভ দিল সে, সাথে সাথেই রাইফেলের ট্রিগার টিপে দিল। প্যাসেজওয়ের অপর প্রান্তেও একটা পিস্তলের মাজল আগুন ওগরাল। দুটো গুলির শব্দ একটার মতই মনে হলো।

উঠে বসেছে রিও কিড, রাইফেলটা ফেলে দিয়ে কোমর থেকে পিস্তল তুলে নিয়েছে হাতে। সামনের কালো অবয়বটা এখন আর নড়ছে না। নিচে সেলুনের কোলাহল গুলির শব্দে থেমে গিয়েছিল, এখন আবার শুরু হয়েছে। সিঁড়িতে সম্মিলিত, ব্যস্ত পদক্ষেপ শোনা যাচ্ছে।

লণ্ঠন হাতে সবার আগে এল সেলুনকীপার।

'কি হয়েছে?' উদ্বিগ্ন কণ্ঠে জানতে চাইল বিলি সামার্স। কোন জবাব না দিয়ে উঠে দাঁড়াল কিড, হাতে পিস্তল বাগিয়ে সন্তর্পণে সামনের আলো-আঁধারির দিকে হেঁটে গেল। অ্যামবুশারের মৃত্যু সম্পর্কে এখনও নিশ্চিত নয় সে।

বইঘর.কম

কাছে এসে কিড দেখল, হাত-পা ছড়িয়ে চিৎ হয়ে পড়ে রয়েছে একটা দেহ, নিজের রক্তে ভাসছে। ওর ঠিক হৃৎপিণ্ড বরাবর বিঁধেছে কিডের রাইফেলের গুলি। ডান হাতের মুঠোয় এখনও পিস্তল ধরে রেখেছে সে।

লাথি দিয়ে প্রথমে পিস্তলটা দূরে সরিয়ে দিল কিড, তারপর হাঁটু মুড়ে বসে লোকটার পালস্ পরীক্ষা করে দেখল। কোন সাড়া নেই।

উঠে দাঁড়িয়ে পিছু হটে অন্যদের দেখার জন্য জায়গা করে দিল সে, তারপর সেলুনকীপারের দিকে তাকিয়ে জানতে চাইল, 'চেনো ওকে?'

লণ্ঠনটা উপরে তুলে মাথা দোলাল সামার্স। বলল, 'জেমস ওয়াকার ওর নাম। হার্ডকেস।'

'কোথায় থাকত সে?'

'পল মার্টিনের লেযি সি আউটফিটে কাউপাঞ্চারের কাজ করত।'

ভুরু কুঁচকে সেলুনম্যানের দিকে তাকাল কিড। পল মার্টিন লেযি সি আউটফিটের মালিক। কিন্তু ও এসবের মধ্যে জড়াবে কেন? সামার্সের মুখেই শুনেছে র‍্যাঞ্চারের অতিরিক্ত ঘাস-পানির প্রয়োজন নেই।

'আজ বিকেলের হামলাটাও এই একই লোক চালিয়েছে বলে মনে করো, মিস্টার?' জানতে চাইল হোমস্টেডার জর্জ গ্রিফিন।

'অসম্ভব কিছু নয়,' জবাবে বিলি সামার্স বলল। 'লোকটা বরাবরই উদ্ধত প্রকৃতির ছিল। কারও সঙ্গে মিশতও না তেমন। কিন্তু ওর গুলি করার পক্ষে কোন যুক্তি খুঁজে পাচ্ছি না আমি।'

'আমি বাজি ধরতে পারি ওই ওয়াকারই আসল খুনী,' বলল বুড়ো গ্রিফিন। ও আর সেলুনকীপার আগন্তুকদের কাছে আগা-গোড়া ব্যাখ্যা করল ব্যাপারটা সংক্ষেপে।

'ধরে নিলাম আগের খুনগুলোও ওই করেছে,' বলল

boighar.com

কাউহ্যান্ডদের একজন। 'কিন্তু এই লোক এখানে নতুন, একে খুন করার চেষ্টা করতে যাবে কেন সে?'

'কিন্তু চেষ্টা সে করেছে, এবং এটাই বাস্তবতা–তাই না, মিস্টার?' বলল বুড়ো হোমস্টেডার।

'ও খুনী হোক কিংবা না-ই হোক, এখন কিন্তু আর কাউকে গুলি করতে যাবে না–বিশেষ করে ওর এ অবস্থায়।' জেমস ওয়াকারের নিষ্প্রাণ দেহের দিকে তাকিয়ে মন্তব্য করল এক কাউহ্যান্ড। গুলির শব্দ শুনে ও লাশ দেখে ভড়কে গিয়েছিল বাকি কাউহ্যান্ডরা। সঙ্গীর রসিকতায় এবার একযোগে হেসে উঠল।

'চলো বয়েজ,' বলল কাউহ্যান্ড। 'খাবার সেরে তাড়াতাড়ি হোমর‍্যাঞ্চের দিকে রওনা দিই। এ ভূতুড়ে জায়গায় আমার আর এক মুহূর্তও থাকতে ইচ্ছে করছে না।'

হৈ-হল্লা করতে করতে সিঁড়ির দিকে চলল কাউহ্যান্ড, চারজন। ওরা চলে যেতেই কিডের দিকে তাকিয়ে সেলুনকীপার বলল, 'এবার নিশ্চয়ই এখানে থেকে যাওয়ার ব্যাপারে মত পাল্টাবে। তাই না?'

'না!' ইস্পাত কঠিন শোনাল কিডের কণ্ঠ। 'ভয়ে লেজ তুলে পালাবার বদলে ব্যাপারটার শেষ দেখে যেতে চাই আমি।'

সবজান্তার হাসি ফুটে উঠল লোকটার মুখে। ভাবখানা যেন, কিডের আসল পরিচয় এখন আর ওর অজানা নেই। হাতের তালুতে হলুদ দাড়িভর্তি গাল ঘষল বুড়ো হোমস্টেডার। বলল, 'জেমস ওয়াকার এখন মরে ভূত হয়ে গেছে, ওর কাছ থেকে কোন তথ্য জানার আশা বাদ–তাহলে কোথা থেকে শুরু করবে বলে ভাবছ?'

লণ্ঠনের হলুদ আলোয় সতর্ক দৃষ্টিতে লোকটার দিকে তাকাল কিড। একজন নিরপেক্ষ দর্শকের তুলনায় একটু বেশিই কৌতূহল দেখাচ্ছে সে; তাছাড়া অ্যামবুশে পড়ার আশঙ্কা আছে জেনেও বাপ-বেটা দু'জন মাঝরাত অবধি বাইরে ঘোরাফেরা করছে। তবে

বইঘর.কম

কি ওরা খুনের সঙ্গে কোনভাবে জড়িত?

'প্রথমে লেযি সি থেকে শুরু করতে চাই আমি,' বলল কিড। 'পল মার্টিনের কাছ থেকে কিছু তথ্য জানতে হবে।'

'সে যা-ই হোক,' বলল সামার্স। 'এখন লাশটা নিয়ে কি করব আমরা?'

'ওটাকে সৎকারের জন্য একজন আন্ডারটেকারের কাছে নিয়ে যাওয়া উচিত তোমাদের,' বলল কিড।

'এখানে কোন আন্ডারটেকার নেই,' বলল সামার্স। 'লাশটা আমরা লেযি সিতে পাঠিয়ে দিতে পারি। বাকি কাজটা ওরাই সারুক।'

'আমি এবং আমার ছেলে বিদায় নিচ্ছি,' বলল জর্জ গ্রিফিন। 'তুমি চাইলে লাশটা বার্নে নিয়ে রাখতে পারি। কাল সকালে যাই হোক একটা কিছু করা যাবে।'

'তোমাকে অশেষ ধন্যবাদ, জর্জ,' বলল সেলুনম্যান।

বাপ-বেটা দু'জন ধরাধরি করে লাশটা সিঁড়ির দিকে নিয়ে চলল। করিডরে ফ্লোরে জমে থাকা ছোপ-ছোপ রক্তের দিকে তাকাল সামার্স। বলল, 'আমি রক্ত পরিষ্কারের ব্যবস্থা করছি। তোমার ওপর দিয়ে অনেক ধকল গেছে, এবার নিশ্চয়ই এক গ্লাস হুইস্কি পেতে চাইবে?'

'ধন্যবাদ, মি. সামার্স,' বলল কিড। 'এমুহূর্তে আমার সব কিছুর চেয়ে বেশি দরকার ঘুমের। তবে তার আগে তোমার কাছ থেকে কিছু প্রশ্নের জবাব পেতে চাই।'

'যেমন?'

'ওই হোমস্টেডার দু'জন, জর্জ গ্রিফিন ও তার ছেলে, খুনীর হাতে জান খোয়ানোর ভয় আছে জেনেও এত রাত পর্যন্ত বাইরে ঘোরাফেরা করছে কেন?'

চিন্তিত চেহারায় মাথা দোলাল সামার্স। 'তুমি ঠিকই বলেছ, ওদেরকে আগে আর কখনও এত রাতে শহরে দেখা যায়নি। তবে

boighar.com

কি তুমি ওদেরকেও খুনের সঙ্গে জড়িত বলে সন্দেহ করছ?'

'আমি কেবল সবকিছু মাথায় গেঁথে রাখতে চাইছি,' সরাসরি জবাব এড়িয়ে গেল কিড, বিশাল একটা হাই তুলে বলল, 'ভীষণ ঘুম পাচ্ছে আমার এখন। কাল সকালে কথা হবে। গুড নাইট।'

নিজের কামরায় ঢুকে দরজা লাগিয়ে দিল সে।

নয়

রৌদ্রস্নাত সকালে জেমস ওয়াকারের লাশবাহী ঘোড়াটাকে অনুসরণ করে পল মার্টিনের লেযি সি র‍্যাঞ্চহাউজে পৌঁছল কিড। বিশাল স্টোন হাউজটা মার্টিনের অর্থবিত্তের পরিচয় দেয়। মূল র‍্যাঞ্চহাউজ থেকে সামান্য দূরে পরিকল্পিতভাবে বানানো কোরাল, বার্ন, বাঙ্কহাউজ ও অন্যান্য স্যাকগুলো। বাড়ির সামনে পরিপাটি করে সাজানো ফুল ও সব্জির বাগান, পরিষ্কার টলটলে পানির ঝরনা দেখে বোঝা যায় একজন রুচিশীল ও মার্জিত মনের মানুষ মার্টিন।

গেট দিয়ে ঢুকতেই কিড খেয়াল করল, মূলঘরের পোর্চে দুটো চেয়ারে মুখোমুখি বসে মাঝবয়সী একজন লোক ও এক তরুণী, কফি পান করছে। লাশবাহী ঘোড়া ও কিডকে দেখে সাবধানী পায়ে বাঙ্কহাউজ থেকে বেরিয়ে এল চারজন ক্রু, সবারই কোমরে অস্ত্র ঝুলছে।

পোর্চের সামনে এসে ঘোড়ার রাশ টেনে থামল কিড। উঠে দাঁড়িয়েছে পোর্চে বসা মাঝবয়সী লোকটা। চোখে প্রশ্ন।

'তুমি পল মার্টিন?' জানতে চাইল কিড।

বইঘর.কম

লম্বা-চওড়া লোকটা, মাথায় পাতলা-কালো চুল, নিখুঁতভাবে কামানো দাড়ি-গোঁফ। শীতল দৃষ্টিতে কিডের দিকে তাকাল সে। চেয়ারে বসা মেয়েটার চুলও ওরই মতো কালো, ফর্সা গোলগাল চেহারা, ডাগর চোখ। র‍্যাঞ্চারের মেয়েই হবে, ভাবল কিড, ওর স্ত্রী হবার পক্ষে খুবই কম তরুণীর বয়স।

'হ্যাঁ, আমিই পল মার্টিন,' কর্তৃত্বপূর্ণ কণ্ঠ লোকটার। 'ঘোড়ার পিঠে লাশটা কার?'

'ওটা জেমস ওয়াকারের লাশ, মি. মার্টিন,' ক্ষুব্ধ কণ্ঠে বলল পাঞ্চারদের একজন। হঠাৎ হোলস্টার থেকে পিস্তল বের করে কিডের দিকে এগোল লোকটা, বাকিরাও ওকে অনুসরণ করল।

শীতল দৃষ্টিতে পাঞ্চার চারজনকে মাপল কিড, ওর ডান হাতটা এখনও কোমরে হোলস্টারের কাছে ঝুলছে।

'খবরদার আর এক পা-ও এগোবে না!' নিষ্কম্প কণ্ঠ কিডের।

দ্রুত রেলিঙের দিকে এগোল র‍্যাঞ্চার, কাউবয়দের উদ্দেশে হাত নাড়ল। 'ব্যাপারটা আমি দেখছি, বয়েজ। তোমরা নিজেদের জায়গায় ফিরে যাও।'

থেমে গেল ওরা। ক্ষুব্ধ কণ্ঠে একজন বলল, 'জেমস ওয়াকার একজন লেযি সি পাঞ্চার ছিল...'

'বললাম তো ব্যাপারটা আমি দেখছি, টম,' কিডের দিকে তাকাল র‍্যাঞ্চার। 'এবার তোমার পরিচয় জানাও।'

'সবাই আমাকে কিড গ্যারিসন বলেই ডাকে। শুনেছি জেমস ওয়াকার তোমার এখানে কাজ করত।'

'তো?'

'কাল রাতে বুলস আই সেলুনের দোতলায় অন্ধকারে আমাকে অ্যামবুশ করেছিল সে। নেহায়েত কপালগুণে বেঁচে গেছি। বিকেলে শহরে ঢোকার সময়ও একবার হামলা হয়েছিল আমার ওপর। আমার এবং অন্যদের বিশ্বাস সেটাও ওরই কাজ ছিল।'

'তো এ ব্যাপারে আমি কি করতে পারি?'

boighar.com

'আমি তোমার কাছে ওর ব্যাপারে কিছু তথ্য জানতে চাই।'

'ঠিক আছে, নেমে এসো, এখানে বসে কথা হবে।' ক্রুদের দিকে তাকাল র‍্যাঞ্চার। 'লাশটা আপাতত বার্নে নিয়ে যাও, ফিউনারালের ব্যবস্থা হবে।'

স্টির‍্যাপে ডান পা গলিয়ে দোল খেয়ে স্যাডল থেকে নামল কিড, সিঁড়িতে বুটের তলার ধুলো ঝেড়ে বারান্দায় উঠল। নিজের চেয়ারে বসতে বসতে একটা খালি চেয়ার ইঙ্গিত করে কিডকে বসতে বলল র‍্যাঞ্চার।

'আমার মেয়ে ক্যাথি,' পাশের একটা চেয়ারে বসা তরুণীর সঙ্গে কিডের পরিচয় করিয়ে দিল মার্টিন। হ্যাটের প্রান্ত ছুঁয়ে নড করল কিড, প্রত্যুত্তরে মেয়েটাও স্মিত হেসে মাথা দোলাল।

কফিপট থেকে এককাপ কফি ঢেলে কিডের দিকে বাড়িয়ে দিল ক্যাথি মার্টিন। তারপর ওর বাবার কাপটা আবার ভরে দিয়ে বলল, 'তোমাকে আগে আর কখনও এদিকে দেখেছি বলে মনে পড়ছে না।'

'দেখোনি। আমি এখানে নতুন এসেছি।'

'এখানে স্থায়ীভাবে থাকবে বলে এসেছ?'

'না। আসলে আমি ছোটার মধ্যে রয়েছি।'

'ছোটার মধ্যে?' সন্দেহমাখা দৃষ্টিতে কিডের দিকে তাকাল র‍্যাঞ্চার।

'সত্যি বলতে কি, আমি এখন আরিজোনার পথে রয়েছি,' তাড়াতাড়ি বলল কিড। লোকটা আবার ওকে আইনের হাতে তাড়া খাওয়া আউট-ল ভেবে বসল নাকি? 'শুধুমাত্র রাতটা কাটাতে অ্যাসপেন ক্রীকে এসেছিলাম। অথচ মাত্র দু'ঘণ্টার ব্যবধানে আমাকে পর-পর দু'বার হত্যা করার চেষ্টা করা হলো। আমি এর কারণ জানতে চাই।'

নিজের কাপে কফি ঢালতে ঢালতে ক্যাথি বলল, 'তোমাকে অন্য কেউ ভেবে গুলি করে বসেনি তো সে?'

বইঘর.কম

'মনে হয় না,' মাথা নাড়ল কিড। 'ধরা যাক প্রথমবার ভুল করেছে সে, কিন্তু দ্বিতীয়বার?'

মাথা দুলিয়ে একমত হলো র‍্যাঞ্চার। 'মনে হচ্ছে তোমার কথায় যথেষ্ট যুক্তি আছে। আচ্ছা, তোমার কি এমন কোন শত্রু আছে যারা তোমাকে কবরে পাঠাতে চায়? কিংবা তোমার মাথার উপর কোন পুরস্কার ঘোষিত হয়ে থাকলে বাউন্টি হান্টার...'

ম্লান হাসল কিড। বলল, 'শত্রুর কথা বলছ, মি. মার্টিন? বিগত ক'বছরে মাছির বংশ বৃদ্ধির মতই শত্রু সৃষ্টি করে চলেছি আমি। কিন্তু এখানে সম্পূর্ণ নতুন হিসাবে আমার সঙ্গে কারও শত্রুতা থাকার কথা নয়। তাছাড়া আইনের সঙ্গেও আমার কখনও কোন বিরোধ বাধেনি। বরঞ্চ আইনের পক্ষেই কাজ করেছি সব সময়।'

চিন্তিত ভঙ্গিতে গাল চুলকাল র‍্যাঞ্চার, 'মনে হচ্ছে ব্যাপারটা জটিল। জেমস ওয়াকার আমার পে-রোলে এসেছিল মাস দেড়েক আগে। তখন থেকেই ওর গতিবিধি সুবিধের মনে হয়নি আমার কাছে। শেষে ওর গান স্লিঙ্গার পরিচয় জানতে পেরে ছাঁটাই করার কথা ভাবছিলাম।'

'শহরের কিছু লোকের ধারণা এখানকার আগের খুনগুলোও ওরই হাতের কাজ।'

'হতে পারে। ও যদি প্রকৃত খুনী হয় তবে এখানে আর কোন খুন হবে না বলেই আমরা আশা করতে পারি।'

'আমারও সেটাই আশা। যাক, এখন উঠি তাহলে।' উঠে দাঁড়িয়ে ক্যাথির দিকে তাকাল কিড। 'তোমার কফির জন্য ধন্যবাদ, ম্যাম।'

'ধন্যবাদ,' মিষ্টি হেসে জবাব দিল তরুণী।

গেট দিয়ে বেরোতে গিয়ে আবার ঘাড় ফিরিয়ে পেছনে তাকাল রিও কিড। ক্যাথি মার্টিন হাত তুলে ওকে বিদায় জানাল।

boighar.com

প্রত্যুত্তরে সেও ডান হাত তুলে হ্যাটের কানা ছুঁলো। অদ্ভুত একটা রোমাঞ্চ ভর করল ওর দীর্ঘদিনের নারী বিবর্জিত দেহ-মনে।

অ্যাসপেন ক্রীক শহরের পথে ক্যাথি মার্টিনকে নিয়ে কল্পনার জাল বুনল ও কিছুক্ষণ। মেয়েটা সুন্দুরী, গুণবতীও বটে। যে-কোনও পুরুষ তাকে ঘরে তুলতে পারলে বর্তে যাবে। অবশেষে ক্যাথির চিন্তা জোর করে মাথা থেকে ঝেড়ে ফেলল সে। ওর মত একজন শেকড়হীন মানুষের পক্ষে ওসব ভাবনা বিলাসিতার নামান্তর।

ওয়াকার···লোকটা ভাড়াটে খুনী ছিল। স্থায়ী ভাবে কোথাও কাজ করত না সে। শেষদিকে পল মার্টিনের ওখানে কাজ নিয়েছিল কি খুনের ঘটনাগুলো কাভার দেয়ার জন্যে?

পল মার্টিন কিংবা তার মেয়ের আচার-আচরণে সন্দেহ করার মত কিছু দেখতে পায়নি সে। তাছাড়া প্রতিষ্ঠিত র‍্যাঞ্চার পল, তার পক্ষে অ্যাসপেন ক্রীকের পাড়ে হোমস্টেডারদের কয়েক চিলতে জমি গ্রাস করার কোন যুক্তি বা কারণ থাকতে পারে না। তবুও র‍্যাঞ্চারকে সন্দেহের ঊর্ধ্বে রাখল না কিড।

দুপুরের আগে অ্যাসপেন ক্রীক পৌঁছুল সে, জনিকে লিভারি স্টেবলে রেখে স্টেবলম্যানকে দানা-পানি খেতে দিতে বলে বুলস আইতে ঢুকল। বিলি সামার্সকে একা পেল কাউন্টারে।

'মার্টিনের সঙ্গে দেখা হয়েছে তোমার?' জানতে চাইল সামার্স।

'হয়েছে।'

'কি বলল ও?'

'নতুন কিছু না। ওয়াকার লেযি সি র‍্যাঞ্চে কাজ নিয়েছিল একজন পাঞ্চার হিসেবে, ওর গানফাইটার পরিচয় জানতে পেরে ওকে ছাঁটাই করতে চেয়েছিল মার্টিন, অন্য খুনগুলোর সঙ্গেও ও জড়িত থাকতে পারে—এসব আর কি।'

'তাহলে ধরে নেয়া যায়,' দু'টো গ্লাসে হুইস্কি ভরে একটা

বইঘর.কম

কিডের দিকে বাড়িয়ে দিল সামার্স। 'জেমস ওয়াকারের মৃত্যুর পর এখানে আর কোন খুনের ঘটনা ঘটবে না।'

'হ্যাঁ,' মাথা দোলাল কিড। 'যদি না আর কেউ ওর সঙ্গে জড়িত থাকে।'

'তাহলে তুমি শেষমেশ থেকেই যাচ্ছ এখানে?'

প্রত্যুত্তরে কিছুই বলল না কিড, হুইস্কির গ্লাস তুলে ওটাতে চুমুক দিল। ওর কাছ থেকে কোন জবাব না পেয়ে আগের কথার রেশ ধরল সামার্স। 'আমার ধারণা তুমি একজন ল-ম্যান, খুনীকে ধরার জন্যেই তোমাকে এখানে পাঠানো হয়েছে।'

ভুরু কুঁচকে লোকটার দিকে তাকাল কিড, ওকে বিশ্বাস করা যায় কিনা ভাবছে। শেষমেশ বলেই ফেলল। 'তোমার ধারণা ঠিক, মি. সামার্স। শেরিফ জনসনই আমাকে এখানে পাঠিয়েছে।'

'তুমি একজন ইউ এস মার্শাল?'

'নাহ্। বলতে পারো একজন ডেপুটি শেরিফ। এখানকার ঝামেলা শেষ না হওয়া তক চাকরি বহাল থাকবে।'

'আমি অবশ্য সেটা আগেই বুঝতে পেরেছিলাম,' মুখে সবজান্তার হাসি ফুটিয়ে তুলে সেলুনকীপার বলল।

তারপর বেশ কিছুক্ষণ কোন কথা বলল না দু'জন, ঝুঁকি থাকলেও সেলুনকীপারকে সব জানাতে পেরে কিছুটা হালকা বোধ করছে কিড। অবশেষে মুখ খুলল ও। 'আমার সম্পর্কে যা জেনেছ সেসব হ্যাটের নিচে চাপা রাখার চেষ্টা কোরো। আমি চাই, লোকজন আমাকে সাধারণ এক স্যাড্‌লবাম হিসাবেই ভাবুক।'

'শিওর,' কাঁধ ঝাঁকিয়ে সায় জানাল সেলুনম্যান। 'ও হ্যাঁ, ভাল কথা, কাল রাতে তুমি গ্রিফিনদের ব্যাপারে জানতে চেয়েছিলে। ওই বাপ-বেটা দু'জন আসলে দেরি করে ক্রোফোর্ডসভিল থেকে ফিরছিল। ওখানে শস্য বিক্রির চুক্তি করতে গিয়েছিল।'

'আমি ঘুমোতে যাবার পর আর কতক্ষণ ছিল ওরা?'

'আধ ঘণ্টা খানেক। তুমি কি ওদেরকেও সন্দেহ করছ?'

boighar.com

'সন্দেহের বাইরে রাখছি না যদিও, হোমস্টেডার হিসেবে ওদের পক্ষে খুনের সঙ্গে জড়িত থাকার বিষয়টি অস্বাভাবিক বলেই মনে হচ্ছে। অবশ্য প্রতিবেশীদের ঘাস-পানি গ্রাস করার মতলব থাকলে সেটা ভিন্ন কথা।'

'জর্জ গ্রিফিনকে আমার কিন্তু বরাবরই সৎলোক বলে মনে হয়েছে। খেটে খাওয়া মানুষ ওরা, অন্যান্য স্কোয়ার্টারদের মত র‍্যাঞ্চারদের গরু-বাছুর চুরি করে খাবার বদনাম কখনোই শোনা যায়নি ওদের নামে।'

দরজায় লম্বা-চওড়া এক লোক দেখা দিল। হোমস্টেডারদের মতই মোটা কাপড়ের পোশাক পরেছে সে, হাতে ধরা স্ট্র হ্যাট, পায়ে ভারী ফারমার বুট, ঘাম চিক-চিক করছে কপালে। দ্রুত পায়ে হেঁটে এল লোকটা। হাঁফাচ্ছে, হয়তো জোরে ঘোড়া ছুটিয়ে আসার ফলে।

'হাউডি, পিট?' ওকে অভ্যর্থনা জানাল বিলি সামার্স। 'অ্যাডামসদের ওখানে তোমার দিনকাল কেমন যাচ্ছে?'

'বলছি সব,' নার্ভাস ভঙ্গিতে মাথা ঝাঁকাল ভাড়াটে হ্যান্ড। 'আগে তো একগ্লাস হুইস্কি দাও।'

ভুরু কুঁচকে লোকটার দিকে তাকাল সেলুনম্যান, একগ্লাস হুইস্কি ঢেলে বাড়িয়ে দিয়ে কিডের দিকে তাকিয়ে বলল, 'ওর নাম পিট পার্কস্। হোমস্টেডার জিম অ্যাডামসের খামারে কাজ করে।'

হুইস্কির গ্লাসে বিশাল এক চুমুক দিল পিট, গ্লাসটা ঠকাস করে কাউন্টারের ওপর নামিয়ে রেখে বলল, 'করতাম। কিন্তু এখন আর করি না।'

'করো না মানে? চাকরি ছেড়ে দিয়েছ নাকি?' বিস্মিত কণ্ঠ সেলুনকীপারের।

'হ্যাঁ, এ জায়গা ছেড়ে পালাচ্ছি আমি—যত তাড়াতাড়ি সম্ভব। কাজ না পেলে না খেয়ে মরব, তবুও এ হতচ্ছাড়া জায়গায় আর এক মুহূর্তও থাকছি না।'

বইঘর.কম

আড়চোখে একবার কিডের দিকে তাকাল সামার্স, তারপর পিটের দিকে ফিরে বলল, 'তোমার হঠাৎ এ জায়গা ছেড়ে যাবার সিদ্ধান্ত নেয়ার কি কারণ ঘটল, পিট?'

সামার্সের দিকে তাকাল ভাড়াটে হ্যান্ড, চোখে একরাশ নগ্ন ভীতি জেগে রয়েছে। 'আজ সকালে, সূর্য ওঠার পর, ফ্রাঙ্ক গ্রিফিনকে গুলি করে মারা হয়েছে।'

দশ

'ফ্রাঙ্ক!' আর্তনাদের মত শোনাল সেলুনম্যানের কণ্ঠ। 'মারা গেছে?'

মাথা দোলাল পিট, গ্লাসের বাদবাকি হুইস্কিটুকু এক ঢোকে সাবাড় করে দিল। 'বুলেটটা ওর পিঠ দিয়ে ঢুকে বুকের ঠিক মাঝখানটা ফাটিয়ে বের হয়ে গেছে। মরার আগে বেচারা বোধহয় টেরও পায়নি কিসের আঘাতে মরল।'

চিন্তিত চেহারায় লোকটার দিকে তাকাল কিড। ভুরু কুঁচকে রয়েছে ওর, মাথায় কিলবিল করছে হাজারও পোকা। আরেকটা খুন–এ নিয়ে মোট ছ'জন হলো, শেরিফের প্রথম ডেপুটিকে সহ ধরলে সাতজন। স্বয়ং একজন গ্রিফিন খুন হওয়ায় গ্রিফিনরা এখন সব সন্দেহের ঊর্ধ্বে। তবে কি জেমস ওয়াকার বিশেষ একটা সিন্ডিকেটের পক্ষে কাজ করছিল? কিন্তু কারা ওরা? কেন খুন করে চলেছে একের পর এক? বুঝতে পারছে ও, ব্যাপারটাকে যতটুকু জটিল মনে করেছিল, এটা তারচেয়ে আরও অনেক বেশি জটিল।

'কখন ঘটল ঘটনাটা?' জানতে চাইল কিড।

boighar.com

'জর্জের মতে সূর্য ওঠার পর, সে এবং জেস কাল গভীর রাতে বাড়ি ফিরেছিল। তখনও ওদের অপেক্ষায় জেগে ছিল ফ্রাঙ্ক। পরে পরস্পরকে শুভরাত্রি জানিয়ে ঘুমোতে যায় ওরা। সকালে জেগে উঠে বুড়ো ফ্রাঙ্ককে বার্নের সামনে হাত-পা ছড়িয়ে মরে পড়ে থাকতে দেখে।'

'গুলির শব্দ শোনেনি ওরা?'

'ওয়েল,' কাঁধ ঝাঁকাল পিট। 'জেসের ধারণা ঘুমের ঘোরে একটা ভোঁতা আওয়াজ শুনতে পেয়েছিল। তবে নিশ্চিত করে কিছুই বলতে পারছে না। ওই হারামী খুনীটাই...'

'ওরা লাশটা দেখার পরপরই তুমি ওখানে গিয়েছিলে?' জানতে চাইল কিড।

ভ্রুকুটি করে সন্দেহ মাখা দৃষ্টিতে কিডের দিকে তাকাল ভাড়াটে হ্যান্ড। 'আমি কি তোমাকে চিনি?'

'ওর নাম কিড গ্যারিসন,' বলল সামার্স। 'আমার এক বন্ধু। ওর সঙ্গে নির্ভয়ে কথা বলতে পারো। ও আমাদেরকে সাহায্য করতে চাইছে।'

'না। আমি জেনেছি আরও পরে।' যেন সেলুনম্যানের কথায় আশ্বস্ত হয়েই বলতে শুরু করল পিট। 'আনুমানিক ঘণ্টা তিনেক পর। অ্যাডামসদের উত্তর সীমানায় টহল দিচ্ছিলাম আমি। জেসকে পাহাড়ের ঢালে ওদের পারিবারিক গ্রেভইয়ার্ডে একটা নতুন কবর খুঁড়তে দেখে ভাবলাম বুড়ো জর্জ বোধহয় মারা গেছে। কাছে গিয়ে জেসের মুখে ফ্রাঙ্কের মৃত্যু খবর শুনে মনে হলো পেটে খচ্চরে লাথি মেরেছে!'

তারপর পিনপতন নীরবতা নামল হঠাৎ। কিছুক্ষণের জন্য তিনজনই আপন আপন চিন্তায় বিভোর হয়ে গেল। অবশেষে দীর্ঘ নীরবতা ভেঙে সেলুনকীপার বলল, 'বুড়ো গ্রিফিন এক্কেবারে ভেঙে পড়েছে তাই না, পিট?'

'হ্যাঁ। আমি এবং জেস কবরটা ভরাট করার পরও আরও

অনেকক্ষণ বসে ছিল সে ওখানে, অনেক জোরাজুরি করেও সরিয়ে আনতে পারিনি।' সেলুনম্যানের দিকে তাকাল সে, 'নেলিকে আমার জন্যে এক স্যাক খাবার দিতে বলো, বিলি। দু'চার দিন ট্রেইলে চলার মত।'

'শিওর,' বলল সামার্স। কিচেনের দিকে চলল সে। আরেক গ্লাস হুইস্কি ঢেলে ভাড়াটে হ্যান্ডের দিকে বাড়িয়ে দিল কিড। 'আরেকটা ড্রিঙ্ক নাও, আমার নামে।'

'ধন্যবাদ, মিস্টার,' গ্লাসটা হাতে তুলে নিল পিট, মনে হচ্ছে যেন কিছুটা স্বস্তি ফিরে পেয়েছে মনে।

'বলতে পারবে ফ্রাঙ্ককে কোথা থেকে গুলি করা হয়েছে?'

'আমি আর জেস কিছু স্কাউটিং করেছি। ওই হারামী কিলারটা বাড়ির ডান পাশে ঝোপঝাড়ের আড়ালে অপেক্ষা করছিল।'

'আনুমানিক কতদূর হতে পারে?'

ভুরু কুঁচকাল পিট। বলল, 'পঞ্চাশ গজ হবে বোধহয়। একটু বেশিও হতে পারে।'

'রাইফেল,' চিন্তিত চেহারায় মন্তব্য করল কিড। 'এতদূর থেকে ওটাই মোক্ষম অস্ত্র। ওখানে কোন খালি কার্তুজ কিংবা অন্য কিছু দেখেছ?'

'নাহ্! শুধু কিছু দুমড়ানো-মোচড়ানো ঘাস ছাড়া আর কিছু দেখিনি। আমরা ওকে ট্র্যাক করার কথা ভাবছিলাম–কিন্তু মাটিতে কোন চিহ্ন খুঁজে পাইনি।'

কিচেন থেকে একস্যাক শুকনো খাবার নিয়ে সেলুনে ঢুকল সামার্স, স্যাকটা কাউন্টারের ওপর রাখল।

'ধন্যবাদ,' বলল ভাড়াটে হ্যান্ড। পকেট হাতড়ে কয়েকটা কয়েন বের করে কাউন্টারের ওপর রাখল সে।

'কোন দিকে যাবে বলে ভাবছ, পিট?' সেলুনকীপার জিজ্ঞেস করল।

'আপাতত এ অভিশপ্ত জায়গা থেকে দূরে কোথাও, শেষতক

boighar.com

হয়তো আরিজোনায় চলে যাব। ওখানে লোকজন শুনেছি গোল্ডপ্যানিং করেও ভাল পয়সা কামাচ্ছে।'

'আচ্ছা, মি. পিট,' বলল কিড। 'আসল খুনীকে সনাক্ত করা যায় এমন কোন আলামত কি কখনও তোমার চোখে পড়েছে?'

খালি গ্লাসটা ডান হাতের বুড়ো আঙুল ও মধ্যমার মাঝখানে ধরে আনমনে নাড়তে শুরু করল পিট। স্মৃতি হাতড়ে বেড়াচ্ছে অবশেষে জবাব দিল, 'নাহ্! তেমন কিছু মনে পড়ছে না আমার।'

'লোকটা একটা রাইফেল বয়ে বেড়াচ্ছে, ক্রীকের ধারে জঙ্গলের মধ্যে দিয়ে নিঃশব্দে চলাফেরা করছে। সে একজন আগন্তুক হতে পারে–কিংবা হতে পারে তোমাদের অতি পরিচিত কেউ।'

'টাউনম্যান কিংবা ফারমারদের কেউ?' বিস্ময়ে প্রসারিত চোখে কিডের দিকে তাকাল পিট। 'আমি অবশ্য কখনও ওই লাইনে ভাবিনি।'

'ও তোমার একজন ভাল বন্ধুও হতে পারে।'

ধীরে ধীরে মাথা নাড়তে শুরু করল কাউবয়। 'তেমন কাউকে সন্দেহ হচ্ছে না আমার। এখানে সবাই খুনোখুনি শুরু হবার পর থেকেই রাইফেল বয়ে বেড়াতে শুরু করেছে। এমনকি মাঠে কাজ করার সময়ও অস্ত্র সাথে রাখে।' সরু চোখে কিডের দিকে তাকাল সে। 'কিন্তু কেন এত প্রশ্ন জিজ্ঞেস করছ? তুমি কি ল-ম্যান?'

কিডের হয়ে জবাব দিল সেলুনম্যান। সরাসরি জবাব এড়িয়ে বলল, 'খুনী কাল একবার বিকেলে আর একবার রাতে–দু'বার ওকে লক্ষ্য করে গুলি ছুঁড়েছিল। তখন ভেবেছিলাম বুঝি আগের খুনগুলোও একই খুনীর কাজ। কিন্তু এখন দেখতে পাচ্ছি, খুনী একজন নয়, একাধিক।'

'যেমন?'

'দ্বিতীয় অ্যামবুশের সময় লোকটাকে গুলি করে মারে কিড।

বইঘর.কম

সেটা ঘটেছে গতকাল সন্ধ্যায়। তাহলে দেখা যাচ্ছে আজ সকালে ফ্রাঙ্ককে যে খুন করেছে সে সম্পূর্ণ ভিন্ন লোক।'

'আই সি,' মাথা দোলাল ভাড়াটে হ্যান্ড। 'কাল সন্ধ্যায় যে লোক খুন হয়েছে তাকে কি আমি চিনি?'

'ওর নাম জেমস ওয়াকার। পল মার্টিনের র‍্যাঞ্চে পাঞ্চারের কাজ করত, ওকে ক্রীকের পাড়ে কখনও দেখেছ?'

'না।'

এগারো

শহরের দক্ষিণে ঘোড়া ছোটাল কিড, ঝোপঝাড়ের আড়ালে আড়ালে যথাসম্ভব সাবধানে পথ চলতে লাগল। তবুও যে-কোন মুহূর্তে যে-কোন দিক থেকে একটা গুলি এসে লাগার আশঙ্কা করছে। খুনী এখনও জীবিত, স্বাধীন ভাবে রেঞ্জে বিচরণ করছে।

বিলি সামার্সের কাছ থেকে জেনেছে, অ্যাসপেন ক্রীকের কিনারায় একেবারে পশ্চিম প্রান্তের খামারটা বেনসনদের। খুনীর প্রথম শিকার টম বেনসন মারা যাবার পর ওর বিধবা স্ত্রী মারিয়া দু'টো মেয়েশিশু নিয়ে এখনও মাটি কামড়ে পড়ে রয়েছে ওখানে, কোনওমতে ধরে রেখেছে জায়গাটা।

একটা ছোট্ট টিলার মাথায় উঠেই বেনসনদের ফার্ম নজরে এল কিডের। ছিমছাম করে সাজানো ছিল সবকিছু, এখন যত্নের অভাবে কিছুটা আগোছালো। একটা ক্লিয়ারিঙের মধ্যে গড়ে উঠেছে মূলঘর, বার্নফীড শেড, ওয়্যাগন লীন-টু ও অন্যান্য স্যাকগুলো।

ছোট ছোট প্লটে বিভক্ত পরিপাটি করে সাজানো শস্যক্ষেত,

boighar.com

ফলের বাগান–তবে সাময়িক অযত্নের ছাপ পড়েছে সর্বত্রই। পানির অভাবে কিছু শস্য লালচে হয়ে গেছে, চারপাশের সীমানা-বেড়া বেশ কয়েক জায়গায় ভেঙে পড়েছে। বেনসনের মৃত্যুর পর, বুঝতে পারল কিড, মারিয়া বেনসন একা সবকিছু সামাল দিতে পারছে না।

হ্যাটটা ঠিকঠাক মত মাথায় বসিয়ে জনির পেটে স্পার ছোঁয়াল কিড, পাহাড়ের ঢাল বেয়ে নিচের দিকে নামতে শুরু করল। নামতে নামতে নিচে বাড়ির উঠোনের দিকে নজর বোলাল সে। পাঁচ-ছয় বছর বয়সী দু'টো মেয়ে উঠোনে খেলা করছে।

একটা পাম্প, পাশে একটা কুয়ো, পরিপাটি করে সাজানো ফুলের বাগানে অযত্নের ছাপ, দু'টো গাছের সাথে বাঁধা দড়িতে কাপড় শুকোতে দেয়া হয়েছে।

শান্ত-নিরিবিলি পরিবেশ, প্রথম দেখাতে মনেই হবে না যে এখানে লোকজনের মনে চরম আতঙ্ক বিরাজ করছে। মেয়ে দু'টো খেলা বন্ধ করে হঠাৎ ঘরের দিকে ছুট লাগাল। বুট থেকে হেনরি রিপিটারটা নিয়ে ঘোড়ার পিঠে আড়াআড়িভাবে রাখল কিড।

হঠাৎ একটা রাইফেলের গুলির শব্দ হলো। ঠিক সামনের ট্রেইলে ধুলো ওড়াল বুলেটটা। মারিয়া বেনসন ঘরের ভেতর থেকে গুলি ছুঁড়ছে।

রাইফেলটা আবার বুটে রাখল কিড। মেয়েটার কাছে নিজেকে সন্দেহমুক্ত রাখতে চাইছে। যাতে শত্রু ভেবে সরাসরি ওর বুকে গুলি লাগিয়ে না বসে আবার।

আবার গুলির শব্দ হলো। গুলিটা এবার কিডের কানের কাছে ভ্রমরের গুঞ্জন তুলল।

'মিসেস বেনসন,' চেঁচিয়ে বলল সে। 'গুলি বন্ধ করো, আমি কিড গ্যারিসন, একজন ডেপুটি। শেরিফ জনসন আমাকে এখানে পাঠিয়েছে। আমি তোমার সঙ্গে কথা বলতে চাই।'

তারপর হঠাৎ নীরবতা নামল, মেয়েটা বোধহয় ওর কথাগুলো

বইঘর.কম

ভেবে দেখছে। অবশেষে নীরবতা ভঙ্গ করে মারিয়া বেনসন বলল, 'শেরিফ যে তোমাকে পাঠিয়েছে সেটা বুঝব কি করে? তুমি হয়তো চালাকি করে...'

'আমার কাছে শেরিফের চিঠি আছে, ম্যাম। তুমি আসতে দিলে দেখাতে পারি। তাছাড়া শহরে বিলি সামার্সও আমাকে সনাক্ত করতে পারবে।'

আবার নীরবতা নামল। প্রায় আধ মিনিট পর কথা বলল মেয়েটা। 'ঠিক আছে, এসো। তবে হাত দু'টো এমনভাবে রাখবে যাতে সহজে দেখা যায়।'

'ঠিক আছে, ম্যাম।'

ঘোড়ার পেটে স্পার ছোঁয়াল কিড, ঢাল বেয়ে নামতে শুরু করল। উঠোনের শেষ প্রান্তে এসে ঘোড়া থামিয়ে নেমে পড়ল সে, ঘোড়ার রাশ ধরে ওটাকে হাঁটিয়ে মূলঘরের পোর্চের দিকে চলল। হাত দু'টো দৃশ্যমান রেখেছে যাতে মেয়েটা আবার ভুল না বুঝে বসে।

চৌকাঠ পেরিয়ে পোর্চে এসে দাঁড়িয়েছে ছাব্বিশ-সাতাশ বছর বয়সী এক সুন্দরী মহিলা। হাতে ধরা রাইফেলটা এখনও কিডের বুক বরাবর তাক করা।

'দাঁড়াও!' নির্দেশ দিল মারিয়া বেনসন। 'এবার কোমরের গানবেল্ট খুলে মাটিতে ফেলে দাও।'

'সেটা ঠিক হবে না, ম্যাম,' হঠাৎ থমকে দাঁড়িয়ে প্রতিবাদ জানাল কিড। 'খুনী যেখানে এখনও স্বাধীন ভাবে ঘুরে বেড়াচ্ছে, আমাকে নিরস্ত্র হতে বাধ্য করতে পারো না তুমি।'

ভুরু কুঁচকে কয়েক মুহূর্ত ভাবল মহিলা। বলল, 'তাহলে হাত দু'টো উপরের দিকে তোলো। আমি তোমার পকেট থেকে শেরিফের চিঠিটা নিয়ে পড়ে দেখতে চাই।'

পোর্চের সিঁড়ি বেয়ে নিচে নেমে এল সে। কিড যতটুকু ভেবেছিল তার চেয়েও অনেক বেশি সুন্দরী মহিলা। শক্ত-পোক্ত

boighar.com

শরীরের গাঁথনি, ডাগর চোখ জোড়ার রং উজ্জ্বল নীল। ওর পানপাতা আকৃতির মুখে কঠোর পরিশ্রমের ছাপ।

'চিঠিটা কোথায়?' কিডের হাত তিনেক দূরে দাঁড়িয়ে জানতে চাইল মেয়েটা। রাইফেলের নলটা এখনও ওর বুক বরাবর তাক করে রেখেছে।

'আমার বুক পকেটে,' জবাব দিল কিড, 'ওখানে আমার স্টারটাও আছে···সাবধানে, তোমার লোডেড রাইফেলের ট্রিগারটা টিপে দিয়ো না আবার।'

ডান হাতে রাইফেল ধরে দৃঢ়পায়ে এগিয়ে এল মারিয়া জোনস, বাম হাতে কিডের পকেট থেকে চিঠি ও স্টারটা বের করে আনল, রাইফেলের নলটা কিডের পেট ছুঁয়েছে প্রায়।

কয়েক পা পিছিয়ে এল মেয়েটা, এক হাতে চিঠির ভাঁজ খোলার চেষ্টা করছে।

'এবার দয়া করে তোমার রাইফেলটা সরাও,' বলল কিড। 'বদমতলব থাকলে যতটুকু সুযোগ দিয়েছ, ইচ্ছে করলে এতক্ষণে দু'দু'বার নিরস্ত্র করতে পারতাম তোমাকে।'

ভুরু কুঁচকে কিডের দিকে তাকাল সে, খানিক ইতস্তত করে রাইফেলটা নামিয়ে সিঁড়ির পাশে রাখল, তারপর চিঠির ভাঁজ খুলে পড়তে শুরু করল।

'মনে হচ্ছে তোমাকে বিশ্বাস করা যায়,' পড়া শেষ করে মুখ তুলে চাইল মেয়েটা। 'অবশ্য আসল কিড গ্যারিসনকে খুন করে চিঠি ও স্টারটা বাগিয়ে থাকলে সেটা ভিন্ন কথা।'

'তোমার ধারণা ঠিক নয়, ম্যাম,' প্রতিবাদ জানাল কিড। 'কোন কুমতলব থাকলে সামনে থেকে না এসে পেছন দিক দিয়েও আসতে পারতাম।'

কাঁধ ঝাঁকাল মারিয়া বেনসন। বলল, 'আমিও সেটাই আশা করি। আসলে আমরা এখানে এতই বিপদের মধ্যে আছি যে কাকে বিশ্বাস করব কাকে করব না সেটাই বুঝতে পারি না।'

বইঘর.কম

'আমি তোমাদেরকে সাহায্য করতেই এখানে এসেছি। আমাকে কিছু তথ্য জানালে খুশি হব।'

'আবার খুন করেছে সে,' ভয় মিশ্রিত কণ্ঠ মহিলার। 'আজ সকালে ফ্রাঙ্ক গ্রিফিনকে গুলি করে মেরেছে।'

'সেটা আমিও শুনেছি,' মাথা দোলাল কিড। মারিয়ার ফিরিয়ে দেয়া ডেপুটির স্টারটা বুকে দৃশ্যমান স্থানে সাঁটল। ও চায় না খুনী ভেবে ওর ওপর হামলা চালাক কোন নার্ভাস হোমস্টেডার।

গায়ে চাপানো রঙজ্বলা অ্যাপ্রনের প্রান্ত তুলে মুখ ও কপালের ঘাম মুছল মারিয়া। বলল, 'তুমি আমার কাছে কি জানতে চাও?'

'তোমার স্বামীর মৃত্যুর ব্যাপারে সবকিছু জানতে চাই,' বলে মেয়েটার চেহারায় কোন প্রতিক্রিয়া ঘটল কিনা সেটা দেখার জন্য তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে তাকাল সে।

কোনও ভাবান্তর নেই ওর, কেবল মুখের দৃঢ়, প্রত্যয়ী ভাবটা আরেকটু বাড়ল যেন। বোঝা যায় স্বামীর মৃত্যুর ধকল কাটিয়ে উঠে ভবিষ্যতের মোকাবেলায় প্রস্তুত সে।

'ঠিক আছে,' বলল মারিয়া। 'ভেতরে এসে সুস্থির হয়ে বসো, সব খুলে বলতে বেশি সময় লাগবে না।'

রাইফেলটা তুলে নিয়ে ভেতরের দিকে চলল সে, কিডও অনুসরণ করল ওকে।

বারো

বড়ো একটা কামরার মাঝখানে এসে দাঁড়াল কিড। বোঝা যায় বাড়ির জেনারেল লিভিং রুম এটা। এক কোণের একটা চৌকো

boighar.com

টেবিলের দিকে ইঙ্গিত করে মারিয়া বলল, 'একটা চেয়ার নিয়ে বসো, স্টোভে কফি চড়িয়েছি, এখুনি নিয়ে আসছি।'

টেবিলের পাশে চারটে স্ট্রেইট-ব্যাক চেয়ারের একটায় বসে পড়ল কিড, কিচেনের দরজার পাশে দাঁড়িয়ে ভয় মেশানো কৌতূহল নিয়ে ওর দিকে উঁকিঝুঁকি মারতে থাকা মেয়ে দু'টোর দিকে তাকিয়ে হাসল।

'লালচুলোটার নাম ম্যাগি,' কফিপট ও কাপ টেবিলের ওপর নামিয়ে রাখতে রাখতে বলল ওদের মা। অন্যটার নাম মেরি। দেখতে ছোট-বড় হলেও আসলে ওরা যমজ।' মেয়ে দু'টোর দিকে তাকাল সে। 'তোমরা বাইরে গিয়ে খেলা করো এবার। তবে বেশি দূরে চলে যেয়ো না।'

'ইয়েস, মাম,' বলল ম্যাগি। দরজার পর্দা সরিয়ে উঠোনের দিকে চলল দু'জন। ওদিকে তাকিয়ে একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে দু'টো কাপে কফি ঢালতে ঢালতে মারিয়া বলল, 'ওদের বয়স মাত্র ছয় বছর। এখানে কি ঘটছে এসবের কিছুই বুঝতে পারে না।'

'বয়স কম হওয়ার ওই একটাই সুবিধে,' কফির কাপে চুমুক দিল কিড। 'বাহ্, চমৎকার কফি।'

'ধন্যবাদ!' হাসল মেয়েটা। 'এবার বলো আমার স্বামীর মৃত্যুর ব্যাপারে কি জানতে চাও।'

'প্রথমে জানতে চাই কিভাবে ঘটল ঘটনাটা।'

স্ট্রেইট-ব্যাক চেয়ারে হেলান দিয়ে বসল মারিয়া। বাইরে উঠোনের দিকেও নজর রাখছে।

'টম বাইরের ক্ষেতে কাজ করছিল তখন,' বেদনামাখা কণ্ঠে বলতে শুরু করল মারিয়া। 'আমি কিচেনে বিস্কুট বানাচ্ছিলাম। হঠাৎ একটা গুলির শব্দ শুনে দৌড়ে জানালার পাশে গেলাম। দেখলাম, এলোমেলো পা ফেলে ঘরের দিকে আসছে সে। শার্টের সামনের দিকটা রক্তে ভিজে জবজবে হয়ে আছে। আমি দৌড়ে গেলাম সেদিকে। হঠাৎ হোঁচট খেয়ে পড়ে গেল সে। আর উঠল

বইঘর.কম

না।'

ভারি হয়ে এল মেয়েটার কণ্ঠস্বর। শূন্য দৃষ্টিতে বাইরের উঠোনের দিকে তাকিয়ে রইল।

'দুঃখিত, ম্যাম,' খানিক নীরব থেকে কিড বলল। 'গুলিটা কোনদিক থেকে এসেছে বলে মনে করো?'

'ঝোপঝাড় আর গাছ-পালার মধ্য থেকে।'

'ফ্রাঙ্ক গ্রিফিনকেও ঠিক একই ভাবে গুলি করা হয়েছে। অ্যামবুশে থেকে...'

'শুধু ফ্রাঙ্ক কেন, ড্যান, ফ্রিম্যান, জন ট্রেভার্স এবং অন্যরাও একইভাবে খুন হয়েছে। প্রত্যেকেই মাঠে কাজ করছিল ঘটনার সময়। কেউ খুনীর সামান্য ছায়াও দেখতে পায়নি। যাক, তুমি কবে শহরে এসেছ?'

'কাল সন্ধ্যায়।'

'তাহলে সবকিছু পুরোপুরি জানো না তুমি, তাই না?'

'কিছু কিছু অবশ্য জেনেছি। জেমস ওয়াকার নামে কাউকে চেনো?'

ভুরু কুঁচকাল মারিয়া। বলল, 'নিশ্চিত নই যদিও, নামটা কোথাও শুনেছি বলে মনে হচ্ছে।'

'পল মার্টিনের লেযি সিতে কাজ করত লোকটা। কাল রাতে আমার হাতে খুন হয় সে। ভেবেছিলাম ওর মৃত্যুর সাথে সাথে অ্যাসপেন ক্রীকের খুনের ঘটনারও অবসান ঘটবে। কিন্তু...'

'তুমি ওকে খুন করেছ?' আতঙ্কিত চেহারা হলো মেয়েটার। 'কিন্তু কেন?'

'কারণ সেই প্রথম আমাকে খুন করার চেষ্টা করেছিল—পর-পর দু'বার। দ্বিতীয়বার আমি নিজে লাশ হওয়া থেকে বাঁচার জন্য ওকে খুন করতে বাধ্য হই। ভেবেছিলাম ও যদি খুনগুলোর জন্য দায়ী হয় তাহলে খুনের ঘটনা আর ঘটবে না। কিন্তু আজ সকালে ফ্রাঙ্ক গ্রিফিনের মৃত্যুর খবর শুনে আমার সে ধারণা পাল্টে গেল।'

boighar.com

'লোকটা যদি এখানকার খুনগুলোর জন্য দায়ী না হয় তবে ও তোমাকে বুশওয়াক করতে গেল কেন?'

'জানি না। হয়তো অন্য কাউকে খুন করার জন্য ভাড়া করা হয়েছিল ওকে। আমাকে সেই লোক ভেবে...'

'হবে হয়তো,' বলল মেয়েটা। 'লেকের ধারে আর কোন হোমস্টেডারের সঙ্গে তোমার কথা হয়েছে?'

'না, তবে কাল রাতে জর্জ গ্রিফিন ও তার ছেলে জেসের সঙ্গে শহরে দেখা হয়েছে। অবশ্য তেমন কথা-বার্তা হয়নি।'

'ওদের আউটফিটটা আমাদের পুবে। আমাদেরটার সাথে লাগোয়া খামারটা ফ্রিম্যানদের। ড্যান ফ্রিম্যানকে খুন করা হয়েছে আমার স্বামীর মৃত্যুর চারদিন পর। একইভাবে, ঝোপঝাড়ের আড়ালে থেকে গুলি করা হয়েছে ওকেও। তার দু'দিন পরই ওর বিধবা স্ত্রী উইলা ওদের চারটে শিশু সন্তান নিয়ে খামার ছেড়ে চলে যায়। জায়গাটা এখন বিরানভূমি।'

ফ্রিম্যানদের পুবের খামারটা গ্যারেটদের। ওদের ওখানে এখনও কিছু ঘটেনি বটে, তবে যে-কোনও মুহূর্তে ঘটার আশঙ্কা রয়েছে। ওরাও-বোধহয় চলে যাবার তালে আছে।

ভারি হয়ে উঠল মেয়েটার কণ্ঠস্বর। কিছুক্ষণ চুপ থাকার পর আবার শুরু করল সে। বলল, গ্যারেটদের পুবে থাকে অ্যাডামসরা—জিম আর এমি অ্যাডামস। তারাও আমার মত খুনীর ভয়ে পালিয়ে যেতে নারাজ। দু'জন সারাক্ষণই লোডেড অস্ত্র বয়ে বেড়ায়।'

'কিন্তু খুনীকে চোখে না দেখলে লোডেড অস্ত্র কোন কাজে লাগবে না,' মন্তব্য করল কিড।

'আমারও একই ধারণা। কিন্তু ওরা সেটা মানতে নারাজ। ওদের যুক্তি হলো—হাতে অস্ত্র থাকলে মনেও জোর থাকে। যাক্... অ্যাডামসদের পুবে গ্রিফিনদের খামার, ওখানে আজ সকালে খুনী হামলা চালিয়েছে।'

বইঘর.কম

'ওখানে কোন মিসেস গ্রিফিন নেই, তাই না?'

'হ্যাঁ। ওরা এখানে আসার এক বৎসর পরই জর্জের স্ত্রী মারা যায়। শুনেছি, ফ্রাঙ্কের জন্য ক্রোফোর্ডসভিলের একটা মেয়ে পছন্দ করা হয়েছিল। অবশ্য ওদের সম্পর্কে আমি বিশেষ কিছু জানি না। ওরা সব সময়ই নিজেদের গুটিয়ে রাখে–তেমন মেশে না কারও সঙ্গে।'

'গ্রিফিনদের পরে কারা থাকে?'

'থাকত, কিন্তু এখন থাকে না।'

'তার মানে ওকেও অন্যদের মত খুন করা হয়েছে?'

'হ্যাঁ,' উঠে দাঁড়িয়ে দরজার পর্দা সরিয়ে উঠোনে খেলারত বাচ্চা দু'টোকে এক নজর দেখে নিয়ে আবার চেয়ারে এসে বসল মারিয়া বেনসন। 'একা বাস করত জন ট্রেভার্স। মাঝে মধ্যে অবশ্য ভাড়াটে হ্যান্ড রাখত। উন্নাসিক স্বভাবের ছিল লোকটা, খামারটার উন্নতির জন্য তেমন কোন চেষ্টাই করেনি। লোকজনের ধারণা, কোন ব্যর্থ প্রেমের কারণেই জীবন সম্পর্কে উদাসীন হয়ে পড়েছিল সে।'

'ওকেও কি একইভাবে অ্যামবুশ করা হয়েছিল?'

'ওর ব্যাপারটা অবশ্য ব্যতিক্রম ছিল, খুনী বোধহয় বেশ সময় নিয়ে ওকে পর্যবেক্ষণ করছিল, বুঝতে পেরেছিল ও ওখানে একা থাকে। তারপর এক রাতে ওকে ডেকে এনে ফ্রন্ট ডোরের সামনে গুলি করে মারে। খামারটা এখন বিরান ভূমি, ফ্রিম্যান আর জেফারসনের জায়গার মতই।'

'কার্ল জেফারসনও মিসেস ফ্রিম্যানের মত খামার ছেড়ে চলে গেছে?'

'হ্যাঁ। কিছুটা নার্ভাস প্রকৃতির ছিল লোকটা। জানতাম, ও একসময় পালাবেই। একদিন শুনলাম সব বাঁধাছাঁদা করে স্ত্রী-পুত্র নিয়ে বাগিতে চড়ে অজানার উদ্দেশে পাড়ি জমিয়েছে লোকটা।'

খালি কাপে আবার কফি ভরে নিল কিড। বাইরে খেলায় রত

boighar.com

বাচ্চা দু'টোর নির্মল হাসির শব্দ ভেসে আসছে বাতাসে।

'তাহলে এ পর্যন্ত তিনটে খামার পরিত্যক্ত হয়েছে, তাই না?'

'হ্যাঁ, তবে ফ্রাঙ্ক গ্রিফিনের মৃত্যুর পর এবার গ্যারেটরাও হয়তো পালাবার তালে থাকবে।' হতাশা ঝরে পড়ল মেয়েটার কণ্ঠে।

'তাহলে দেখা যাচ্ছে,' কফির কাপে চুমুক দিল কিড। 'গ্যারেটরা চলে গেলে বাকি থাকবে তুমি, অ্যাডামসরা আর গ্রিফিনরা।'

'আমার আশঙ্কা, শেষ পর্যন্ত আমাদেরকেও পালাতে হবে কিংবা খুন হতে হবে। মনে হচ্ছে জায়গাটা পুরোপুরি মানবশূন্য না হওয়াতক থামবে না খুনী। আবার ভেবে বোসো না যে খুনীর ভয়ে ভীত নই আমি। আসলে আমার কোথাও যাবার মত জায়গা নেই। তাই...'

'তোমাদের খামারটা কেউ কখনও কিনে নেয়ার প্রস্তাব দিয়েছিল?'

'জানি না। টমকে হয়তো দিয়েও থাকতে পারে, তবে সে কিছু জানায়নি আমাকে।'

'হয়তো জানানোর প্রয়োজন বোধ করেনি, কিংবা স্রেফ ভুলে গিয়েছিল।'

'হবে হয়তো। লোকজনের ধারণা, খুনী একজন বদ্ধ উন্মাদ। হোমস্টেডারদের ঘৃণা করে সে–হয়তো এখানেই কোথাও ভাড়াটে হ্যান্ড হিসেবে কাজ করত।'

'বোধহয়,' বলল কিড। গভীর ভাবনায় ডুবে রইল সে কিছুক্ষণের জন্য।

'তোমার কাজে লাগতে পারে এমন কোন তথ্য দিতে পেরেছি আমি?' দীর্ঘ নীরবতা ভেঙে জানতে চাইল মারিয়া বেনসন।

'অবশ্যই,' মুখে বলল বটে, কিন্তু কিড জানে, মারিয়ার দেয়া তথ্যে নতুনত্ব বলতে কিছু নেই। 'আমি বাদবাকি হোমস্টেডারদের

বইঘর.কম

সঙ্গেও কথা বলে দেখতে চাই।'

'বলতে পারো, কিন্তু...'

'কিন্তু কি? তুমি কি ভাবছ আমি খুনীর ভয়ে ভীত?'

'না, তা ভাবছি না। প্রত্যেকটা খুনের পরই কয়েকদিন বিরতি দেয় খুনী। পরিস্থিতি স্বাভাবিক হয়ে এলে আবারও হামলা চালায়। কিন্তু তুমি খোলা রেঞ্জে ঘুরে বেড়ালে হোমস্টেডাররাই তোমাকে খুনী ভেবে গুলি করে বসতে পারে। যেমনটি কিছুক্ষণ আগে আমিও...'

'তোমার কথায় যুক্তি আছে,' মাথা দোলাল কিড। 'তাহলে কি করতে বলো আমাকে?'

'আমিও তোমার সঙ্গে যেতে চাই। আমাকে সাথে দেখলে ওরা তোমাকে সন্দেহ করবে না।'

'ধন্যবাদ, মিসেস বেনসন।'

'শুধুই মারিয়া বলে ডাকতে পারো আমাকে। আমিও তোমাকে কিড বলেই ডাকব। দুপুর হয়ে এসেছে, আমি খাবারের ব্যবস্থা করছি। খাওয়ার পর বেরিয়ে পড়ব। পথে গ্যারেটদের ওখানে বাচ্চা দু'টোকে রেখে যাব—প্রথমে ওদের সঙ্গেই কথা বলতে যাচ্ছি আমরা।'

'তোমাকে কিন্তু ঝামেলায় ফেলতে চাই না আমি।'

'কোন ঝামেলা নয়। আমি খাবার রান্না করার ফাঁকে তুমি এখানে অপেক্ষা কোরো, কিংবা চারপাশটা ঘুরেও দেখতে পারো।'

কিচেনের দিকে চলল মেয়েটা।

boighar.com

তেরো

ঘণ্টাখানেক পর বাগিতে চড়ে গ্যারেটদের ফার্মের উদ্দেশে যাত্রা করল ওরা। ড্রাইভিং সীটে বসেছে মারিয়া, শক্ত মুঠোয় হাড় জিরজিরে বে গেল্ডিঙটার রাশ ধরে রেখেছে। ওই একটি মাত্র ঘোড়া দিয়ে লাঙল চালানো ও বাগি টানা দু'টো কাজই চলে।

বাচ্চা দু'টো বাগির ভেতরে। কিড কোলের ওপর রাইফেলটা আড়াআড়িভাবে রেখে মারিয়ার পাশে বসে। ভীষণ অস্বস্তি বোধ করছে সে, সতর্ক চোখে সঙ্কীর্ণ ট্রেইলের দু'পাশে ঝোপঝাড়ের দিকে তাকাচ্ছে।

'ব্যাপারটা আমার মোটেই ভাল লাগছে না,' কিড বলল। 'তোমাদেরকে খোলা জায়গায় খুনীর সহজ টার্গেটের মধ্যে নিয়ে আসা মোটেই উচিত হয়নি আমার।'

'আমি কিন্তু তোমাকে পাশে পেয়ে বাড়ির চেয়েও বেশি নিরাপদ বোধ করছি,' মারিয়া বলল।

কাঁধ ঝাঁকাল কিড। জানে, ওর উপস্থিতি ঝোপঝাড়ের আড়ালে রাইফেল হাতে দাঁড়ানো একজন খুনীর কাজে কোন বাধা হবে না।

'আমরা গ্যারেটদের ওখানে পৌঁছুলে তুমিও বাচ্চাদের সঙ্গে থেকে যেয়ো। আমি একা যেতে পারব।'

'না!' দৃঢ় শোনাল মেয়েটার কণ্ঠ। 'তুমি আমাদের জন্য কাজ করছ, তোমাকে একা বিপদের মধ্যে যেতে দিতে পারি না।'

কথা আর বাড়াল না কিড। ওর প্রতি মেয়েটার আন্তরিকতায়

মুগ্ধ, আরও কিছুদূর যাওয়ার পর একটা চড়াইয়ের ওপর ফ্রিম্যানদের ফার্মহাউজটা চোখে পড়ল। সর্বত্রই অযত্নের ছাপ। চারপাশের সীমানা বেড়া অনেক জায়গায় ভেঙে পড়েছে। এক সময়কার প্রাণ-প্রাচুর্যে ভরা ফার্মটা এখন শ্রীহীন।

'অন্য হোমস্টেডাররা ভাগাভাগি করে জায়গাটার দেখাশোনা করতে পারে না?' বলল কিড।

'সে উপায় নেই,' ম্লান হাসল মারিয়া। 'খুনীর ভয়ে ভাড়াটে হ্যান্ডরা সব পালিয়ে যাচ্ছে। নিজেদের জায়গা ধরে রাখতেই হিমশিম খাচ্ছে লোকজন···তুমি এখানে থামতে চাও?'

'দরকার নেই। এখানে কথা বলার মত কাউকে পাওয়া যাবে না। শেষ পর্যন্ত খামারটার কি দশা হবে?'

'ড্যানের বিধবা স্ত্রী ক্যারোলিনের আশা, কেউ হয়তো একদিন ওটা কিনে নিতে রাজি হবে। শহরে হকিন্সের কাছে কাগজপত্র রেখে গেছে সে। যোগাযোগের জন্য একটা ঠিকানাও দিয়ে গেছে।' তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে কিডের দিকে তাকাল মেয়েটা। 'তুমি খামারটার ব্যাপারে আগ্রহী নাকি?'

কোন জবাব না দিয়ে শুধু হাসল কিড। বিয়ে থা করে একটুকরো জমিতে শেকড় গাড়ার কথা জীবনে বহুবার ভেবেছে সে, কিন্তু আজতক হয়ে ওঠেনি সেটা।

'আমি বুঝে উঠতে পারছি না,' কিছুক্ষণ নীরব থেকে কিড বলল। 'তোমার বিশাল খামারটা কিভাবে সামলাবে তুমি।'

'আমি আমার সাধ্যমত চেষ্টা করব,' আশ্চর্য দৃঢ়তা ফুটে উঠল মেয়েটার কণ্ঠে। 'সব জমিতে ফসল ফলাতে না পারলেও আমার ও বাচ্চা দু'টোর জন্য যতটুকু প্রয়োজন, ততটুকুতেই ফলাব। বড় কোন মর্টগেজ কিংবা ঋণে আবদ্ধ নই আমি, অতএব কোন সমস্যা হবে না। ইতোমধ্যে পরিস্থিতি স্বাভাবিক হয়ে এলে ভাড়াটে হ্যান্ডও পাওয়া যাবে হয়তো।'

একটু গরম পড়লেও আবহাওয়া চমৎকার। পরিষ্কার নীল

boighar.com

আকাশ, বামে ক্রীকের পানিতে মধ্যাহ্ন সূর্যের আলো বিচ্ছুরিত হচ্ছে, পাতিহাঁস চরে বেড়াচ্ছে ঝাঁকে ঝাঁকে। কিছু গরু এবং ভেড়াও দেখা যাচ্ছে। স্বাভাবিক সময় হলে রীতিমত উপভোগ করার মত দৃশ্য । হঠাৎ ক্রীকের পাড়ে একটা কুকুর ঘেউ-ঘেউ করে ডেকে উঠল।

'কার্ল জেফারসনের কুকুর,' বলল মারিয়া। 'প্রভু চলে গেলেও ওটা কিন্তু জায়গাটার মায়া ছাড়তে পারেনি।'

ট্রেইল ছেড়ে ঘেসো জমিতে নামল মারিয়া। প্যাপি গ্যারেটের খামারে এসে পড়েছে ওরা। আদর্শ জায়গাটা, শস্যক্ষেত, থাকার ঘর, বার্ন, কোরাল–সব পরিপাটি করে সাজানো। বেশ কটা মোটা-তাজা গরু এবং ভেড়াও চরে বেড়াচ্ছে। বোঝা যায় গ্যারেটরা বেশ পরিশ্রমী। সাফল্যের মুখও দেখেছে।

'জায়গাটা বেশ সুন্দর,' প্রশংসার সুরে বলল কিড। বাড়ির উঠোনে এসে বাগি থামাল মারিয়া।

'গ্যারেট একজন ভাল ফারমার,' বলল মারিয়া।

সাদামাঠা পোশাক পরা বছর ত্রিশেক বয়সী হালকা-পাতলা সুন্দুরী এক মহিলা দরজা খুলল। ওর হাতে একটা শটগান ধরা।

'মারিয়া, তুমি!' উচ্ছ্বসিত কণ্ঠে বলল মহিলা। অ্যাপ্রনের হাতায় কপালের ঘাম মুছল সে। 'তোমাকে এ সময়ে এখানে দেখতে পাব ভাবিনি।'

বাড়ির ভেতর থেকে বেরিয়ে এল বিভিন্ন সাইজের এক দঙ্গল ছেলে-মেয়ে। মারিয়ার বাচ্চা দু'টিও বাগি থেকে নেমে পড়েছে–সবাই মিলে হৈ-হৈ করে বিশাল কটনউড গাছটার নিচে খেলতে চলল।

'ওর নাম কিড গ্যারিসন,' মহিলার জিজ্ঞাসু দৃষ্টি দেখে মারিয়া তাড়াতাড়ি বলল। 'শেরিফের ডেপুটি। খুনীকে খুঁজে বের করতে ও এখানে এসেছে। আর এ হলো মিসেস গ্যারেট, কিড।'

হ্যাটের কানা ছুঁয়ে মহিলাকে সম্মান দেখাল কিড। বলল,

বইঘর.কম

'তোমার সঙ্গে পরিচিত হতে পেরে আমি খুশি, ম্যাম।'

'আমি বাচ্চা দু'টোকে এখানে রেখে ওর সঙ্গে যাব,' মারিয়া বলল। 'ও বাকিদের সঙ্গেও কথা বলতে চায়।'

অ্যাঞ্জেলা গ্যারেটের হাসি ম্লান হয়ে এল। বলল, 'বাকিদের সঙ্গে? আর কে বাকি আছে বলো? তুমি আর আমরা ছাড়া আর আছে কেবল অ্যাডামস আর গ্রিফিনরা। গ্রিফিনদের একজন তো খবর পেলাম আজ সকালে মারা পড়েছে। তোমরা নিশ্চয় ফ্রাঙ্ক গ্রিফিনের মৃত্যুর খবর শুনেছ, শোনোনি?'

'শুনেছি,' জবাবে মারিয়া বলল। 'কামনা করি এটাই যেন শেষ খুন হয়। তোমার স্বামী কোথায়? কিড ওর সঙ্গে কথা বলতে চায়।'

'দক্ষিণে, ক্ষেতে কাজ করছে,' বলল অ্যাঞ্জেলা গ্যারেট। 'তোমার মেয়ে দু'টো আজ রাতে এখানে থাকবে?'

'না। বিকেলে ফিরে আসছি আমরা।'

মিসেস গ্যারেটকে বিদায় জানিয়ে আবার বাগিতে উঠল ওরা। দক্ষিণে চলল। কিছুদূর যেতেই একটা গাছের ছায়ায় বসে হোমস্টেডারকে বিশ্রাম নিতে দেখল। ওর কোলে আড়াআড়ি ভাবে রাখা হেনরি রিপিটার। কোমরে একটা বাড়তি পিস্তলও ঝুলিয়েছে। BOIGHAR.COM

বছর চল্লিশেক হবে লোকটার বয়স। বেঁটে-খাটো মানুষ, শক্ত পোক্ত শরীর, পরনে জীর্ণ বিব ওভারঅল, ভারি টেক্সান বুট, গায়ে রং জ্বলা ফ্যাকাসে নীল জিন্স, মাথায় চওড়া কার্নিশের হ্যাট। ওর খুদে চোখজোড়ায় তীক্ষ্ণ দৃষ্টি, চরম অস্বস্তি জেগে রয়েছে সেখানে এ-মুহূর্তে।

কিডকে ওর সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিল মারিয়া। তারপর মৃদুমন্দ বাতাসের দোলায় দুলতে থাকা সোনালী শস্যক্ষেতের দিকে তাকাল।

'মনে হচ্ছে এ বছর বেশ ভাল ফসলই ঘরে তুলবে, মি.

boighar.com

গ্যারেট,' বলল মারিয়া।

'আমারও তাই আশা,' কিডের দিকে তাকাল হোমস্টেডার। 'তুমি ফ্রাঙ্ক গ্রিফিনের মৃত্যুর খবর শুনেছ, ডেপুটি?'

'হ্যাঁ, শুনেছি,' মাথা দোলাল কিড। 'আচ্ছা, মি. গ্যারেট, পিস্তলে হাত খুব চালু এমন কাউকে তুমি এখানে দেখেছ?'

'এখানে তো অনেকেই কোমরে পিস্তল ঝোলায়। কে কতটুকু চালু সেটা জানার সুযোগ হয়নি।'

'গ্রিফিনদের ওখানে গিয়েছ, মি. গ্যারেট?' মারিয়া জানতে চাইল।

'সুযোগ হয়নি। নিজের ঝামেলায় নাক পর্যন্ত ডুবে আছি, অন্যেরটা কি দেখব। ফসল তোলা হয়ে গেলে বাঁধা-ছাঁদা শুরু করার কথা ভাবছি আমিও।'

ভ্রুকুটি করল মারিয়া। 'তাহলে তুমিও চলে যাবার কথা ভাবছ? অথচ তুমিই আমাকে থেকে যাবার জন্য সাহস যুগিয়েছিলে।'

'আজ সকালে ফ্রাঙ্কের মৃত্যুর খবর শুনে সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেলেছি,' কিডের দিকে তাকাল হোমস্টেডার। 'তুমি আমার কাছে খুনীটার ব্যাপারে জানতে চাইছ? ও বিষয়ে আসলে কিছুই বলতে পারব না। লোকটা যে-ই হোক, ভূতের মত নিঃশব্দে আসে, কাজ সেরে কোন চিহ্ন না রেখেই আবার উধাও হয়ে যায়।'

'তোমার ফার্মটা কেনার জন্য কেউ কি তোমাকে কখনও কোন অফার দিয়েছিল?' কিড জানতে চাইল।

'না। তেমন কোন অফার কখনও পাইনি, অবশ্য বছরখানেক আগে এক লোক শস্য কিনতে এসেছিল। র‍্যাঞ্চার হবে বোধহয়।' ভ্রুকুটি করে কিডের দিকে তাকাল লোকটা। 'তুমি কি বলতে চাইছ আমাদেরকে এখান থেকে তাড়ানোর জন্যই খুনগুলো করা হচ্ছে?'

'নিশ্চিত নই যদিও, তবুও বিষয়টাকে বিভিন্ন দৃষ্টিকোণ থেকে

বইঘর.কম

বিচার করে দেখতে দোষ কি?'

'আমি আশাবাদী, মি: গ্যারেট,' মারিয়া বলল। 'মি. কিড এবার এর একটা বিহিত করবেই।'

'আমিও সেটাই আশা করি, মারিয়া,' বলল হোমস্টেডার। 'সারা জীবনের সঞ্চয় এ খামারের পিছনে ব্যয় করেছি, বছরের পর বছর প্রচুর ঘাম ঝরিয়ে জায়গাটার উন্নতি করেছি—এখন সুফল ভোগ করার সময় সব ছেড়েছুড়ে যেতে কে চায় বলো? আমাকে তোমার কোন কাজে লাগলে বলো, ডেপুটি।'

'চোখ-কান খোলা রেখো,' বলল কিড। মারিয়ার দিকে তাকিয়ে বাগি চালু করার ইঙ্গিত করল।

চোদ্দ

অল্পক্ষণের মধ্যে অ্যাডামসদের খামারে পৌছল কিড ও মারিয়া। একটা রাইফেল হাতে পোর্চে দাঁড়িয়ে হোমস্টেডার।

'তোমাকে দূর থেকেই চিনতে পেরেছি, মারিয়া।' রাইফেল নামিয়ে অ্যাডামস বলল। 'কিন্তু সাথে একজন লোক দেখে ভাবলাম...'

'ওর নাম কিড গ্যারিসন,' বলল মেয়েটা। ওরা দু'জন হ্যান্ডশেক করার পর পুনরায় বলল, 'ও একজন ডেপুটি। শেরিফ ওকে এখানে পাঠিয়েছে খুনীকে খুঁজে বের করতে।'

ঠোঁটের ফাঁক দিয়ে মাটিতে পিঙ্গল বর্ণের টোবাকো জুস ফেলল লোকটা। হালকা-পাতলা গড়ন ওর, নির্ভীক চেহারা, গ্যারেটের মতই রাইফেল ছাড়াও কোমরের বেল্টে অতিরিক্ত

boighar.com

একটা পিস্তল ঝুলিয়েছে।

'সরকারের এতদিনে হুঁশ হলো?' ক্ষুব্ধ, অধৈর্য কণ্ঠে বলল লোকটা। 'আজ সকালেও একটা খুন হয়ে গেছে!'

'আমরা সেটা শুনেছি,' মারিয়া বলল।

তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে পর্যবেক্ষণ করছে কিড লোকটাকে। কিছুক্ষণ পর বলল, 'তুমি কাল কিংবা আজ সকালে অপরিচিত কাউকে এদিকে ঘুরতে দেখেছ?'

'না, দেখিনি,' জবাবে হোমস্টেডার বলল। 'তুমি যদি এভাবে জিজ্ঞাসাবাদ করে ম্যানিয়াকটাকে ধরার প্ল্যান করে থাকো তাহলে বলব, সময়ের অপচয় করছ শুধু। খুনী যেচে দেখা দেবে না, বরং তোমার পরিচয় ফাঁস হয়ে গেলে আরও সর্তক হয়ে উঠবে।'

'আসলে কোথাও না কোথাও থেকে শুরু করতে হবে আমাকে,' কাঁধ ঝাঁকাল কিড। 'যা হোক, অন্যদেরকে যেমনটি করেছি, তোমাকেও একই প্রশ্ন জিজ্ঞেস করতে চাই–কেউ কি কখনও তোমার খামারটা কিনে নেয়ার প্রস্তাব দিয়েছিল?'

'নাহ্,' জবাবে লোকটা বলল। 'কেউ আমাকে তেমন কোন অফার দেয়নি। অন্যদের জবাবও একই ছিল, তাই না?'

মাথা দোলাল কিড। আবারও তামাকের রস মেশানো একদলা থুথু ফেলল হোমস্টেডার।

'মনে হচ্ছে,' বলল সে। 'তোমার কোথাও ভুল হচ্ছে, ডেপুটি। কেউ আমাদেরকে তাড়ানোর জন্য খুনগুলো করছে না। খুনী আসলে বদ্ধ উন্মাদ কোনও লোক। রক্তের নেশায় মাতাল হয়ে উঠেছে–হোমস্টেডারদের রক্ত।'

জবাবে কিছুই বলল না কিড। ভাবনায় ডুবে রয়েছে।

'আসার সময় গ্যারেটদের সঙ্গে দেখা করে এসেছি আমরা,' মারিয়া বলল। 'প্যাপি ফসল তোলার পরপরই বাঁধা-ছাঁদা শুরু করবে বলে ঘোষণা দিয়েছে। তুমি কি করবে ভাবছ, জিম?'

'না!' অদ্ভুত দৃঢ়তা ফুটে উঠল লোকটার কণ্ঠে। 'আমি এ

বইঘর.কম

জায়গা ছেড়ে কোথাও যাব না। ফার্মটা গড়ে তোলার জন্য অনেক বছর ঘাম ঝরিয়েছি—শরীরের এক বিন্দু রক্ত থাকতেও তা রক্ষার জন্য লড়ে যাব।'

'আমার মতও তাই,' মারিয়া বলল। 'অনেক কষ্টে গড়ে তোলা নিজেদের বাড়ি-ঘর কেন ছেড়ে যাব আমরা? কোন অপরাধে?'

ওদের কথাবার্তা খুব কমই কানে যাচ্ছে কিডের। অ্যাডামসদের বাড়ির পেছনে ঘন ঝোপ-ঝাড় ও গাছপালা ঢাকা পাহাড়টার দিকে সর্তক দৃষ্টিতে তাকিয়ে সে। জায়গাটা মোটেই নিরাপদ নয়। ওখানে লুকিয়ে থেকে খুনী সহজেই গেঁথে ফেলতে পারবে যে কাউকেই।

ঘোড়ার রাশ ধরল মারিয়া। বলল, 'ওর কাছ থেকে আর কিছু জানার আছে তোমার, কিড?'

'বেশি কিছু না,' জবাবে কিড বলল। 'তোমার বাড়িটার অবস্থান মোটেই নিরাপদ নয়, মি. অ্যাডামস। একটু সাবধানে থেকো, আর শোনো, কোন ঝামেলা দেখলে আমাকে খবর দিয়ো। আমি বিলি সামার্সের ওখানে উঠেছি।'

'ধন্যবাদ ডেপুটি। ঝামেলা হলে তোমাকে খবর দেয়ার মত সময় হয়তো পাব না। যাক, এখন কোথায় যাবে বলে ভাবছ?'

'গ্রিফিনদের ওখানে,' মারিয়া বলল।

'আই সি। এমি জর্জ ও জেসের জন্য রুটি ও পাই বানাচ্ছে। ওদেরকে বলো, আমরাও একটু বাদে আসছি।'

'বলব। এমিকে আমার শুভেচ্ছা জানিয়ো,' ঘোড়ার রাশ ঝাঁকিয়ে বাগি চালু করল এমি।

ওরা যতই পুবে এগোচ্ছে, ট্রেইলটা ক্রমেই দুর্গম হয়ে উঠছে। ঝোপ-ঝাড়ের মাঝখান দিয়ে সঙ্কীর্ণ ট্রেইল ধরে এগোচ্ছে বাগি। যে কোনও মুহূর্তে বিপদের আশঙ্কা করছে কিড।

কিছুদূর এগোবার পর হঠাৎ চোখের কোণে একটা নড়াচড়া ধরা পড়তেই বাগির সীটের ওপর জমে গেল কিড, চট্ করে

boighar.com

কোলের ওপর রাখা রাইফেলটা হাতে তুলে নিল। মারিয়াও দেখতে পেয়েছে নড়াচড়াটা। আচমকা রাশ টেনে বাগি থামাল।

'ওটা জেস গ্রিফিন,' স্বস্তির নিঃশ্বাস ছেড়ে বলল মেয়েটা, 'জেস, আমি মারিয়া বেনসন।'

ওদের দিকে তাক করা ডবল ব্যারেল শটগানটা নামিয়ে মেসকিট ঝোপের আড়াল ছেড়ে বেরিয়ে এল এক যুবক।

কিডের দিকে সন্দেহ মাখা দৃষ্টিতে তাকাল সে। বলল, 'মনে হচ্ছে তোমাকে আগেও কোথাও দেখেছি...'

'কাল রাতে, বুলহেড সেলুনে,' জবাবে কিড বলল। 'ওখানে জেমস ওয়াকারের সঙ্গে একটা গানফাইট হয়েছিল আমার।'

'এবার মনে করতে পারছি। কিন্তু তুমি এখানে কি করছ?'

'আমি শেরিফের হয়ে কাজ করছি। ও আমাকেও এখানে খুনের ঘটনা তদন্তের জন্য পাঠিয়েছে। তোমার ভাইয়ের মৃত্যুর জন্য দুঃখ প্রকাশ করছি।'

কিডের বুকে সাঁটা ব্যাজটার দিকে তাকাল যুবক। বলল, 'তুমি একজন ডেপুটি?'

'হ্যাঁ। তোমার ভাইয়ের খুনীর ব্যাপারে কিছু জানতে পারলে?'

'নাহ্,' হতাশ ভঙ্গিতে মাথা নাড়ল যুবক। 'এখানে আশেপাশে অনেক খুঁজেছি, কিন্তু কোন ট্র্যাক কিংবা অন্য কোন চিহ্ন দেখতে পাইনি। এমনকি একটা খালি কার্তুজও না।'

অন্যদেরকে যে প্রশ্ন করেছিল জেসকেও সে একই প্রশ্ন করল কিড। নতুন কোন জবাব পেল না।

'জন ট্রেভার্সের ওখানে যাবে, কিড?' মারিয়া জানতে চাইল। 'এখান থেকে সামান্য দূরে জায়গাটা।'

'ওখানে কথা বলার মত কাউকে পাওয়া যাবে না, তাই গিয়েও কোন লাভ হবে না,' মেয়েটার দিকে তাকাল কিড। 'তুমি বাড়ি ফিরে যেতে চাও?'

'হ্যাঁ। গরু আর ভেড়াগুলোকে খেতে দিতে হবে। গ্যারেটদের

ওখান থেকে বাচ্চা দু'টোকেও তুলে নিতে হবে।'

জেস গ্রিফিনের দিকে তাকাল কিড, 'তোমার বাবাকে আমার সমবেদনা জানিয়ো। বোলো, ফ্রাঙ্কের খুনীকে খুঁজে বের করতে আমার সাধ্য মত সবকিছুই করব আমি।'

'ধন্যবাদ, ডেপুটি।'

জেসকে বিদায় জানিয়ে ফিরতি পথ ধরল ওরা। সূর্য পশ্চিম আকাশে হেলে পড়েছে ইতোমধ্যে। ঘন ঝোপ ও গাছপালার ছায়া আরও প্রলম্বিত হচ্ছে। ভূতুড়ে পরিবেশ। কিসের যেন একটা আশঙ্কা খচ্-খচ্ করছে কিডের মনে।

'আমার ধারণা অ্যাডামসদের কথাই ঠিক,' মারিয়া বলল। 'ঝামেলা শুরু হলে তোমাকে খবর দেয়ার সময় হয়তো হবে না। তার চেয়ে কাছাকাছি কোথাও তো থাকতে পারো তুমি। যেমন ধরো...' খানিক ইতস্তত করল সে। 'আমার ওখানেও থাকার মত প্রচুর জায়গা রয়েছে।'

চকিতে মেয়েটার দিকে তাকাল কিড, ওর তীক্ষ্ণ চাহনির সামনে আরক্ত হয়ে উঠেছে মারিয়ার চেহারা।

জীবনে বহুবার যেমনটি ভেবেছে, আবারও একবার শেকড় গাড়ার কথা ভাবল কিড। মারিয়া বেনসনের মত সুন্দরী, গুণবতী মহিলাকে পাশে পাওয়া যে-কোনও পুরুষের জন্যই ভাগ্যের ব্যাপার। পরক্ষণে, ভাবনাটা মন থেকে ঝেড়ে ফেলল, চাল চুলোহীন মানুষ সে, ওসব বিলাসিতা পোষাবে না।

'আমি তোমার প্রস্তাবটা ভেবে দেখব,' অবশেষে বলল কিড। তারপর নীরবে পথ চলল ওরা।

'এটা গ্রিফিনদের খামারের অংশ,' দীর্ঘ নীরবতা ভেঙে মারিয়া বলল। 'লেকের পাড়ে সবচেয়ে বড় খামার–আমারটার চেয়ে প্রায় আড়াই গুণ বড়। এখনও জায়গাটার ওপর ক্লেইম ফাইল করেনি ওরা। আগামী ডিসেম্বরে করার কথা, অবশ্য যদি পালাবার তালে না থাকে।'

boighar.com

'আমার মতে সবারই অ্যাডামসদের মত শক্ত নার্ভ থাকা উচিত। সবাই যদি...'

হঠাৎ পিস্তলের ভোঁতা গুলির শব্দে তলিয়ে গেল কিডের কণ্ঠ। গুলিটা বাগির হুডের ছালবাকল তুলে নিল, বামদিকের ঘন ঝোপ-ঝাড়ের দিক থেকে এসেছে ওটা।

চলমান বাগি থেকে দ্রুত ডানপাশে লাফ দিল কিড, হাতে ধরা রাইফেলটা যেন স্বয়ংক্রিয়ভাবেই কক্‌ড্ হয়ে গেছে।

'মারিয়া!' চেঁচিয়ে বলল কিড। 'দ্রুত সামনে এগিয়ে যাও। অ্যাডামসদের ওখানে না পৌঁছা পর্যন্ত থামবে না।'

পনেরো

হেনরি রিপিটারটা সামনে বাগিয়ে ধরে এখনও ধোঁয়া উঠতে থাকা পিনন ঝোপটার দিকে ছুটল কিড। ওদিকে মারিয়ার চাবুকের বাড়ি খেয়ে রুদ্ধশ্বাসে ছুটছে বুড়ো বে গেল্ডিঙটা, উঁচু-নিচু ট্রেইলে প্রচণ্ড ঝাঁকি খাচ্ছে বাগিটা, কিডের সামনে শুকনো পাতায় মচ্ মচ্ শব্দ উঠল। পালাচ্ছে বুশওয়াকার।

এক পলকের জন্য পালায়নপর লোকটার বাদামী শার্টের পিঠ দেখতে পেল কিড, পরমুহূর্তে একটা ঘন ঝোপের আড়ালে অদৃশ্য হয়ে গেল।

রাইফেল বাগিয়ে ঝোপ-ঝাড়ের মধ্য দিয়ে বেড়ালের মত সতর্ক পায়ে সামনে এগোল কিড, আততায়ী যে ঝোপটার আড়ালে অদৃশ্য হয়েছে সেখানে এসে থামল।

কোন নড়াচড়া কিংবা সাড়াশব্দ নেই। শুকনো পাতায় মাটি

বইঘর.কম

ঢেকে আছে বলে কোন ট্র্যাকও দেখা যাচ্ছে না। একটা মোটা গাছের গুঁড়ির পেছনে এসে দাঁড়াল কিড, ঝাড়া দশ মিনিট দাঁড়িয়ে রইল, কিন্তু কোন সাড়া শব্দ পেল না। স্রেফ বাতাসে মিলিয়ে গেছে যেন লোকটা।

মাঝ বিকেলের সুনসান নীরবতায় কিডের মনে হলো পৃথিবীতে সে-ই একমাত্র জীবিত ব্যক্তি। ওর ধারণা, পুরো দুপুর ও বিকেল ধরে ঝোপের আড়ালে থেকে ওদেরকে অনুসরণ করেছে খুনী। অবশেষে ওদের ফেরার পথে সুবিধাজনক অবস্থানে থেকে অ্যামবুশ পেতেছে। সম্ভবত বাগির ঝাঁকুনির কারণে অল্পের জন্য মিস করেছে গুলিটা। তারপর আর কোনও ঝুঁকি না নিয়ে পিঠটান দিয়েছে বুশওয়াকার।

ট্রেইলে ফিরে এল কিড। ভাবনায় ডুবে আছে। বোঝা যাচ্ছে খুনী কাপুরুষ প্রকৃতির, নিজের জন্য সুবিধাজনক সময় ও স্থান বেছে নিয়ে এক গুলিতেই কাজ সারতে পছন্দ করে। এই একবার মাত্র ব্যর্থ হয়েছে সে।

অ্যাডামসের খামারের দিক থেকে ঘোড়ার খুরের শব্দ ভেসে আসছে। বিশাল এক সোরেলের পিঠে চড়ে দ্রুত ছুটে আসছে হোমস্টেডার। কিডের সামনে এসে রাশ টেনে ঘোড়া থামাল। হাঁফাচ্ছে। বোঝা যাচ্ছে দুঃসংবাদ শুনে এক মুহূর্তও দেরি করেনি।

'তুমি ওকে খুন করতে পেরেছ, ডেপুটি?' ব্যগ্র কণ্ঠে জানতে চাইল অ্যাডামস।

'দুঃখিত, না,' জবাবে কিড বলল। 'গুলি করারও সুযোগ পাইনি। ঝোপ-ঝাড়ের আড়ালে যেন বাতাসের সঙ্গে মিলিয়ে গেছে লোকটা।'

হতাশায় দু'কাঁধ ঝুলে পড়েছে হোমস্টেডারের। বলল, 'আমরা ওদিকে আশা করে বসে আছি, তুমি খুনীটাকে নিকেশ করে দিয়েছ।'

boighar.com

'দুঃখিত, মি. অ্যাডামস। আমার ধারণা, ওকে খুন করতে পারলেও তোমাদের সমস্যার সমাধান হত না।'

'কেন?' ভুরু কুঁচকে কিডের দিকে তাকাল সে। 'তুমি কি বলতে চাইছ খুনী একজন নয়, একাধিক?'

'সেটা আমার ধারণা মাত্র। কোন কিছুই নিশ্চিত করে বলার সময় এখনও আসেনি।'

'মারিয়া বলল, পিস্তলের গুলি তোমাদের খুব কাছ দিয়েই গেছে,' বলল অ্যাডামস, হাত বাড়িয়ে কিডকে সোরেলের পিঠে উঠতে আমন্ত্রণ জানাল। 'খুনীর টার্গেট তোমাদের দু'জনের মধ্যে কে ছিল বলে তোমার ধারণা?'

ওর বাড়িয়ে দেয়া হাত ধরে ঘোড়ার পিঠে উঠল কিড। বলল, 'ও কাকে টার্গেট করেছিল সেটা বলা মুশকিল।'

ঘোড়ার মুখ ঘুরিয়ে পেটে স্পার ছোঁয়াল অ্যাডামস, ওটা চলতে শুরু করলে বলল, 'মারিয়া একজন হোমস্টেডার—এবং খুনী তোমাকে চেনে না, তাই না, ডেপুটি?'

'হতে পারে ওকেই টার্গেট করেছিল খুনী,' মাথা দুলিয়ে একমত হলো কিড। 'মারিয়া কি তোমার ওখানে ঠিকমত পৌঁছুতে পেরেছিল?'

'হ্যাঁ, যদিও প্রায় আধমরা অবস্থায়। জীবনে আর কখনও এত জোরে বাগি চালায়নি সে। গ্রিফিনদের সঙ্গে তোমার দেখা হয়েছে?'

'হয়েছে। শুধুই জেস গ্রিফিনের সঙ্গে।'

জেসের কথা উঠতেই কিডের স্মরণে এল, ওরা তাকে ছেড়ে আসার মাত্র কয়েক মিনিট পর হামলার শিকার হয়েছিল। সেক্ষেত্রে গুলির শব্দটা তার না শোনার কথা নয়। তাহলে এল না কেন সে? আবার দেখা হলে কারণটা জেনে নিতে হবে।

বাড়ির উঠোনে এসে ঘোড়ার রাশ টানল অ্যাডামস। আশঙ্কা মাখা চেহারায় পোর্চের সামনে দাঁড়িয়ে মারিয়া এবং ওরই বয়সী

বইঘর.কম

আরেক মহিলা। বাকিজন এমি অ্যাডামস, ধারণা করল কিড।

ওদের দিকে দৌড়ে এল মারিয়া, ব্যগ্র কণ্ঠে জানতে চাইল, 'তুমি ঠিক আছ তো, কিড?'

'আমি ঠিক আছি, মারিয়া,' ঘোড়ার পিঠ থেকে নামল কিড। 'তুমি কোন ঝামেলা ছাড়া এখানে পৌঁছুতে পেরেছ দেখে আমি আনন্দিত।'

'খুনীকে শেষ করতে পেরেছ?'

মাথা নাড়ল কিড। হতাশ চেহারা হলো মেয়েটার। 'অথচ আমি আর এমি আশা করেছিলাম...'

'তোমরা কি আশা করেছিলে সেটা আমি বুঝি, মারিয়া,' কিছুটা রুক্ষ শোনাল কিডের কণ্ঠ।

'কিছু মনে কোরো না, কিড,' ক্ষমা প্রার্থনার সুরে মারিয়া বলল। 'ওভাবে স্বার্থপরের মত ভাবা...'

'বাদ দাও ওসব,' ওকে মাঝপথে থামিয়ে দিল কিড। 'চলো এবার ফেরা যাক।'

অ্যাডামসদের বিদায় জানিয়ে ফিরতি পথ ধরল ওরা।

'ঈশ্বরকে ধন্যবাদ, তুমি সুস্থদেহে ফিরে এসেছ, কিড,' মারিয়া বলল।

'তোমার বেলায়ও তাই। আশঙ্কা করেছিলাম, খুনী হয়তো তোমার পিছু নিতে পারে।'

'তাহলে খুনীর টার্গেট আমিই ছিলাম বলতে চাইছ?'

'এ ব্যাপারে আমি নিশ্চিত নই। তবে এটা ঠিক যে, খুব অল্পের জন্য বেঁচে গেছি আমরা। জেফারসনের ব্যাপারে একটা বিষয় জানার আছে আমার। সে কবে নাগাদ ফার্ম ছেড়ে গেছে?'

'ঝামেলা শুরু হওয়ার পর-পরই। ও আর ওর স্ত্রী সবকিছু প্যাক করে বাগিতে চড়ে যেখান থেকে এসেছিল সেখানে চলে গেছে। মিসিসিপির ওদিকেই কোথাও বোধহয় জায়গাটা।'

'ওঁরা কি ফার্মটা কেনার জন্য কাউকে খুঁজে পেয়েছিল?'

boighar.com

'না। স্রেফ ফেলে রেখে গেছে ওটা। তবে উইলা ফ্রিম্যানের মত মি. হপকিন্সের জেনারেল স্টোরে জমির দলিল রেখে গেছে, যাতে কাস্টমার পেলে বেচে দিতে পারে।'

আবার ভাবনায় ডুবে গেল কিড। বিগত কয়েক ঘণ্টার ঘটনাবলী এবং তথ্যগুলো জোড়াতালি দিয়ে একটা পূর্ণাঙ্গ চিত্র খাড়া করার চেষ্টা করছে, কিন্তু কোন কূলকিনারা পাচ্ছে না।

গ্যারেটদের ওখানে পৌঁছে মেরি ও ম্যাগিকে বাগিতে তুলে নিল ওরা। প্যাপি বাড়িতে নেই, দক্ষিণের মাঠে কাজ করতে গেছে। অ্যাঞ্জেলাকে বিদায় জানিয়ে আবার পথে নামল ওরা। সূর্যটা ইতোমধ্যে পশ্চিম দিগন্তের কোল ছুঁয়েছে।

'ওদের সঙ্গে কথা বলে কি বুঝতে পারলে, কিড,' গ্যারেটদের সীমানা পেরিয়ে অ্যাডামসদের খামারে পৌঁছে জানতে চাইল মারিয়া। প্রশ্নটা নতুন নয়, তবুও কিছু একটা বলে অস্বস্তিকর নীরবতা কাটাতে চাইছে মেয়েটা।

'নতুন কিছু জানতে পরিনি,' জবাবে কিড বলল।

'আমার আশঙ্কা,' কপালে চিন্তার ভাঁজ পড়ল মারিয়ার। খুনী এখন গ্রিফিনদের খামারের আশেপাশে কোথাও ঘুরে বেড়াচ্ছে। হয়তো বাপ-বেটা দু'জনকেই গেঁথে ফেলার মওকা খুঁজছে।

'তাহলে সেটা হবে বিরল ঘটনা। অতীত অভিজ্ঞতা বলে, একটা খুন করার পর বেশ ক'দিন আরেকটা খুন থেকে বিরত থাকে আততায়ী।'

'তুমি ঠিক বলেছ। কিন্তু খুনী যদি একাধিক হয়?'

'আমিও সেটাই ভাবছি। কিন্তু এখানকার সবার ধারণা, বদ্ধ উন্মাদ এক লোক খুনগুলো করে বেড়াচ্ছে।'

হঠাৎ সামনে দিগন্তের কোলে একটা কালো ধোঁয়ার কুণ্ডলী দেখতে পেল ওরা।

'ধোঁয়া! কিসের ধোঁয়া ওটা?' উদ্বিগ্ন কণ্ঠে জানতে চাইল কিড।

বইঘর.কম

ওদিকে বাগির সীটে জমে গেছে মারিয়া বেনসন। আতঙ্কের শীতল স্রোত উঠে এল ওর শিরদাঁড়া বেয়ে।

'আমার বাড়ি!' বাষ্পরুদ্ধ কণ্ঠে বলল মেয়েটা। 'পুড়ছে। ওরা আমার বাড়িতে আগুন দিয়েছে।'

ঘোড়ার পাছায় জোরে চাবুক চালাল সে।

ষোলো

বাড়ির কাছাকাছি এসে গেছে ওরা। মারিয়া বলল, 'বার্নে আগুন দিয়েছে, মূলঘরে এখনও লাগেনি।'

বাগির ভেতরে বাচ্চা দু'টোর একজন ফুঁপিয়ে কেঁদে উঠল, অপরজন ওকে সান্ত্বনা দিচ্ছে। উঠোনে এসে জোরে লাগাম টেনে বাগি থামাল মারিয়া, সীট থেকে নেমে পড়ল দু'জনই।

মারিয়া চেঁচিয়ে বলল, 'মেরি। ম্যাগি! তাড়াতাড়ি ঘর থেকে দুটো বাকেট নিয়ে এসো।'

বার্নের বেশির ভাগ পুড়ে ছাই হয়ে গেছে, আগুন দ্রুত মূলঘরের দিকে এগোচ্ছে। সহজাত সতর্কতা-বোধ কিডকে জানিয়ে দিল, ঝোপের আড়ালে থেকে কেউ ওদেরকে লক্ষ করছে।

চিন্তিত দৃষ্টিতে চড়াইটার দিকে তাকাল সে। চূড়ার কাছাকাছি জায়গায় কী যেন একটা নড়ে উঠল। তৎক্ষণাৎ মারিয়াকে জড়িয়ে ধরে ঘাসের উপর লুটিয়ে পড়ল, পরমুহূর্তে রাইফেলের কড়াৎ শব্দ হলো।

একটা গড়ান দিয়ে উপুড় হলো কিড, হাতে ধরা রাইফেল

boighar.com

কক্‌ড্‌ হয়ে গেছে। তরতর করে চূড়ার দিকে উঠে যাচ্ছে বুশওয়াকার, ঝোপের ফাঁকে তার বাদামী পায়ের অংশবিশেষ দেখা যাচ্ছে।

ট্রিগার টিপল কিড, একটা খিস্তি শোনা গেল, পরমুহূর্তে চূড়ার ওপারে অদৃশ্য হয়ে গেল আততায়ী।

'মারিয়া। তুমি এদিক সামলাও!' চেঁচিয়ে বলল কিড। 'আমি ওর পিছু নিচ্ছি।'

রাইফেল বাগিয়ে ঝোপ-ঝাড়ের দিকে ছুটে গেল কিড, চড়াই বেয়ে দ্রুত উপরের দিকে উঠতে শুরু করল। চূড়ার কাছে এসে শুকনো পাতার উপর ছোপ-ছোপ রক্ত দেখতে পেল। লোকটার পায়ে গুলি লাগাতে পেরেছে সে।

আরেকটু এগিয়ে সাবধানে মাথা তুলে চূড়ার বিপরীত দিকে তাকাল সে। কোন নড়াচড়া কিংবা সাড়াশব্দ নেই। মাথা নামিয়ে আনল সে, একটা কাঠি খুঁজে নিয়ে হ্যাটটা ওটার মাথায় রেখে উপরের দিকে তুলল। পুরোনো কৌশল। কিন্তু কোন গুলি এল না। খুনী বোধহয় পালিয়ে গেছে।

আরও কিছুক্ষণ অপেক্ষায় থেকে নিচে নেমে এল সে, বার্নের আগুন নেভাতে মারিয়ার সঙ্গে হাত লাগাল। বাচ্চা দু'টো কুয়ো থেকে পানি তুলে এনে বাকেট ভরে রাখছে। অল্পক্ষণের চেষ্টাতেই আগুন পুরোপুরি আয়ত্তে এল।

মেরি ও ম্যাগির দিকে প্রশংসামাখা দৃষ্টিতে তাকাল কিড। বলল, 'তোমরা সত্যিই প্রচুর সাহায্য করেছ।'

নার্ভাস ভঙ্গিতে হাসল বাচ্চা দু'টো। ওদের মা বলল, 'তোমরা ঘরে গিয়ে জানালাগুলো খুলে দাও। ধোঁয়া বেরিয়ে যাবে।'

তৎক্ষণাৎ নির্দেশ পালন করতে ছুটল ওরা। কিডের দিকে তাকিয়ে মারিয়া বলল, 'খুনীকে দেখতে পেয়েছ?'

'পাইনি, তবে তার গায়ে গুলি লাগাতে পেরেছি। শুকনো পাতার ওপর রক্তের দাগ দেখতে পেয়েছি।'

বইঘর.কম

'এখন আমি বিশ্বাস করতে শুরু করেছি যে, খুনী একজন নয়, একাধিক। আমাদেরকে যে আগে অ্যামবুশ করেছিল তার পক্ষে এত দ্রুত এখানে এসে আগুন লাগানো সম্ভব নয়।

'কিন্তু সেটা আর কাউকে বিশ্বাস করানো যায়নি। আমি এখন শহরে ফিরে যেতে চাই, মারিয়া।'

'আজ রাতটা এখানে কাটিয়ে গেলে হয় না, কিড?' অনুনয় ঝরে পড়ল মেয়েটার কণ্ঠে।

'না, মারিয়া। আমার বিশ্বাস, তুমি নিজেকে রক্ষা করতে যথেষ্ট সক্ষম।'

'ঠিক আছে,' আশাহত কণ্ঠ মারিয়ার। 'তুমি হাত-মুখ ধুয়ে এসো; আমি সাপার রেডি করতে যাচ্ছি।'

পাম্পের কাছে এসে রাইফেলটা মাটিতে শুইয়ে রেখে হাত-মুখ ধুয়ে নিল কিড, পাশে দড়িতে ঝোলানো গানিস্যাক দিয়ে মুছল, তারপর রাইফেলটা তুলে নিয়ে ঘরে এল। টেবিলে খাবার সাজানো হয়ে গেছে ইতোমধ্যে। বাচ্চা দু'টো চেয়ারে বসে অপেক্ষা করছে।

কফিপট ও কাপ এনে টেবিলে রাখল মারিয়া, তারপর কিডের বিপরীত দিকের একটা চেয়ারে বসে সংক্ষিপ্ত প্রার্থনা সারল।

ডিনারের পর কিডের কাপে কফি ঢালতে ঢালতে মারিয়া বলল, 'আমার কেন জানি মনে হচ্ছে খুনী এখনও আশপাশেই কোথাও রয়েছে। হয়তো আবার হামলা চালানোর কিংবা ঘরে আগুন দেয়ার মওকা খুঁজবে।'

ওর বাড়িয়ে দেয়া কাপটা তুলে নিয়ে কফিতে চুমুক দিল কিড। তারপর কাপটা টেবিলে নামিয়ে রেখে বলল, 'মনে হচ্ছে বেপরোয়া হয়ে উঠেছে ওরা। ফ্রাঙ্ক গ্রিফিনকে খুন করা, আমাদের ওপর দু'দু'বার হামলা চালানো, বার্নে আগুন দেয়া···মনে হচ্ছে তোমাকে এবং বাচ্চা দু'টোকে আজ রাতের জন্য গ্যারেটদের ওখানে রেখে এলে ভাল হত।'

boighar.com

'সবচেয়ে ভাল হয় তুমি এখানে থেকে গেলে,' আগ্রহমাখা কণ্ঠ মেয়েটার। 'আমার এখানে প্রচুর কামরা খালি আছে। অবশ্য শহরে তোমার জরুরী কোন কাজ না থাকলে...'

সহসা কোন জবাব দিল না কিড়। প্রস্তাবটা ভেবে দেখছে। ওদিকে মারিয়া কিডের জবাব শোনার জন্য উন্মুখ হয়ে আছে। বাচ্চা দু'টোকেও বেশ আগ্রহান্বিত দেখাচ্ছে।

'শহরে অবশ্য আমার তেমন জরুরী কাজ নেই,' অবশেষে কিড বলল।

'তাহলে থেকে যাও। প্লীজ...'

'তোমার প্রস্তাবে আমি রাজি, মারিয়া,' আবার কফির কাপ হাতে তুলে নিল কিড। 'তবে আমি একটা কৌশল খাটাতে চাই। খুনী এখনও আশপাশেই থেকে থাকলে কৌশলটা কাজে লাগবে।'

'যেমন?'

'সন্ধ্যা ঘনিয়ে এসেছে প্রায়। আমি এখন ঘোড়ার পিঠে চেপে শহরের দিকে রওনা দেব। খুনী আমাকে চলে যেতে দেখলে তুমি একা আছ ভেবে হয়তো আবার আগুন দেয়ার চেষ্টা করবে। পুরোপুরি অন্ধকার নামলে আমি আবার ফিরে আসব।'

'সাইড ডোর খোলা থাকবে তোমার জন্য। ওখানে ঘন লাইলাক ঝোপের আড়ালে ঘোড়া বেঁধে রেখে ভেতরে ঢুকে পড়ো। আমি অপেক্ষা করব।'

'আমি আসার সাথে সাথেই বাতি নিভিয়ে শুয়ে পোড়ো। আমি সামনের কামরায় বসে পাহারা দেব।'

'না, কিড,' আপত্তি জানাল মারিয়া। 'আমিও তোমার পাশে পাহারায় থাকব। তোমাকে একা জাগিয়ে রেখে স্বার্থপরের মত ঘুমোতে পারব না। তাছাড়া রাত জাগলে তোমার গরম কফিরও দরকার হবে।'

সতেরো

কিডের কৌশলটা কাজে লাগল না। পূর্ব পরিকল্পনামত অন্ধকার নামার পর বেনসনদের ফার্মে ফিরে এসেছে সে, মারিয়ার পাশে বসে সারা রাত জেগে পাহারা দিয়েছে, কিন্তু খুনী আসেনি। লোকটা বোধহয় ওর কৌশল বুঝে ফেলেছে, কিংবা অন্য কোথাও সরে গেছে।

ব্রেকফাস্টের পর ঘোড়ায় চেপে শহরের উদ্দেশে রওনা দিল কিড। ওখানে গিয়ে খুনীর ব্যাপারে কিছু খোঁজ খবর নিতে চায়। কাল বিকেলে ওর গুলিতে আহত লোকটা চিকিৎসার জন্য শহরে যেতে পারে।

'গিব্সের সেলুনে খোঁজ নিয়ো প্রথমে,' পরামর্শ দিল মারিয়া। 'শহরে ঢোকার পথে ওটাই প্রথমে পড়বে। তাছাড়া লোকটা বেশ সাবধানী প্রকৃতির, শহরে কোন কিছুই ওর নজর এড়িয়ে ঘটে না।'

কিন্তু সেলুনসম্যান ওর কোন কাজে এল না। খর্বাকৃতির লালমুখো লোকটা, থ্যাবড়া নাকের দু'পাশে মার্বেল আকৃতির কুতকুতে চোখজোড়ায় ধূর্তামি জেগে রয়েছে।

কিডের বুকে সাঁটা ডেপুটির স্টারের দিকে তাকিয়ে হাত দিয়ে চিবুক ঘষল লোকটা। বলল, 'কাল বিকেল থেকে শহরে ঢুকতে কিংবা শহর থেকে বেরোতে কাউকে দেখিনি। অবশ্য রাতের আঁধারে কেউ যাওয়া-আসা করে থাকলে সেটা ভিন্ন কথা।'

ওকে বিদায় জানিয়ে সেলুনটার সাথে লাগোয়া হপকিন্সের

boighar.com

জেনারেল স্টোরে এল কিড। স্টোরকীপারের সঙ্গে কথা বলেও কোন তথ্য জানা গেল না। আবার রাস্তায় নেমে এসে 'বুলস্ আই' থেকে র‍্যাঞ্চার পল মার্টিনকে বেরোতে দেখল। আশা করল সুন্দরী ক্যাথি মার্টিনও শহরে এসেছে।

তারপর ফিড স্টোর, নাপিতের দোকান, লিভারি স্টেবল এবং আরও আধ ডজন স্টোরে ঢুঁ মারল সে, কিন্তু কোন তথ্য পেল না।

হতাশ হলো না সে। এর চেয়ে বেশি কিছু আশাও করেনি। এ-মুহূর্তে সুন্দরী ক্যাথি মার্টিনের চিন্তা মাথায় ঘুরপাক খাচ্ছে।

বিলি সামার্সও একই কথা শোনাল ওকে, একগ্লাস হুইস্কি ওর দিকে বাড়িয়ে দিতে দিতে মাথা নাড়ল, 'নাহ্। তেমন কাউকে শহরে ঢুকতে কিংবা বেরিয়ে যেতে দেখিনি।'

'শহরে বাস করে এমন কাউকেও দেখোনি?'

'নাহ্। মনে হচ্ছে ফ্রাঙ্ক গ্রিফিনের মৃত্যুর পর আবার সবকিছু ঝিম মেরে গেছে। প্রত্যেকটা খুনের পর যেমনটি হয়,' তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে কিডের দিকে তাকাল সে। 'কাল পুরো দিন এবং রাত কোথায় কাটিয়েছ? কোন ঝামেলা হয়নি তো?'

'ঝামেলা অবশ্য একটু হয়েছে। বেনসনদের খামারে হামলার শিকার হয়েছিলাম। আমার বিশ্বাস বুশওয়াকারের পায়ে গুলি লাগাতে পেরেছি। ভেবেছিলাম লোকটা হয়তো শহরে আসবে চিকিৎসার জন্যে।'

প্রথম হামলাটার কথা ইচ্ছে করেই এড়িয়ে গেল সে।

'মনে হয় না গুরুতর আহত হলেও এ-মুহূর্তে শহরে আসার ঝুঁকি নেবে লোকটা,' মন্তব্য করল সেলুনকীপার। অর্থপূর্ণ দৃষ্টিতে কিডের দিকে তাকিয়ে আবার বলল, 'তাহলে মিসেস বেনসনের সঙ্গে দেখা হয়েছে তোমার? মেয়েটা সত্যি অপূর্ব সুন্দরী, এই রুক্ষ দেশে বড়ই বেমানান। ও ধকল সামলে উঠতে পারবে বলে মনে করছ?'

'সেটা নির্ভর করে,' কিড বলল। 'আমি খুনী কিংবা খুনীদের

বইঘর.কম

কতটুকু সাইজ করতে পারছি তার ওপর। সামান্য আগে পল মার্টিনকে রাস্তায় দেখলাম। ওর সঙ্গে কি মেয়েটাও এসেছে?'

কাঁধ ঝাঁকাল সেলুনকীপার। বলল, 'আমি ওকে দেখিনি···তুমি এখন কোনদিকে যাবে বলে ভাবছ?'

'লেকের পাড়ে ফিরে যাব। আমার বিশ্বাস, ভাল করে খুঁজলে বেনসনদের ফার্মের পেছনে পাহাড়ে খুনীর ট্র্যাক খুঁজে পাব। গতকাল অন্ধকার হয়ে যাওয়ায় সুবিধে করতে পারিনি।'

লোকটার দিকে না তাকিয়েও কিড বুঝতে পারছে, এমুহূর্তে তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে পর্যবেক্ষণ করছে সে তাকে।

'নেলিকে তোমার জন্য লাঞ্চ দিতে বলব?' জানতে চাইল সামার্স।

'না, দরকার নেই। মারিয়া বেনসন ভাল করে নাস্তা খাইয়ে দিয়েছে।'

'মনে হচ্ছে যখনই খিদে লাগবে, বেনসনের বিধবা স্ত্রীর কাছে ছুটে যাবে তুমি,' ঠাট্টার ছলে চোখ মটকে বলল সেলুনম্যান।

কোন মন্তব্য করল না কিড, সামান্য কাঁধ ঝাঁকিয়ে আবার নেমে এল রাস্তায় । দেখল, ক্যাথি মার্টিন সদ্য কেনা একগাদা পোশাক হাতে জেনারেল স্টোর থেকে বেরিয়ে আসছে।

'গুড মর্নিং!' ওকে দেখে হেসে বলল মেয়েটা। 'আমি মনে মনে তোমাকেই খুঁজছিলাম।'

'মর্নিং!' হ্যাটের কানা ছুঁয়ে নড্ করল কিড।

'আমি তোমাকে শহরে আশা করেছিলাম।' ওর সামনে এসে দাঁড়িয়ে পড়ল ক্যাথি।

'কেন আশা করেছিলে? আমি কি তোমার কোন কাজে লাগতে পারি?'

'সকালে ব্রেকফাস্টের সময় বাবার সঙ্গে তোমার কথাই বলাবলি করছিলাম। বাবা তোমাকে ডিনারে নিমন্ত্রণ করতে বলেছে। ইচ্ছে করলে সাপারেও···' ওর বুকে সাঁটা ব্যাজটার দিকে

boighar.com

নজর যেতেই হঠাৎ থমকে গেল মেয়েটা। খানিক ইতস্তত করে বলল, 'জানা ছিল না তুমি একজন ডেপুটি।'

'পার্টটাইম ডেপুটি,' হাসল কিড। 'বলতে পারো এটা একটা স্পেশাল টাস্ক। শেরিফ জনসন আমাকে এখানকার খুনগুলো তদন্ত করতে পাঠিয়েছে। আমার আসল পরিচয়: আমি একজন ভবঘুরে, স্যাডলবাম। আসল পরিচয়টা জানতে পেরে আমার প্রতি তোমার আগের দৃষ্টিভঙ্গি নিশ্চয়ই বদলে গেছে?'

'অবশ্যই না।' মাথা নাড়ল মেয়েটা। 'অবাক হয়েছি কেবল। গতকাল ব্যাপারটা তুমি আমাদেরকে খুলে বলোনি।'

'আমি চাইনি কাজে নামার আগেই লোকজন আমার পরিচয় জেনে ফেলুক।'

'আইসি...আমার নিমন্ত্রণ রক্ষা করার সময় কি তোমার হবে? বাবা ক্রোফোর্ডসভিল গেছে, সন্ধ্যার আগে ফিরবে না বোধহয়। তুমি সাথে এলে পুরোদিনটা উপভোগ করতে পারব আমরা...'

কিছুটা আরক্ত হয়ে উঠল মেয়েটার চেহারা। কোন জবাব না দিয়ে ভ্রুকুটি করে ওর দিকে তাকাল কিড। মার্টিনরা ওর মত একজন সাধারণ স্যাডল বামের ব্যাপারে এত আগ্রহী কেন? তবে কি তারা অ্যাসপেন ক্রীকের ঘটনাবলীর সঙ্গে কোনও না কোনও ভাবে জড়িত? ও যে একজন ডেপুটি সেটা টের পেয়ে ওকে র‍্যাঞ্চে আটকে রাখতে চাইছে?

বিব্রত ভাব ফুটে উঠল ক্যাথির চেহারায়। মনে হচ্ছে কিডের মনের কথা পড়তে পারছে।

'ঠিক আছে, তোমার সময় না থাকলে এখন নাহয় যেয়ো না,' তাড়াতাড়ি বলল সে। 'সন্ধের পর সাপারের সময়...'

'আমি চেষ্টা করব, ম্যাম,' হাসল কিড। 'অবশ্য যদি ততক্ষণ পর্যন্ত বেঁচে থাকি।'

হঠাৎ শহরের দক্ষিণে ক্রীকের দিকে চোখ যেতেই দম বন্ধ হয়ে আসার যোগাড় হলো কিডের। পরিষ্কার নীল আকাশের

বইঘর.কম

দিকে কুণ্ডলী পাকিয়ে উঠে যাচ্ছে ঘন কালো ধোঁয়ার স্তম্ভ। ওর দৃষ্টি অনুসরণ করে ক্যাথিও পিছু ফিরে তাকাল।

'ধোঁয়া! চাপা স্বরে বলল ক্যাথি মার্টিন। 'কিসের ধোঁয়া?'

'ওরা বোধহয় আরেকটা হোমস্টেডে আগুন দিল। আমাকে এখুনি ওখানে যেতে হবে, মিস মার্টিন।'

'আমিও যাব তোমার সঙ্গে। তোমাকে হয়তো কোনভাবে সাহায্য করতে পারব।'

'চলো তাহলে।'

আঠারো

জেফারসনের পরিত্যক্ত খামারবাড়িটা পুড়ছে। কোরাল, বার্ন, মূল-ঘর–সবকটা ঘরেই আগুন দেয়া হয়েছে। কিড ও ক্যাথি ওখানে পৌঁছার আগেই ঘরগুলো ছাই হয়ে মাটির সঙ্গে মিশে গেছে। জেফারসনের কুকুরটা মাথায় গুলি খেয়ে উঠোনের এক পাশে মরে পড়ে আছে।

'ভয়ঙ্কর! অমানবিক!' পনির পিঠে বসে দু'হাতে মুখ ঢাকল ক্যাথি মার্টিন। 'আমি প্রার্থনা করছি, ওদের যেন উচিত শাস্তি হয়।'

'ওরা বোধহয় শেষ খেলায় মেতেছে,' কিড বলল। 'চলো, বেনসনদের ওখানে যাই। মারিয়া আর বাচ্চা দুটো একা রয়েছে ওখানে। ওদের সাহায্যের দরকার হতে পারে।'

দ্রুত ঘোড়া ছোটাল ওরা, বেনসনদের উঠোনে এসে ঘোড়ার রাশ টানল, কোথাও কোন সাড়া শব্দ নেই।

boighar.com

'মারিয়া! ম্যাগি! মেরি!' চেঁচিয়ে ডাকল কিড, কোন জবাব এল না ঘরের দিক থেকে। বাগি এবং ঘোড়াটাকেও কোথাও দেখা যাচ্ছে না। হাঁফ ছেড়ে বাঁচল সে। হামলার আশঙ্কা দেখে বাগি নিয়ে বাচ্চা দু'টোসহ সরে পড়েছে মারিয়া। বোধহয় গ্যারেটদের ওখানে গেছে।

'কোথায় গেল ওরা?' রুদ্ধশ্বাসে জানতে চাইল ক্যাথি।

'বোধহয় সময়মত বাগি নিয়ে পালাতে পেরেছে। সম্ভবত গ্যারেটদের ওখানে।'

'চলো তাহলে। আমরাও ওদিকে যাই।'

দক্ষিণ পশ্চিমে ঘোড়া ছোটাল ওরা, নীরবে পথ চলছে। অবশেষে নীরবতা ভেঙে ক্যাথি বলল, 'তুমি বোধহয় ইতোমধ্যেই মিসেস বেনসনের সঙ্গে পরিচিত হয়েছ।' কিছুটা ভারি শোনাচ্ছে ওর কণ্ঠ।

'হ্যাঁ, আমার সাধ্যমত ওদেরকে সাহায্য করতেই তো এখানে এসেছি,' কাঁধ ঝাঁকাল কিড। 'কাল সন্ধ্যায়ও একবার ওর ঘরে আগুন দেয়া হয়েছিল। তারপর সারা রাত জানালার পাশে বসে বাড়িটা পাহারা দিয়েছি আমরা। ভেবেছিলাম, খুনী রাতের অন্ধকারে আবার আসবে, কিন্তু আসেনি।'

বাকি পথ আর কোন কথা বললো না ক্যাথি। মনে মনে হাসল কিড। গ্যারেটদের উঠোনে মারিয়ার বাগিটাকে দেখে স্বস্তির নিঃশ্বাস ছাড়ল ও। খুরের শব্দ শুনে প্যাপি গ্যারেট, ওর স্ত্রী অ্যাঞ্জেলা, মারিয়া এবং বাচ্চাগুলো পোর্চে বেরিয়ে এল। হোমস্টেডারের হাতে শোভা পাচ্ছে রাইফেল, চেহারায় জেগে আছে রাজ্যের অনিশ্চয়তা আর বেপরোয়া ভাব।

'তোমরা সবাই বোধহয় মিস মার্টিনের সঙ্গে আগে থেকেই পরিচিত, তাই না?' কিড বলল।

'হ্যাঁ, চিনি,' শীতল কণ্ঠে জবাব দিল মারিয়া।

আবার সামান্য হাসি ফুটল কিডের ঠোঁটে–এই শুরু হলো

বইঘর.কম

প্রতিযোগিতা। কাকে নিয়ে? এক ভবঘুরেকে নিয়ে। হাঃ-হাঃ-হা! মানুষ!

ক্যাথির দিকে তাকিয়ে হাসল হোমস্টেডার। বলল, 'নেমে এসো, ম্যাম। অ্যাঞ্জেলা উনুনে কফি চড়িয়েছে। তুমি আসছ না, ডেপুটি?'

'না,' ক্যাথির পাশে এসে ওকে হাত ধরে ঘোড়ার পিঠ থেকে নামতে সাহায্য করল কিড। দেখল, মারিয়া ভ্রুকুটি করে সোজা ওর দিকে তাকিয়ে আছে। 'আমি অ্যাডামসদের ওখানে যাই।'

'ওরা বোধহয় এবার জন ট্রেভার্সের ওখানে আগুন দিয়েছে!' উত্তর-পুবদিকে তাকিয়ে হঠাৎ চেঁচিয়ে উঠল প্যাপি গ্যারেট। সবাই ওদিকে তাকাল চকিতে।

'নাকি গ্রিফিনদের ওখানে?' অ্যাঞ্জেলা বলল।

'না,' ওর স্বামী বলল। 'অ্যাডামসদের বাড়ি অত দূরে নয়। তাছাড়া পল ও জেসের কড়া পাহারা ডিঙিয়ে ওখানে আগুন দেয়াও সহজ হবে না। অ্যাডামসরাও সর্তক থাকবে। ডেপুটি, তুমি কি এখানে থেকে আমাকে সাহায্য করবে? এখানে সবাই বাচ্চা ও মেয়ে–আমি একা কতটুকু সামলাতে পারব?'

'কথাটা ঠিক হলো না, প্যাপি,' প্রতিবাদ জানাল মারিয়া। 'অ্যাঞ্জেলা অস্ত্র চালনায় তোমার চেয়ে কম যায় না। তাছাড়া ডেপুটিকে আমারও দরকার হবে।'

এতক্ষণ নীরব ছিল ক্যাথি মার্টিন, এবার বলল, 'তোমরা কি শহর থেকে কোন সাহায্যের আশা করছ না?'

অবজ্ঞাভরে নাক সিটকাল হোমস্টেডার। বলল, 'ওখানে সবাই ভয়ে লেজ গুটিয়ে বসে আছে। ভাবছে, খুনী ওদের ওপরও চড়াও হতে পারে। তাছাড়া শহরটাতে কোন মার্শালও নেই।'

ভ্রুকুটি করে ক্যাথি বলল, 'আমার ধারণা, এখানকার এবং শহরের সবাই একাট্টা হলে খুনী সাহস হারিয়ে ফেলত। আমার বাবাকে খবর দিলে সে-ও হয়তো সাহায্য করতে পারত।'

boighar.com

'ওটা করার সময় অনেক আগেই শেষ হয়ে গেছে, মিস মার্টিন,' ম্লান হেসে বলল প্যাপি। 'এ-পর্যন্ত কেউ আমাদের সাহায্যে এগিয়ে আসেনি, আমরাও কারও কাছে হাত পাততে যাইনি। এখন হোমস্টেডগুলোয় একযোগে আগুন দেয়ায় বোঝা যাচ্ছে ওরা তাড়াতাড়ি খেলা শেষ করতে চাইছে।'

'মারিয়া!' হঠাৎ চেঁচিয়ে উঠল অ্যাঞ্জেলা। 'তোমার বাড়িতেও তো দেখি আগুন জ্বলছে!'

চকিতে ওদিকে তাকাল সবাই। ঘন-কালো ধোঁয়ার স্তম্ভ উঠে যাচ্ছে আকাশের দিকে, সন্দেহ নেই, ওটা বেনসনদেরই বাড়ি।

এখন সবাই বুঝে গেছে, খুনী কেবল একজন নয়, একাধিক। একজনের পক্ষে প্রায় একই সময়ে এতগুলো বাড়িতে আগুন লাগানো সম্ভব নয়।

কিছু একটা করার জোর তাগিদ অনুভব করছে কিড নিজের ভেতর। তাড়াতাড়ি গেলে হয়তো মারিয়ার কিছু সম্পদ বাঁচানো যাবে। তাছাড়া ওখানে খুনীকেও মওকামত পেয়ে যেতে পারে। অবশ্য এক্ষেত্রে বিপদের ঝুঁকিও কম নয়।

কথায় কথায় নেমে পড়েছিল কিড, আবার দোল খেয়ে স্যাডলে চাপল। ব্যস্ত কণ্ঠে বলল, 'আমি যাচ্ছি ওখানে, তোমরা সবাই সাবধানে থেকো।'

'আমি আসছি তোমার সঙ্গে,' নিষ্কম্প কণ্ঠ মারিয়ার। ক্যাথি মার্টিনের দিকে তাকাল সে। 'আমি তোমার ঘোড়াটা ধার নিচ্ছি, মিস মার্টিন। আমার গেল্ডিংটার গতি খুব ধীর।'

উনিশ

উঠোনে পৌঁছে কিড ও মারিয়া বুঝতে পারল, বাড়ির ভেতরে কোন কিছু রক্ষা করার আশা বাদ। কোরাল, ওয়্যাগন লীন-টু এবং বার্নের অবশিষ্টাংশ আগেই পুড়ে ছাই হয়ে গেছে। মূল ঘরটা স্টোন স্ট্রাকচার হওয়ায় ভেতরে সব কিছু পুড়ে গেলেও দেয়ালগুলো ঠিকই খাড়া থাকবে।

স্যাডল থেকে নেমে ফেন্স রেইলের সঙ্গে ঘোড়া বাঁধল দু'জন, তারপর রাইফেল বাগিয়ে উঠোনের মাঝখানে এসে দাঁড়াল। ঘন-কালো ধোঁয়া ঝুলে আছে সর্বত্রই, প্রচণ্ড উত্তাপে বাতাস হালকা হয়ে যাওয়ায় শ্বাস নিতে কষ্ট হচ্ছে।

'ঘরটা বোধহয় আবার খাড়া করা যাবে,' সান্ত্বনা দেয়ার সুরে বলল কিড, 'দেয়ালগুলো এখনও অক্ষত আছে।'

'কিন্তু আর সবকিছু শেষ হয়ে গেছে,' কান্না জড়িত কণ্ঠ মারিয়ার। 'খাবার-দাবার, পোশাক, ফার্নিচার সব...'

হঠাৎ কিডের বুকে ঝাঁপিয়ে পড়ল অসহায় মেয়েটা, হু-হু করে কাঁদতে শুরু করল। ওর কান্নার দমকে ফুলে উঠা পিঠে হাত রেখে কিড বলল, 'কেঁদো না, মারিয়া, মনটাকে আরও শক্ত করতে হবে তোমাকে।'

কিডের মনে শত মাইল বেগে চিন্তার ঝড় বয়ে যাচ্ছে। এসব খুন ও আগুন লাগানোর পেছনে কারা জড়িত? ওর মত এখানকার সবাই এখন জানে, খুনী নেহায়েত একজন ক্ষ্যাপা ম্যানিয়াক নয়, একটা সংঘবদ্ধ চক্র কাজ করছে এসবের পেছনে, হোম-

স্টেডারদের উচ্ছেদ করার ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হয়েছে। কিন্তু কারা ওরা, কেন হোমস্টেডগুলো ধ্বংসের খেলায় মেতে উঠেছে?

কিডের বুক থেকে মাথা তুলল মারিয়া, খানিক সরে দাঁড়িয়ে একটা ব্যাণ্ডানা দিয়ে চোখ মুছল। আগুন নিভতে শুরু করেছে, কিন্তু বাতাস এখনও উত্তপ্ত।

'এখানে নতুন করে সবকিছু শুরু করার আগে আপাতত অন্য কোথাও থাকতে হবে তোমাকে,' কিড বলল। 'বুলস্ আই'তে একটা কামরা বুক করে রাখব?'

'তার আর দরকার হবে না। বোধহয় গ্যারেটদের ওখানে আপাতত থাকার ব্যবস্থা করতে পারব। কিন্তু যে অবস্থা চলছে, হয়তো আমার মত দুয়েকদিনের মধ্যে কপাল পুড়বে ওদেরও। মনে হচ্ছে আমাদের সবাইকে নির্মূল না করে থামবে না শয়তানগুলো।'

আবার কান্নায় ভেঙে পড়ল মেয়েটা, দু'হাতে মুখ ঢাকল।

'আমি আশা করছি, বেপরোয়া হয়ে ওঠায় ওরা কিছু ভুল করে বসবে,' বলল কিড। 'এতে আমাদেরই সুবিধা হবে। হয়তো দুয়েকদিনে...'

হঠাৎ থেমে গেল কিড, মারিয়ার দু'কাঁধ ধরে ওকে কাছে টানল, যেন চুমু খাচ্ছে এভাবে ওর কানের কাছে ঠোঁট নিয়ে এল। বিস্মিত চেহারা হলো মেয়েটার, কিডের আচরণে কিছুটা বিব্রত।

'ওখানে ঝোপের আড়ালে লুকিয়ে কেউ একজন আমাদেরকে লক্ষ করছে,' চাপা স্বরে বলল কিড, 'সাবধান! ভুলেও ওদিকে তাকিয়ো না, আমরা যে টের পেয়েছি, সেটা লোকটাকে জানতে দেয়া যাবে না।'

আড়ষ্ট হয়ে গেল মেয়েটার শরীর, মুখে কোন কথা যোগাল না। ওর কাছ থেকে আবার আলাদা হলো কিড, স্বাভাবিক কণ্ঠে বলল, 'ভেবো না, হানি, আমি আবার সবকিছু গড়ে তুলতে সাধ্যমত সাহায্য করব তোমাকে। অন্যরাও পালাক্রমে তোমাকে

সাহায্য করতে পারবে। আজ বিকেলে গ্যারেটদের বাড়িতে যে মীটিং আছে সেখানে এ বিষয়ে আলোচনা করা যাবে।'

'ও-হ্যাঁ, মীটিঙের কথা প্রায় ভুলেই গিয়েছিলাম,' কিডের কৌশল বুঝতে পেরে বলল মারিয়া। 'গ্রিফিন আর অ্যাডামসরাও ওখানে আসছে, তাই না?'

'হ্যাঁ, চলো এবার ফেরা যাক।'

ট্রেইলে ফিরে এসে মারিয়া বলল, 'ইচ্ছে করলে সহজেই ওকে শেষ করে দিতে পারতে।'

'পারতাম, কিন্তু হঠাৎ কৌশলটা মাথায় আসায় সে চেষ্টা আর করলাম না।'

'তোমার কৌশলটায় কতটুকু কাজ দেবে বলে মনে করো?'

'আমার আশা, একশো ভাগ কাজ দেবে।'

'আমরা সবাই গ্যারেটদের বাড়িতে জমায়েত হয়েছি ভেবে ওখানে হামলা চালিয়ে সবাইকে এক সঙ্গে খুন করার চেষ্টা করবে ওরা?'

'হয়তো। তবে তার আগে গ্রিফিন ও অ্যাডামসদের বাড়ি অরক্ষিত ভেবে ওখানে আগুন দেয়ার চেষ্টা করতে পারে।'

'তোমার প্ল্যান খুলে বলো।'

'আমরা গ্রিফিনদের ওখানে ঝোপ-ঝাড়ের আড়ালে লুকিয়ে ওদের জন্য অপেক্ষা করব।'

'একটা ট্র্যাপ?'

মাথা দোলাল কিড। বলল, 'আমার বিশ্বাস, কৌশলটায় কাজ দেবে। গ্রিফিনদের ওখানে কেউ নেই ভেবে আগুন দিতে যাবে ওরা। সেই সুযোগে আড়ালে থেকে সব ক'টাকে গেঁথে ফেলতে পারব। অবশ্য লোকটা তার সঙ্গীদের কাছে খবরটা ঠিকমত পৌঁছাল কি-না, তার ওপর সবকিছু নির্ভর করে।'

গ্যারেটদের খামারে এসে গেল ওরা। ঘোড়ার গতি থামিয়ে কিড বলল, আমি এখানে থেমে আর সময় নষ্ট করতে চাই না,

boighar.com

অ্যাডামসদের সর্তক করে দিয়ে যত দ্রুত সম্ভব গ্যারেটদের ওখানে পৌঁছুতে চাই। ওখানে কিছু প্রস্তুতি নেয়ার ব্যাপারও রয়েছে। তুমি প্যাপিকে প্ল্যানটা বুঝিয়ে বোলো।'

'আমিও তোমার সঙ্গে গেলে ভাল হত, তোমাদের বাড়তি সাহায্যের দরকার হতে পারে।'

'বরং গ্যারেটদের বাড়তি সাহায্যের দরকার হবে। তাছাড়া তোমার বাচ্চা দু'টোও ওখানে রয়েছে। গ্রিফিনদের ওখানে আমরা তিনজন থাকব। আমাদের বাড়তি সুবিধে হলো, আগে থেকেই সর্তক থাকব আমরা। এখানে কোন ঝামেলা হলে পর-পর তিনবার ফাঁকা গুলি ছুঁড়বে, তাতেই বুঝতে পারব তোমাদের সাহায্যের দরকার।'

'ঠিক আছে।'

'ও হ্যাঁ, আরেকটা কথা–ক্যাথি মার্টিনকে বোলো, ওদের ওখানে ডিনারের নিমন্ত্রণ রক্ষা করা আজ হয়তো আর সম্ভব হবে না।'

'আমার বিশ্বাস, ও নিজে থেকেই সেটা বুঝতে পারবে,' কিছুটা রুক্ষ শোনাল মেয়েটার কণ্ঠ।

'ঠিক আছে, বুঝতে পারলে তো ভালই। তোমরা সবাই ভাল থেকো।'

'তুমিও সাবধানে থেকো।' অ্যাডামসদের খামারের উদ্দেশে ঘোড়া ছোটাল কিড। আশা করছে গ্যারেটদের ওখানে হামলা হলে প্যাপি ও মেয়েরা মিলে ঠেকাতে পারবে। অবশ্য সেটা নির্ভর করবে হামলাকারীদের সংখ্যার উপর।

অ্যাডামসদের খামারে বেশি সময় নষ্ট করল না কিড, হোমস্টেডারকে সর্বশেষ পরিস্থিতি এবং ওর পরিকল্পনা বুঝিয়ে বলল, সাহায্যের দরকার হলে পর-পর চারবার ফাঁকা গুলি করার পরামর্শ দিয়ে গ্রিফিনদের ফার্মের উদ্দেশে ঘোড়া ছোটাল।

বিশ

অ্যাডামসদের সীমানা পেরিয়ে গ্রিফিনদের এলাকায় ঢুকতেই হ্যামার কক করা উদ্যত শটগান হাতে কিডকে থামাল জেস গ্রিফিন। ডেপুটিকে চিনতে পারার পরই কেবল অস্ত্র নামাল যুবক। রুক্ষ কণ্ঠে জানতে চাইল, 'তুমি এখানে কি করছ, ডেপুটি?'

'আমি একটা প্ল্যান নিয়ে এসেছি তোমাদের কাছে,' জবাব দিল কিড।

নিরুৎসাহী ভঙ্গিতে কাঁধ ঝাঁকাল জেস। বলল, 'এ মুহূর্তে কোন প্ল্যান কাজে দেবে বলে মনে হয় না। বেনসনদের বাড়িতেও আগুন দেয়া হয়েছে, তাই না?'

'হ্যাঁ। এখন শুধুই বাকি রইল তোমাদের, গ্যারেট আর অ্যাডামসদের খামার। আমি তোমার বাবার সঙ্গে কথা বলতে চাই।'

'চলো।'

বুড়ো জর্জ গ্রিফিন বাড়ি থেকে সামান্য দূরে ঘন ঝোপের আড়ালে একটা কাটা গাছের গুঁড়ির ওপর বসে পাহারা দিচ্ছে। ওর কোলের ওপর আড়াআড়ি ভাবে রাখা একটা শার্প শুটার। কোমরের গানবেল্টে একটা পিস্তলও ঝোলানো। বোঝা যাচ্ছে যে-কোন পরিস্থিতি মোকাবেলার জন্য প্রস্তুত হয়েই আছে।

ওদের দেখে ভ্রুকুটি করল বুড়ো, জেসের দিকে তাকিয়ে প্রায় ধমকের সুরে বলল, 'তোমাকে ট্রেইলটা পাহারা দিতে বলেছিলাম, নাকি বলিনি?'

'আমি সেটাই করছিলাম, বাবা,' কৈফিয়ত দেয়ার ভঙ্গি জেসের কণ্ঠে। 'ডেপুটি জরুরী একটা প্ল্যান নিয়ে তোমার সঙ্গে আলাপ করতে চায়। তাই ওকে নিয়ে...'

'কোথাকার ডেপুটি?' খেঁকিয়ে উঠল বুড়ো হোমস্টেডার, ভুরু কুঁচকে সর্তক দৃষ্টিতে কিডের আপাদমস্তক পর্যবেক্ষণ করল কয়েক মুহূর্ত। তারপর মাথা দুলিয়ে বলল, এবার বোধহয় তোমাকে চিনতে পারছি। বুলস আইতে জেমস ওয়াকারকে তুমিই গুলি করে মেরেছিলে না? অথচ কি-না লোকটা আসল খুনী ছিল না। তা যদি হত, আমার ফ্রাঙ্ক এখনও বেঁচে থাকত।'

'তোমার ছেলের মৃত্যুর খবরে আমি সত্যিই মর্মাহত, মি. গ্রিফিন,' বলল কিড।

'ওরা বেনসনদের ওখানেও আগুন দিয়েছে পা,' জেস বলল। আমাদের, গ্যারেটদের আর অ্যাডামসদের বাড়ি ছাড়া আর সব শেষ।'

একটা বোল্ডারের উপর তামাকের খয়েরি পিক ফেলল বুড়ো। মাথা দুলিয়ে বলল, 'মনে হচ্ছে তাড়াতাড়ি কাজ শেষ করতে মরিয়া হয়ে উঠেছে খুনী। এবার তোমার প্ল্যানটা খুলে বলো দেখি ডেপুটি।'

কিড ওর পরিকল্পনা খুলে বলার পর নীরবে কিছুক্ষণ ভাবল বুড়ো। তারপর মাথা দুলিয়ে বলল, 'মনে হচ্ছে কাজ দেবে চালাকিটায়, কিন্তু ওরা প্রথমেই আমার এখানে আসবে এমনটা ভাবছ কেন?'

'তোমার ফার্মটা লেকের একেবারে শেষ প্রান্তে, তার ওপর এটা অরক্ষিত ভেবে প্রথমে এখানেই আগুন দিতে চাইবে ওরা,' কিছুটা অধৈর্য শোনাল কিডের কণ্ঠস্বর। দ্রুত এগিয়ে আসছে শো-ডাউনের সময়, প্রস্তুতির জন্যে যা করার তাড়াতাড়িই করতে হবে ওদেরকে।

'আমরা কোথায় লুকালে ভাল হয়, ডেপুটি?' অবশেষে উঠে

বইঘর.কম

দাঁড়িয়ে বলল বুড়ো।

'একজন বাড়ির ভেতরে থাকব,' কিড বলল। 'একজন বার্নে এবং বাকিজন মাঝামাঝি কোথাও।'

জেস বলল, 'সেক্ষেত্রে আমাদের ফীড শেডটাই মনে হচ্ছে উপযুক্ত জায়গা, পা।'

'ঠিক আছে, চলো তাহলে,' বলল বুড়ো জর্জ। 'যে বাস্টার্ডটা আমার ফ্রাঙ্ককে খুন করেছে তাকে উচিত শিক্ষা দিতে চাই আমি।'

কাঁধ ঝাঁকাল জেস, বলল, 'কিন্তু ওরা সংখ্যায় অনেক বেশি থাকবে মনে হয়, পা। ওদের মধ্যে থেকে ফ্রাঙ্কের খুনীকে চিনতে পারবে না আলাদাভাবে।'

'সেটা কোন সমস্যা হবে না,' জবাব দিল বুড়ো। 'যে ক'টাকে সামনে পাব সবাইকেই গুলি করে মারব। ওদের মধ্যে ফ্রাঙ্কের খুনীও থাকবে নিশ্চয়ই।'

বাড়ির পেছনে এসে ঘন ঝোপের মধ্যে ঘোড়া বাঁধল ওরা। কিড বলল, 'তোমাকে একটা কথা স্পষ্ট জানিয়ে দিতে চাই, মি.গ্রিফিন। আইনকে নিজের হাতে তুলে নিয়ো না। আমি চাই না ওদের কাউকে ঠাণ্ডা মাথায় গুলি করে মারা হোক।'

'আইন। কিসের আইন?' হুঙ্কার ছাড়ল বুড়ো। 'এখানে যখন খুনোখুনি শুরু হলো তখন কোথায় ছিল তোমার আইন? যারা সরকার চালায় তারা আমাদের মত ছোট মানুষদের সামান্যই কেয়ার করে। ওদের ধারণা এটা আমেরিকা নয়, মেক্সিকোরই একটা অংশ।'

'আবার তর্ক শুরু করলে, পা?' অধৈর্য কণ্ঠে বলল জেস। 'আমরা...'

'তুমি থামো!' ধমক লাগাল বুড়ো। 'বড়দের কথায় নাক গলিয়ো না। ভাল করে দাড়ি-গোঁফ গজানোর আগেই...'

'প্লীজ! তর্ক কোরো না এখন,' ওকে থামিয়ে দিয়ে কিড বলল। 'ওরা আসার আগেই আমাদেরকে পজিশন নিতে হবে।'

boighar.com

'আমি কিন্তু যেটা বলেছি সেটাই করে ছাড়ব,' গোঁ ধরল বুড়ো। 'ওই ড্যাম গভর্নমেন্ট আমাদের জন্য কখনও কিছু করেনি। শুধু...'

'ওরা আমাকে এখানে পাঠিয়েছে, মি. গ্রিফিন,' অধৈর্য কণ্ঠে বলল কিড।

'হ্যাঁ, পাঠিয়েছে–তবে আধ ডজন মানুষ খুন হয়ে যাবার পর। প্রথম টম বেনসন যেদিন খুন হয় তার পর-পরই টোয়াইন ফর্কে শেরিফের কাছে সাহায্যের জন্য খবর পাঠিয়েছিলাম, কিন্তু কোন সাড়া পাইনি।'

'ওখান থেকে দু'জন ডেপুটি পাঠানো হয়েছিল, পা,' স্মরণ করিয়ে দিল জেস।

'হ্যাঁ, পাঠানো হয়েছিল,' আরও রেগে উঠল বুড়ো। 'কিন্তু গায়ের ঘাম শুকোবার আগেই পিঠটান দিয়েছিল ওরা।'

'কথাটা ঠিক নয়, মি. গ্রিফিন,' প্রতিবাদ জানিয়ে কিড বলল। ওদের একজন ঘোড়ার পিঠ থেকে পড়ে গিয়ে গুরুতর আহত হয়, বাকিজন নিরুদ্দেশ হয়ে যায়–সম্ভবত ওকেও খুন করা হয়েছে।'

আচমকা ঘুরে দাঁড়াল বুড়ো। বলল, 'আমি বার্নে যাচ্ছি। তোমরা যে যার সুবিধামত জায়গায় অবস্থান নাও।'

'মনে রেখো, মি. গ্রিফিন,' আবার স্মরণ করিয়ে দিল কিড। 'আইনকে নিজের হাতে তুলে নিলে পরে তোমার সঙ্গে আমার বোঝাপড়া হবে।'

কোন জবাব না দিয়ে হন-হন করে সামনে এগুলো বুড়ো গ্রিফিন।

'কিছু মনে কোরো না, ডেপুটি,' বিব্রত কণ্ঠে বলল জেস। 'ফ্রাঙ্ককে হারিয়ে বাবা বেসামাল হয়ে পড়েছে। তাই...'

'জানি। আমিও খুনীদের বিচার চাই, জেস, কিন্তু যেহেতু আমি আইনের প্রতিনিধিত্ব করছি, সবকিছু আইনসম্মতভাবে হোক সেটাই চাইব।'

বইঘর.কম

জেসকে ফীড শেডে পাঠিয়ে দিয়ে মূল ঘরের দিকে এগোল কিড়, ঘরে ঢুকে সামনের দিকে একটা জানালার পাশে অবস্থান নিল। উত্তেজনায় টান-টান হয়ে আছে শরীর, যে-কোনও মুহূর্তে গুলির শব্দ শোনার অপেক্ষায় রয়েছে। কিন্তু অনেকক্ষণ অপেক্ষা করার পরও কেউ এল না দেখে হতাশ হলো সে। তবে কি খুনীরা ওর চালাকি ধরে ফেলেছে?

বুড়ো লোকটা সবচেয়ে সুবিধাজনক অবস্থানে রয়েছে। স্পষ্টতই, আইনের সঙ্গে সহযোগিতা করার কোন ইচ্ছে ওর নেই। সেজন্য অবশ্য ওকে দোষও দেয়া যায় না। দীর্ঘকাল ধরে রাজনীতিকরা এলাকাটাকে উপেক্ষা করে চলেছে। কেবলমাত্র ভোট চাইতে আসা ছাড়া আর কখনও ওদের পদধূলি পড়ে না এখানে।

হঠাৎ পর-পর তিনটে গুলির শব্দ হলো, চকিতে উঠে দাঁড়াল কিড। গ্যারেটদের ওখান থেকে সঙ্কেত দেয়া হচ্ছে। আক্রান্ত হয়েছে ওরা। আরও গুলির শব্দ শোনা যাচ্ছে–ঠিক ইন্ডিপেন্ডেন্স ডে-র ফায়ার ক্রেকার ফোটার মত। কালক্ষেপণ না করে দৌড়ে উঠোনে নেমে এল কিড। বুঝতে পারছে, ওর প্ল্যান মাঠে মারা গেছে।

'ওরা প্রথমে গ্যারেটদের ওখানে হামলা চালিয়েছে,' ঘোড়ার দিকে ছুটতে ছুটতে চেঁচিয়ে বলল কিড। 'ওদের এখন সাহায্যের দরকার। আমাদের দ্রুত ওখানে যেতে হবে।'

জনির বাঁধন খুলে দ্রুত স্যাডলে চাপল কিড। জেস বেরিয়ে এসেছে ফীড শেড থেকে। বার্নের জানালায় বুড়ো গ্রিফিনের বিশাল কাঠামো দেখা যাচ্ছে। কিডের উদ্দেশে হাত নাড়ল সে। বলল, 'অ্যাডিওস, ডেপুটি।'

'কেন, তোমরা যাচ্ছ না?' জানতে চাইল কিড।

'ওটা একটা ট্রিকও হতে পারে,' জবাবে বুড়ো বলল। 'সে-ব্যাপারে নিশ্চিত না হওয়া পর্যন্ত আমরা কোথাও যাচ্ছি না।'

boighar.com

কিড জানে তর্ক করে কোনও লাভ হবে না। ওদিকে গুলির শব্দ ক্রমশ বাড়ছে। ওখানে প্যাপি ছাড়া আর আছে মোটে তিনজন মহিলা। বাচ্চাদেরকে হিসেব থেকে বাদ দেয়া যায়।

ও বুঝতে পারছে, দ্রুত ওখানে না পৌঁছাতে পারলে ওদের কাউকেই বাঁচানো যাবে না। জনির পেটে জোরে স্পার দাবাল সে।

একুশ

কিডের ধারণা ভুল বলে প্রমাণিত হয়েছে। রেইডাররা প্রথমেই গ্যারেটদের ওখানে হামলা চালিয়েছে। একটাই যুক্তি থাকতে পারে এর পেছনে। রেইডাররা সংখ্যায় অনেক বেশি এবং ওখানে জমায়েত সব হোমস্টেডারকে একসঙ্গে গেঁথে ফেলাই সুবিধেজনক মনে করেছে।

সঙ্কীর্ণ ট্রেইল ধরে দ্রুত ছুটছে কিডের গেল্ডিঙ। ও হঠাৎ খেয়াল করল গুলির শব্দ থেমে গেছে। বিষয়টা ভাবিয়ে তুলল ওকে। তবে কি গ্যারেটরা এত তাড়াতাড়িই রণে ভঙ্গ দিয়েছে? নাকি আউট-লরা ওদেরকে সহজেই নিকেশ করে দিয়েছে?

কিন্তু ও জানে, মারিয়া বেনসন অস্ত্র চালনায় যে কোনও পুরুষের চেয়ে কম না, অ্যাঞ্জেলা গ্যারেট এবং ক্যাথি মার্টিনও তাই হবে বলে ওর ধারণা। ফ্রন্টিয়ারে বেড়ে ওঠা যে-কোন মহিলাকেই বাধ্য হয়ে অস্ত্র চালনা শিখতে হয়। তবুও দুর্বৃত্তরা ওদের চেয়ে সংখ্যায় অনেক বেশি হলে ওদের বেশিক্ষণ টিকে থাকার সম্ভাবনা নেই বললেই চলে।

বইঘর.কম

অ্যাডামসদের ফার্মে থেমে সময় নষ্ট করল না সে। জানে, অ্যাডামসরাও গ্রিফিনদের মত সবার আগে নিজের সম্পত্তি রক্ষা করার কথা ভাববে। ফ্রন্টিয়ারে লোকজন বাধ্য হয়েই পরস্পরের আপদ-বিপদে সহায়তা করে। কিন্তু এক্ষেত্রে পরিস্থিতি ভিন্ন। এখানে লোকজন প্রথমেই যে-যার নিজের সম্পত্তি রক্ষা করার কথা ভাববে—তারপর সম্ভব হলেই কেবল অন্যের সাহায্যে এগিয়ে আসবে।

মনিবের মনের কথা বুঝতে পেরেই যেন ঘেসো জমির উপর দিয়ে বুলেটের গতিতে ছুটছে কিডের ঘোড়া। দুয়েকটা গুলির শব্দ আবার শোনা যাচ্ছে। বোঝা যাচ্ছে গ্যারেটেরা এখনও হাল ছেড়ে দেয়নি।

ছুটতে ছুটতেই গলায় বাঁধা ব্যাণ্ডানা দিয়ে কপালের ঘাম মুছল কিড, কোমরের বেল্টে বাঁধা পিস্তলটা পরীক্ষা করে দেখল। অ্যামুনিশনের কথা ভাবছে না ও, শার্ট ও প্যান্টের পকেটে প্রচুর রয়েছে।

গ্যারেটদের ফার্মের কাছে এসে ট্রেইল ছেড়ে সাঁৎ করে ঝোপ-ঝাড়ের ভেতর ঢুকে পড়ল কিড, তারপর চড়াই বেয়ে বাড়ির তিনদিক বেষ্টন করে থাকা পাহাড়ের চূড়ায় উঠে বিপরীত দিকে উঁকি দিল।

বাড়ির সামনের দিক থেকে থেমে থেমে গুলি ছুঁড়ছে রেইডাররা। ভেতরের দরজা-জানালা দিয়ে পাল্টা গুলিও আসছে। দৃশ্যত এখন পর্যন্ত কেউ আহত কিংবা নিহত হয়নি। বোঝা যাচ্ছে, নিরাপদ দূরত্ব বজায় রেখেই গুলি ছুঁড়ছে দুর্বৃত্তরা, হয়তো রাত ঘনিয়ে এলে আরও কাছে এসে ঘরে আগুন দেয়ার তালে আছে।

বার্নেও আশ্রয় নিয়েছে ক'জন আউট-ল, ওটার আধখোলা ডবল ডোর এবং লাগোয়া ঘোড়ার সাজ রাখার ঘর থেকেও গুলি ছোঁড়া হচ্ছে। তবে বেশিরভাগ গুলি ছুঁড়ছে সামনের রাইডাররা।

boighar.com

ঘোড়ার পিঠে মোট দশজন দুর্বৃত্তকে গুনল কিড, জানে না আরও ক'জন বার্নে কিংবা ট্যাকরূমে আশ্রয় নিয়েছে।

ও নিশ্চিত প্যাপি ও মেয়েরা দুর্বৃত্তদের আর বেশিক্ষণ ঠেকিয়ে রাখতে পারবে না। একসময় হয়তো ওদের অ্যামুনিশন ফুরিয়ে যাবে। তাই তাড়াহুড়ো না করে সময়ক্ষেপণ করছে আউট-লরা, আঁধার নামলে ঘরে আগুন দিয়ে ভেতরের সবাইকে বেরিয়ে আসতে বাধ্য করবে, কিংবা চারদিক থেকে একসঙ্গে ঝাঁপিয়ে পড়বে বাড়ির ওপর।

কিছু একটা করার জোর তাগিদ অনুভব করছে কিড। বাড়ির ভেতর থেকে গুলি আসা আরও কমে গেছে। প্যাপি বোধহয় মেয়েদেরকে যতটুকু সম্ভব অ্যামুনিশন বাঁচাবার নির্দেশ দিয়েছে। সেক্ষেত্রে আরও কিছু বেশি সময় টিকে থাকা ছাড়া আর কোনও লাভ হবে না। অবশ্য ওরা আশা করবে, কিড সাহায্য নিয়ে যথাসময়েই হাজির হবে।

কোমরের হোলস্টারে পিস্তলটা আবার পরীক্ষা করে দেখল কিড, তারপর রাইফেলটার বোল্ট সামান্য টেনে চেম্বারের লোড পরীক্ষা করে পাহাড় চূড়ার ঘন ঝোপ-ঝাড়ের মধ্য দিয়ে চক্রাকারে বামে এগিয়ে চলল। যে কোনও ভাবে বার্নে পৌঁছতে হবে তাকে।

ও বার্নের উপর পাহাড়ের চূড়ায় পৌঁছতেই হঠাৎ ওটার ডাবল ডোর খুলে গেল। ছ'জন দুর্বৃত্ত ভেতর থেকে বেরিয়ে এসেছে, অবিরাম গুলি ছুঁড়তে ছুঁড়তে ছুটছে বাড়ির দিকে। রাইফেল কাঁধে তুলে সবচেয়ে কাছের দুর্বৃত্তের ওপর নিশানা ঠিক করে ট্রিগার টিপল কিড।

ঘোড়ার পিঠে ঝাঁকুনি খেল লোকটা, তারপর ধপাস করে মাটিতে পড়ল। বাড়ির ভেতর থেকে আসা গুলিতে আরও দু'টো স্যাডল খালি হলো। অবস্থা বেগতিক দেখে বাকিরা গানস্মোক ও ঘোড়ার খুরের ঘায়ে উড়ন্ত ধুলোর মেঘের মধ্যে দিয়ে দূরে সরে গেল।

বইঘর.কম

একটা গাছের গুঁড়ির সঙ্গে জনিকে বেঁধে তর-তর করে নিচের দিকে নামতে শুরু করল কিড। মনে হচ্ছে ওর উপস্থিতি এখনও কেউ টের পায়নি।

একটা বিষয় ভাবিয়ে তুলল ওকে। ট্যাকরূমের ভেতর থেকে যারা থেমে থেমে গুলি করছে তারা কোনও ঝুঁকি নিতে চাইছে না। তার মানে তারাই আসল নাটের গুরু, অ্যাসপেন ক্রীকের সব খুন খারাবির জন্য তারাই দায়ী–ঘোড়ার পিঠে বসা রাইডাররা ভাড়াটে গানহ্যান্ড ছাড়া আর কিছুই নয়।

রেইডাররা এখন বার্নের দিক ছাড়া বাড়ির অন্য পাশগুলোয় ছড়িয়ে পড়ছে, বাড়ির দরজা-জানালা লক্ষ্য করে গুলিও চালাচ্ছে সমানে। বোঝা যাচ্ছে তিনজন সঙ্গী হারিয়ে এখন রক্তের নেশায় মেতে উঠেছে ওরা–ভেতরে অবস্থান নেয়া হোমস্টেডারদের দ্রুত নিকেশ করতে চাইছে।

কিড জানে হাতে সময় মোটেই নেই। যে ভাবেই হোক ট্যাকরূমে ঢুকে ভেতরের ওদেরকে নিরস্ত্র করতে হবে প্রথমে। তারপর ওদেরকে দিয়ে কথা বলিয়ে বাদবাকি রেইডারদের থামাতে হবে। এখন দরকার বুদ্ধির ব্যবহার, শক্তিতে ওদের সঙ্গে পেরে ওঠা অসম্ভব।

হামা দিয়ে ট্যাকরূমের খোলা পেছনের জানালার কাছে চলে এল সে, ধীরে ধীরে মাথা তুলে ভেতরে উঁকি দিল। সামনের জানালার কাছে দাঁড়িয়ে তিনজন লোক, বাইরের দিকে তাকিয়ে আছে। দম বন্ধ করে ভেতরে লাফ দিল কিড।

চকিতে পিছু ফিরল লোক তিনজন। ওদের একজনের হাতে দ্রুত পিস্তল চলে এল, কিন্তু কিডের গুলিতে ওর কপালে আরেকটা চোখ গজাল।

হকচকিয়ে গেল বাকি দু'জন, রণেভঙ্গ দিয়ে একটা খোলা সাইড-ডোর দিয়ে সাঁৎ করে বেরিয়ে গেল, কিডও ছুটল পিছু পিছু, আবার ট্রিগার টিপল। মরণ চিৎকার দিয়ে মাটিতে মুখ থুবড়ে

boighar.com

পড়ল একজন, বাকিজন দিগ্বিদিক জ্ঞানশূন্য হয়ে ব্যাকলনের দিকে ছুটছে, বাড়ির ভেতর থেকে আসা একঝাঁক গুলি থামিয়ে দিল ওকেও। কাটা গাছের গুঁড়ির মত ঘাসের ওপর মুখ থুবড়ে পড়ল দুর্বৃত্ত।

তখুনি লোকটাকে চিনতে পেরে বিস্ময়ে হাঁ হয়ে গেল কিডের মুখ। ডিক ফ্রান্সিস। ডেপুটি ইউ এস মার্শাল। লোকটা যে এসবের মধ্যে থাকতে পারে সেটা বিশ্বাসই হতে চাইছে না ওর। দ্রুত ট্যাকরূমে ফিরে এল সে। বাকিদের পরিচয় জানতে চায়।

ট্যাকরূমের ফ্লোরে বেকায়দা ভঙ্গিতে পড়ে থাকা লোকটা ল্যান্ড এজেন্ট বব ফোর্ড, নিজের রক্তে ভাসছে। টোয়াইন ফর্কে ডেপুটি ইউ এস মার্শালের সঙ্গে দেখেছিল ও লোকটাকে। তবে কি বার্নের দেয়ালের কাছে পড়ে থাকা লোকটা বিল জনসন?

লোকটা জনসন হলে অবাক হবার কিছু থাকবে না। ভীষণ স্বার্থপর মানুষ সে; নিজের লাভের জন্য যে-কোনও কিছু করতে পারে। খুঁজলে হয়তো দেখা যাবে, নিজের কর্মকাণ্ডকে কাভারেজ দেয়ার জন্যে কিডকে এখানে পাঠিয়ে আবার ওর পেছনেই লোক লাগিয়েছে।

কিন্তু বিল জনসন এসবের সঙ্গে জড়িত সেটা কিডের কেন যেন বিশ্বাস হতে চাইছে না। সন্দেহ নেই লোকটা স্বার্থপর, কিন্তু যুদ্ধের সময় ওকে কখনোই কর্তব্য-কর্মে অবহেলা করতে দেখেনি কিড।

ট্যাকরূম ছেড়ে দুরু দুরু বুকে বার্নের দিকে এগোল কিড, লাশটার কাছে পৌঁছে জুতোর ডগা দিয়ে ওটাকে চিৎ করে শোয়াল।

লোকটার চেহারা দেখেই বিস্ময়ে হাঁ হয়ে গেল কিডের মুখ। বিলি সামার্স! সেলুনম্যান! অথচ লোকটাকে একবারের জন্যও সন্দেহ করেনি সে!

বইঘর.কম

বাইশ

বাইরে তুমুল গোলাগুলি চলছে। বোঝা যাচ্ছে আউট-লরা মরিয়া হয়ে উঠেছে। বাড়ির ভেতর থেকেও সমানে গুলি ছোঁড়া হচ্ছে। কিড খেয়াল করল, বাড়ির পেছনের পাহাড়ের চূড়া এবং সামনের ঝোপ-ঝাড়ের আড়াল থেকে কারা যেন আউট-লদের লক্ষ্য করে গুলি ছুঁড়ছে। তবে কি অ্যাডামস ও গ্রিফিনরা নিজেদের আউটফিট নিরাপদ বুঝতে পেরে গ্যারেটদের সাহায্যে এগিয়ে এসেছে? ট্যাকরূমের জানালা দিয়ে বাইরে উঁকি দিল কিড। উঠোনে দিশেহারা হয়ে ছুটোছুটি করছে দুর্বৃত্তরা, ত্রিমুখী আক্রমণে বেসামাল হয়ে পড়েছে। অর্ধেক স্যাডল খালি হয়ে গেছে ইতোমধ্যেই।

হঠাৎ বাড়ির সামনের ঝোপ-ঝাড়ের আড়াল থেকে একটা কণ্ঠ ভেসে এল, 'তোমরা সবাই অস্ত্র ফেলে দিয়ে মাথার ওপর হাত তুলে দাঁড়িয়ে পড়ো। কোন চালাকি করতে গেলে স্রেফ মারা পড়বে। বুঝতেই পারছ, তোমাদের আর কোনও আশা নেই।' জেস গ্রিফিনের কণ্ঠ, চিনতে পারল কিড।

উপায়ান্তর না দেখে তৎক্ষণাৎ নির্দেশ পালন করল দুর্বৃত্তরা, আতঙ্কিত ঘোড়াগুলোর রাশ টেনে ধরে অস্ত্রগুলো মাটিতে ফেলে দিয়ে মাথার উপর দু'হাত তুলল।

'আমাকে ছেড়ে দাও, জেস!' ঝোপের ভেতর থেকে বুড়ো জর্জ গ্রিফিনের হুঙ্কার শোনা গেল। ধস্তাধস্তি করতে করতে খোলা জায়গায় বেরিয়ে এল বাপ-বেটা দু'জন। বুড়োর হাতে ধরা

রাইফেলটা কেড়ে নিতে চাইছে জেস।

'পাগলামি কোরো না, বাবা,' চেঁচিয়ে বলল জেস। 'আইনকে নিজের গতিতে চলতে দাও।'

অবশেষে বুড়োর হাত থেকে রাইফেলটা কেড়ে নিতে সমর্থ হলো জেস। রাইফেল হাতে উঠোনে নেমে এল কিডও। বাড়ির ভেতর থেকে বেরিয়ে আসছে প্যাপি গ্যারেট, মেয়েরা ও বাচ্চারা। ওরা এখনও হাতে অস্ত্র ধরে রেখেছে। জিম অ্যাডামস ও তার স্ত্রী অস্ত্র হাতে বাড়ির পেছনের পাহাড়টা থেকে নেমে এল।

সামনের ট্রেইলে হঠাৎ ঘোড়ার খুরের সম্মিলিত শব্দ শুনে টান-টান হয়ে গেল সবার শরীর। বেঁচে যাওয়া আউট-লদের মাঝেও একটা চঞ্চল ভাব লক্ষ করা যাচ্ছে। চারজন রাইডার উঠোনের প্রান্তে এসে রাশ টেনে ঘোড়া থামাল। মার্টিনদের কাউহ্যান্ড ওরা, গুলির শব্দ শুনে ছুটে এসেছে সাহায্য করতে।

'মি. গ্যারেট,' অবসাদমাখা কণ্ঠে কিড বলল। 'লাশগুলো দু'টো ওয়্যাগনে তোলো। যারা জীবিত আছে তাদেরকে পিছমোড়া করে বেঁধে বিচারের জন্য ক্রোফোর্ডসভিল নিয়ে যাও। আমি যাবার পথে টোয়াইন ফর্কে থেমে শেরিফ বিল জনসনকে রিপোর্ট করে যাব।'

'তুমি চলে যাচ্ছ,' কিড?' প্রায় একসঙ্গে চেঁচিয়ে উঠল মারিয়া ও ক্যাথি।

নিরানন্দ ভঙ্গিতে মাথা দোলাল কিড, তারপর আবার প্যাপির দিকে তাকাল। 'ট্যাকরুমে আর বার্নের দেয়ালের পাশে আরও দু'টো লাশ পড়ে আছে। আর ব্যাকলনে...'

'ডেপুটি ইউ এস মার্শালের কথা বলছ?' বলল হোমস্টেডার। 'ওকে মরার আগে ঘরের ভেতর নিয়ে যেতে পেরেছিলাম আমরা। একেবারে শেষ মুহূর্তে বেশ কিছু মূল্যবান তথ্য দিয়ে গেছে সে আমাদেরকে।'

'যেমন?' ভুরু কুঁচকে হোমস্টেডারের দিকে তাকাল কিড।

বইঘর.কম

একজন হার্ডকেস ছিল ডিক ফ্রান্সিস, ওর মুখ থেকে কথা বের করা সহজ কাজ নয়।

'আমি আর মেয়েরা ওকে চেপে ধরার পর প্রথমে জাহান্নামে যেতে বলল আমাদেরকে। আমরা ভয় দেখালাম, সব খুলে না বললে ওর লাশ কয়োটের খাবার হিসেবে জঙ্গলে রেখে আসব। আর খুলে বললে ভালভাবে কবর দেয়ার ব্যবস্থা করব। অবশেষে মৃত্যুর মাত্র এক মিনিট আগে মুখ খুলল সে।'

প্যাপি গ্যারেটের বর্ণনা থেকে জানা গেল বব ফোর্ড, ডিক ফ্রান্সিস আর বিলি সামার্স রেলরোড কোম্পানীর উচ্চপদস্থ কর্মকর্তাদের যোগসাজসে একটা মহাপরিকল্পনা এঁটেছিল। মূল পরিকল্পনা অনুযায়ী পশ্চিমে অগ্রসরমান রেলট্র্যাক বিশ মাইল দূর দিয়ে যাবার কথা ছিল। কিন্তু প্ল্যান বদলে সেটা অ্যাসপেন ক্রীকের পাশ দিয়ে যাবার ব্যবস্থা করা হয়েছে। এতে করে পশ্চিমে টেক্সাস থেকে আসা ক্যাটল ড্রাইভগুলো শিপমেন্টের জন্য বেশ ক'মাইল দূরে সরে আসতে বাধ্য হবে। গরু ও মানুষের জন্য পানির দরকার হবে, আর সে চাহিদা মেটাবে অ্যাসপেন ক্রীকের পানি।

'প্রত্যেকটা গরুর জন্য এক ডাইম করে টোল বসানোর পরিকল্পনা করেছিল ওরা,' প্যাপি গ্যারেট বলল। 'এতে করে প্রতি মৌসুমে প্রচুর টাকা কামাতে পারবে বলে আশা করেছিল ওরা।'

'বুঝলাম,' হ্যাট খুলে ঘামে ভেজা মাথার চুলে আঙুল চালাল কিড। 'বব ফোর্ড নাহয় এদেশটা চিনত এবং রেলরোড কোম্পানীর সঙ্গে ওর ভাল জানাশোনা ছিল। কিন্তু ইউ এস মার্শাল...'

'তার দায়িত্ব ছিল হার্ডকেসদের রিক্রুট করে এখানে নারকীয় পরিবেশ সৃষ্টি করা–যাতে করে হোমস্টেডাররা বাড়ি-ঘর ছেড়ে পালিয়ে বাঁচে। আমার ধারণা, ফার্মগুলো কিনে নেয়ার মত যথেষ্ট নগদ টাকা ওদের হাতে ছিল না–তাই খুন আর আগুন লাগানোর

boighar.com

পথ বেছে নিয়েছিল।'

'হুম!' চিন্তিত ভাবে মাথা দোলাল কিড। 'জেমস ওয়াকারের মত হার্ডকেসদের রিক্রুট করেছিল মার্শাল। লোকটা বরাবরই ওদের হয়ে কাজ করেছে।'

'হ্যাঁ। মার্শাল স্বীকার করেছে টম বেনসন ও অন্যান্যদের জেমসই খুন করেছে–কেবলমাত্র ফ্রাঙ্ক গ্রিফিন ছাড়া। ফ্রাঙ্ককে মার্শাল নিজ হাতে গুলি করে মেরেছে।'

'আমার মনে হয় ডিক ফ্রান্সিসই জেমস ওয়াকারকে আমার এখানে আসার খবর আগে ভাগে জানিয়ে দিয়েছিল। তাই সে আমি পৌঁছার সঙ্গে সঙ্গেই আমার উপর চড়াও হয়েছিল। কিন্তু বিলি সামার্সের এসবের সঙ্গে জড়িত হবার কারণ ঠিক বুঝে উঠতে পারছি না।'

'আমিও না,' বলল প্যাপি। 'মার্শাল ওর ব্যাপারে কিছু বলে যাবার সময় পায়নি। আমার ধারণা, সেলুনটার আয়-রোজগার ওর পেট ভরানোর জন্য যথেষ্ট ছিল না। সেলুনটা চালু করার পর থেকে কখনোই ওর ব্যবসা ভাল যায়নি।'

'অথচ ও আমাকে বলেছিল, এখানে খুনোখুনি শুরু হবার আগে ওর ব্যবসা রমরমা ছিল।'

'ও মিথ্যে বলেছে। আসলে এখানে দু'টো সেলুন চলার মত যথেষ্ট লোকজন নেই। তাছাড়া গিবসের সেলুনটা পুরোনো, বিলি ওর বাঁধা-খদ্দেরদের ভাগিয়ে আনতে ব্যর্থ হয়েছে। ও বোধহয় আশা করেছিল, রেলট্র্যাক এদিক দিয়ে আসলে জায়গাটা জমজমাট হয়ে উঠবে। তাই বোধহয় সেলুনটা আগে থেকেই বড় করে তৈরি করেছিল। তবে যাই বলো লোকটা মহা ধড়িবাজ, এখানকার সবাইকেই ধোঁকা দিয়েছে।'

'আমাকেও,' বলল কিড। 'আমার ধারণা, জনি ওয়াকার সময়ে-সময়ে বিলি সামার্সকে রিপোর্ট করত, ওর কাছ থেকেই সরাসরি নির্দেশ পেত।'

বইঘর.কম

'এবং নিজের কর্মকাণ্ডকে কাভারেজ দেয়ার জন্যই পল মার্টিনের খামারে কাজ নিয়েছিল।'

'মার্টিনের ধারণাও তাই। কিন্তু ওসব এখন অতীতের ব্যাপার। এখানকার লোকজন এখন আবার আগের মত নির্ভয়ে ফার্মিং করতে পারবে, যারা প্রাণভয়ে পালিয়েছে তাদেরকে খবর দিয়ে আনানো যেতে পারে।' অথচ কি-না প্রথমে তোমাকে ভুল বুঝেছিলাম আমি, ডেপুটি,' অনুতাপ মাখা কণ্ঠে বলল বুড়ো জর্জ গ্রিফিন। 'তুমি দীর্ঘজীবী হও, বাছা।'

'ধন্যবাদ, মি. গ্রিফিন,' বলল কিড। 'জেসের বিয়েতে আমাকে দাওয়াত দিতে ভুলো না যেন।'

'রিও কিড!' হঠাৎ চেঁচিয়ে উঠল ঘোড়ার পিঠে বসা এক কাউহ্যান্ড। 'তুমি রিও কিড না? নিশ্চয়ই তাই। সিলভার স্প্রিংসে কোলম্যান ভাইদের সঙ্গে অ্যাকশনে যেতে তোমাকে আমি নিজের চোখে দেখেছি। আমি কি মিথ্যে বলছি, মিস্টার?'

ম্লান হেসে কাউবয়ের দিকে তাকাল কিড। বলল, 'তুমি ঠিকই বলেছ, ফেলার। আউট-ল ছিল কোলম্যানরা।'

'সেদিন মুখোমুখি ড্র-তে ওদের তিনজনকে এক সঙ্গে ফেলে দিয়েছিলে তুমি!'

'ঘটনাটার কথা আমিও শুনেছি,' বলল জিম অ্যাডামস। 'হয়তো পুরো পশ্চিমের প্রায় সবাই এতদিনে জেনে গেছে।'

'দ্য গ্রেট রিও কিড...' মৃদু কণ্ঠে বলল মারিয়া। 'অথচ তুমি আমাদেরকে এতদিন আসল পরিচয় জানাওনি।'

ম্লান হেসে মেয়েটার দিকে তাকাল কিড। বলল, 'আসলে আমি ওই নামে পরিচিত হতে চাই না, মারিয়া। খ্যাতির বিড়ম্বনা অতীতে অনেক ভুগিয়েছে আমাকে,' জিম অ্যাডামসের দিকে তাকাল সে। 'জিম, বার্নের উপর দিকের পাহাড়ের চূড়া থেকে আমার ঘোড়াটা নিয়ে আসবে, প্লিজ?'

'নিশ্চয়ই,' বলে বার্নের দিকে চলল হোমস্টেডার।

boighar.com

'জানি কোন সাধারণ মেয়ের আঁচলে বাঁধা পড়ার মত পুরুষ তুমি নও, কিড,' বিষণ্নতার সুর মারিয়া বেনসনের কণ্ঠে। 'কামনা করি তুমি সুখী হও...'

দু'ফোঁটা অশ্রু গড়িয়ে পড়ল মেয়েটার দু'গাল বেয়ে।

'আমিও সেটাই কামনা করি, মারিয়া। তুমি সুন্দরী ও গুণবতী, একজন উপযুক্ত সঙ্গী বেছে নিয়ে নতুন করে সবকিছু শুরু করা মোটেই কঠিন হবে না তোমার পক্ষে।'

ক্যাথি মার্টিনের দিকে তাকাল কিড। কাঁদছে এই মেয়েটাও। আসলে উপস্থিত অনেকের চোখই অশ্রুসজল হয়ে উঠেছে।

'ক্যাথি,' বলল কিড। 'তোমার সাপারের নিমন্ত্রণ রক্ষা করতে পারলাম না বলে দুঃখিত। খবর পেলে তোমার বিয়েতে নিশ্চয়ই আসব।'

জিম অ্যাডামস জনিকে নিয়ে এলে সেদিকে হেঁটে গিয়ে স্টিব্যাপে পা গলিয়ে স্যাডলে চাপল কিড, তারপর সবাইকে হাত নেড়ে বিদায় জানিয়ে স্পার ছোঁয়াল জনির পেটে।

***

প্রতিঘাত
দ্বিতীয় পর্ব

এক

ঢিলেঢালা ভঙ্গিতে মাসটাঙ ঘোড়াটার পিঠে স্যাডলে বসে একাকী রাইডার। ঘোড়ার পথ চলার ঝাঁকুনিতে অল্প অল্প দুলছে ওর শরীরটা, যেন নিজের ইচ্ছেয় নয়, সহজাত প্রবৃত্তির বশেই পথ চলেছে। কড়া ফ্রন্টিয়ার হুইস্কি কনকনে উত্তরা বাতাসেও ওর শরীরটা গরম রেখেছে। প্রায় নিঃশব্দে নিজের পছন্দের একটা জনপ্রিয় ফ্রন্টিয়ার গান গাইতে গাইতে এগোচ্ছে একাকী রাইডার।

পাশের একটা অ্যাসপেন ঝোপের আড়ালে লুকোনো পুরোনো হকেন বাফেলো গান থেকে বেরিয়ে এল গুলিটা। বিকট শব্দটা শুনতেই পায়নি রাইডার, বুঝতেই পারেনি কখন তপ্ত সীসা ওর হৃৎপিণ্ড ভেদ করে শরীরের পেছন দিক দিয়ে বেরিয়ে গেছে।

গুলির ধাক্কায় কিছুটা শূন্যে উঠে গেল রাইডার, সামনে কুয়াশা ঢাকা পাথুরে জমিতে আছড়ে পড়ল ভারি শরীরটা, মাটিতে পড়ার আগেই প্রাণপাখি খাঁচা ছেড়ে গেছে।

পরদিন সকালে ওর বন্ধুরা খুঁজে পেল লাশটা। ততক্ষণে ঠাণ্ডায় জমে শক্ত হয়ে গেছে ওটা। বুকের ক্ষতটা থেকে চুঁইয়ে পড়া রক্ত উলেন জ্যাকেটের সামনের দিকটায় জমাট বেঁধে রয়েছে। ওর ফ্রন্টিয়ার কোল্টটা এখনও কোমরের কাছে হোলস্টারেই রয়েছে।

'খুন!' মাটিতে থুথু ছিটাল বেন রিডি। 'ঠাণ্ডা মাথায় খুন এটা। কোন সুযোগই দেয়া হয়নি ওকে। বেজন্মাগুলোকে সময়মত সাফ করে দিতে না পারলে আমাদের সব ক'টাকেই এভাবে অ্যামবুশ করে মারবে।'

boighar.com

'ওই সাফ করার ব্যাপারটা মি. পিটারের জন্য তুলে রাখো বরং,' বলল স্লিম টেইলর। 'কি করতে হবে না হবে সেটা ওই ঠিক করবে। এখন লাশটা কম্বলে জড়িয়ে নাও। একটা সম্মানজনক ফিউনেরাল ওর প্রাপ্য।

'কবর খোঁড়ার পক্ষে খুবই খারাপ আবহাওয়া এটা!' চরম বিতৃষ্ণা ফুটে উঠল বেনের কণ্ঠে। 'অবশ্য ওই কাজটা যে কোন আবহাওয়াতেই কঠিন কাজ।'

লী অভ লঙ বাট মেসার নিচে একটা ছোট্ট টিলার ঢালে এক কামরাবিশিষ্ট একটা সডি হাউজ। ফ্লোরে দু'পা ছড়িয়ে বসে রাইফেল পরিষ্কার করতে থাকা লোকটার দিকে কঠোর দৃষ্টিতে তাকাল ওর স্ত্রী।

'আবার মানুষ মেরেছ তুমি, জুড?' ক্ষোভ ঝরছে মেয়েটার কণ্ঠে। 'এ জঘন্য কাজটার কি কোন শেষ নেই?'

'না!' উন্মত্ত শুয়োরের মত ঘোঁত-ঘোঁত করে উঠল লোকটা। 'যতক্ষণ ওই বদমাশটা স্যাডলে মাথা উঁচু করে পথ চলবে।'

আট বাই চোদ্দ ফুট আয়তন ঘরটার। জানালাবিহীন। প্রেয়ারি সডের উপর মাটির প্রলেপ দিয়ে চারপাশের দেয়ালগুলো তৈরি। গাছের খুঁটির সঙ্গে পশুর চামড়া ঝুলিয়ে বানানো দরজার ফোকর দিয়ে হু-হু করে হিমশীতল বাতাস ঢুকছে ঘরে। ঘরের মাঝখানে ফায়ারপ্লেসে শুকনো কাঠ দিয়ে আগুন জ্বালানো হয়েছে। এককোণে একটা সিঙ্গেল বিছানা পাতা, পাশের দেয়ালে একটা স্যাডল ঝুলিয়ে রাখা হয়েছে।

'এখনও মাথা উঁচিয়ে চলছে হারামিটা।' বিষাক্ত র‍্যাটলারের দৃষ্টি ফুটে উঠল সডিম্যানের দু'চোখে। 'আমাদের মত লোকদের খুরের তলায় পিষে মারতে চাইছে। ওর উঁচু মাথা ভেঙে গুঁড়িয়ে দিতে হবে, মেরি। সে যে করেই হোক।'

'তুমি একটা বোকা, জুড বেল,' তার স্ত্রী বলল, 'তুমি বোকা

বইঘর.কম

হয়েই জন্মেছ, দিন দিন আরও বোকা হয়ে চলেছ। মানুষ মেরে তোমাদের সমস্যার কোন কিনারা হবে না। প্রচুর লোকজন রয়েছে পিটার কিংয়ের র‍্যাঞ্চে, সবাই ভাল বন্দুক চালাতে জানে। আমার ধারণা, তোমরাই মারা পড়তে চলেছ শেষ পর্যন্ত।'

চট্ করে মুখ তুলে মেয়েটার দিকে চোরা দৃষ্টি হানল লোকটা। 'আমি পেছনে কোন ট্র্যাক রেখে আসিনি, মেরি।'

'ট্র্যাক ওদের মনের মধ্যে গাঁথা রয়েছে, জুড,' বলল মেয়েটা। 'ওরা জানে, তুমি আর তোমার বন্ধুরাই ক্রাউন র‍্যাঞ্চ রাইডারদের অ্যামবুশ করছ। কে কাজটা করেছে সেটা বড় কথা নয়। ওরা তোমাদেরকে নিকেশ করার জন্য একদিন ছুটে আসবেই, মনে রেখো কথাটা।'

কিংস ক্রাউন র‍্যাঞ্চ।

বিশাল অফিস-কাম-পারলারে বসে সডি হাউজের সেই মেয়েটার মনের কথাই যেন পড়ছিল বুড়ো র‍্যাঞ্চার পিটার কিং। 'আমরা জানি কারা খুনটা করেছে,' ফোরম্যান স্লিম টেইলরের দিকে তাকিয়ে বলল র‍্যাঞ্চার, 'কোনও সন্দেহ নেই, ওই ড্যাম সডিম্যানদের যে-কেউ, নিজেদেরকে যারা র‍্যাঞ্চার বলে দাবি করে। একমাত্র তারাই করতে পারে কাজটা। আমাদের উন্নতি সহ্য হচ্ছে না ইতরগুলোর, হিংসার আগুনে জ্বলে-পুড়ে মরছে শালারা।'

'নোংরা হারামির বাচ্চা সব,' অকৃত্রিম ঘৃণা ফুটে উঠল স্লিম টেইলরের কণ্ঠে। 'আমরা এখন কি করতে পারি, পিট? আমাদের ছেলেরা সবাই নার্ভাস হয়ে পড়েছে। ওরা যখন ঘোড়া নিয়ে বেরোয়, প্রত্যেকটা ঝোপের আড়ালে বন্দুকের নল দেখতে পায়।'

'সেটা আমি জানি, স্লিম,' মাথা দোলাল র‍্যাঞ্চার। 'এরই মধ্যে কিছু ব্যবস্থাও নিয়েছি। জর্জিয়াকে বাড়ি নিয়ে আসার জন্য পলকে সান আন্টোনিওতে পাঠিয়েছি। আসার সময় গানহ্যান্ড ভাড়া করে

boighar.com

নিয়ে আসবে ও, যে কয়জনকে পাওয়া যায়। ওখানে আমার ব্যাংকারকে চিঠি লিখে দিয়েছি, সে প্রয়োজনীয় টাকা সরবরাহ করবে পলকে। র‍্যাটলারেরা বাসা বেঁধেছে এ উপত্যকায়। আমি সেটা গুঁড়িয়ে দিতে চাই, স্লিম।' কঠোর হয়ে উঠল পিটার কিংয়ের চোয়াল।

'আমাদের ছেলেরা খুশিই হবে খবরটা শুনলে,' উল্লসিত কণ্ঠ স্লিম টেইলরের। 'রেগুলার গানহ্যান্ডদের বিপক্ষে একদিনও টিকতে পারবে না ওই হারামখোরের বাচ্চাগুলো। আমরা...'

'অত খুশি হয়ো না, স্লিম,' হাত তুলে ফোরম্যানকে থামতে বলল র‍্যাঞ্চার। 'সৎভাবে গরু পালছি আমি এখানে। নেহায়েত দরকার না পড়লে খুনোখুনিতে যেতে চাই না। মানুষ খুনে আনন্দের কিছু নেই, স্লিম; আত্মগ্লানিতে ছেয়ে যায় অন্তর।'

পশ্চিম টেক্সাসের হাই প্লেইনসে শীতকালটা বেশ আগেভাগেই এসে গেছে এ বছর। অবিরাম অস্বস্তিকর শীতল বাতাস বইছে যেন আর্কটিকের শীতলতা নেমে এসেছে আবহাওয়ায়। উত্তরের দুর্গম পর্বতমালা থেকে শীতল বাতাস নেব্রাসকা মরু ক্যানসাসের বিস্তীর্ণ উপত্যকা আর ইন্ডিয়ান সেটলমেন্টগুলো পেরিয়ে আরও উত্তরে আঘাত হেনেছে। এমনকি সুদূর দক্ষিণে সান আন্টোনিওতেও বইছে প্রবল শৈত্যপ্রবাহ।

সান আন্টোনিও শহর। এখানে ফলস ফ্রন্টেড ফ্রন্টিয়ার দালানগুলোর দরজা-জানালা কাঁপিয়ে দিচ্ছে উন্মত্ত ঝড়ো হাওয়া। বাইরে রাস্তায় শৈত্যপ্রবাহের প্রবল দাপট চলছে। লোকজন ঘরের দরজায় খিল এঁটে বসে আছে, নেহায়েত দরকার না পড়লে ঘরের বার হচ্ছে না।

টেক্সাস রেঞ্জারদের সান আন্টোনিও অফিসের দালানটা বেশ পুরোনো। মেক্সিকান আমলে তৈরি ওটা। শক্ত অ্যাডোক ইটের গাঁথুনি দিয়ে বানানো হয়েছে দালানটা। ওখানেই অবস্থিত টেক্সাস

বইঘর.কম

রেঞ্জারদের কম্যান্ডিং অফিসার ক্যাপ্টেন ম্যাকনেলীর অফিস ঘরটা।

কামরাটার মাঝখানে ফায়ারপ্লেসে মেসকিট আর ওক কাঠের আগুন জ্বালানো হয়েছে। বাইরের রাস্তার তুলনায় বেশ গরম কামরাটা। আরামদায়ক। সুনসান পরিবেশ এখানে, পাশের সেলুনটার কোলাহল পৌঁছুচ্ছে না এখানে।

অমসৃণ বোর্ড টেবিলটার দু'পাশে দু'টো চেয়ারে বসেছে ওরা। ক্যাপ্টেন ম্যাকনেলী ও দীর্ঘদেহী এক লোক। ভারি উলেন কোট পরে আছে দু'জনই, চওড়া কার্নিসের টেক্সান হ্যাট চাপিয়েছে মাথায়। মোমবাতির স্বল্প আলোয় টেবিলের উপর মেলে ধরা ম্যাপটার উপর ঝুঁকে রয়েছে ক্যাপ্টেন, ম্যাপের উপর পেন্সিল দিয়ে সূক্ষ্ম ট্র্যাক আঁকছে।

'বুনো দেশ এটা, কিড,' দীর্ঘ নীরবতা ভেঙে বলল ক্যাপ্টেন। 'তোমাকে একাই যেতে হবে ওখানে। ঝামেলা শুরু হবার আগ পর্যন্ত হয়তো কোন সাহায্যই করতে পারব না আমরা তোমাকে।'

'দেশটা নিজের হাতের তালুর মতই চেনা আমার, ক্যাপ্টেন,' নির্লিপ্ত শোনাল দীর্ঘদেহীর কণ্ঠ। 'আমার জন্য দুশ্চিন্তা কোরো না। কেবল বলে দাও কোন পক্ষ নিতে হবে আমাকে।'

দীর্ঘ দেহের অধিকারী কিড গ্যারিসন ওরফে রিও কিড, একহারা গড়ন, শরীরের কোথাও এক আউন্স বাড়তি মেদ নেই। একজন চালচুলোহীন ভবঘুরে সে, গোটা দুনিয়া চষে বেড়ানোই যেন ওর একমাত্র কাজ। মাঝে-মধ্যে সুযোগ পেলেই আইনের পক্ষে কাজ করে সে। কখনও শেরিফ, কখনও বা মার্শাল হিসেবে। ওর রেঞ্জার কানেকশন অনেকেরই জানা। ক্যাপ্টেন ম্যাকনেলী ওর ঘনিষ্ঠ বন্ধু, প্রয়োজন পড়লেই ওকে খুঁজে নেয় ক্যাপ্টেন। এ মুহূর্তে ক্যাপ্টেনের ব্যাখ্যা শোনার জন্য শান্তভাবে অপেক্ষা করছে সে।

'ব্যাপারটা অত্যন্ত সোজা, কিড,' ম্যাপ থেকে মাথা তুলল

boighar.com

ক্যাপ্টেন। 'যদিও প্রথমে কিছুটা অযৌক্তিকই শোনাবে। এবার আইনের উভয় পক্ষেই লড়তে হবে তোমার। উভয় পক্ষে কিংবা কোন পক্ষেই নয়। যারাই অন্য কাউকে খুন করার পাঁয়তারা করবে, তাদেরকে ঠেকাবে তুমি।'

'তোমার কথাই ঠিক, ম্যাক,' আকর্ণ হাসি ফুটে উঠল কিডের মুখে। 'অযৌক্তিকই শোনাচ্ছে বটে কথাগুলো। মাথামুণ্ডু কিছুই বুঝতে পারছি না আমি।'

তখুনি জবাব দিল না ক্যাপ্টেন, টেবিলের উপর রাখা বোতলটার দিকে হাত বাড়াল। দু'গ্লাস হুইস্কি ঢেলে একগ্লাস টেবিলের অপর প্রান্তে বন্ধুর দিকে বাড়িয়ে দিল। গ্লাসটা তুলে এক চুমুক হুইস্কি পান করল কিড, চেয়ারে হেলান দিয়ে আরাম করে বসে অপেক্ষা করতে লাগল।

'তুমি হয়তো পিটার কিংয়ের নাম শুনেছ,' হুইস্কির গ্লাসে চুমুক দিয়ে শুরু করল ক্যাপ্টেন।

'হাই প্লেইনসের সবচেয়ে বড় র‍্যাঞ্চটার মালিক সে। প্রচুর পানি ও সবুজ ঘাস রয়েছে ওখানে। ইচ্ছে করলে অনায়াসেই বিশ হাজার গরু পালা যায়।'

'দ্য কিংস ক্রাউন র‍্যাঞ্চ,' মাথা দুলিয়ে সায় জানাল কিড। 'প্রত্যেক টেক্সানই শুনেছে সেটার নাম। ব্রিটিশ টাকায় কিনেছে পিটার র‍্যাঞ্চটা।'

'ঠিক,' মাথা উপর-নিচ করল ক্যাপ্টেন। 'পুবের লোক ছিল সে, অক্সফোর্ডে লেখাপড়া করেছে। ওখানে ডিউক ও আর্লদের সঙ্গে খাতির হয়েছিল। ও যখন পশ্চিমে সেটলড হবার সিদ্ধান্ত নিল, ধনী বন্ধুদেরকে র‍্যাঞ্চে বিনিয়োগের আহ্বান জানাল। নিজের আর বন্ধুদের টাকায় গড়ে তুলল বিশাল র‍্যাঞ্চটা, যেটা এখন টেক্সাস তথা গোটা আমেরিকার গৌরব।

'র‍্যাঞ্চিং শুরু করার অল্প ক'বছরের মধ্যে আশাতীত ভাল করল পিটার, প্রতি বসন্তে ক্রিসহোম ট্রেইলে প্রচুর গরু চালান

বইঘর.কম

দিতে সক্ষম হলো। দিন দিন সমৃদ্ধ হয়ে উঠল দ্য কিংস ক্রাউন র‍্যাঞ্চ। আফটার অল, লেখাপড়া জানা লোক পিটার, কস্ট অ্যাকাউন্টিং ও মার্কেটিং বিষয়ে দক্ষ। ওটাই তার উন্নতির মূল বলে সবার ধারণা। মাথা না খাটালে স্বর্ণখনি পেলেও কিছু করতে পারবে না তুমি।'

'বুঝলাম,' কথার মাঝখানে বাধা দিয়ে বলল কিড, 'কিন্তু ওখানে আমার মত একজন ভবঘুরে কি কাজে লাগতে পারে?'

'সে কথায় পরে আসছি,' জবাবে বলল ক্যাপ্টেন।

'তুমি হয়তো শুধু পিটার কিংসের নও, পুরো টেক্সাসেরই উপকারে লাগতে পারো। আমরা এখানে যে লঙহর্ন গরুগুলো ব্রীড করছি সেগুলো সম্পর্কে ভালই জানা তোমার। এই গরুগুলোকে মোটাতাজা করতে প্রাণান্ত পরিশ্রম করতে হয় ক্যাটলম্যানদের। পিটার কিং ইউরোপ থেকে এমন কিছু ভাল জাতের গরু নিয়ে এসেছে যেগুলোর একেকটার শরীরে আমাদের অন্তত চারটে গরুর সমান মাংস ধরে। নতুন প্রজেক্ট নিয়ে ইতোমধ্যেই বেশ খানিকটা এগিয়েছে সে।'

'আমি অবশ্য আগেও লোকজনকে ওই গরুগুলো নিয়ে বলাবলি করতে শুনেছি,' বলল কিড।

'ব্যাপারটা এখন আর বলাবলির মধ্যে সীমাবদ্ধ নয়, কিড,' বলল ক্যাপ্টেন, 'ইংল্যান্ড ও স্পেন থেকে স্টাডবুল নিয়ে এসেছে পিটার, পরীক্ষামূলক ব্রীডিং ও ক্রস ব্রীডিং করছে তার র‍্যাঞ্চে। উন্নত জাতের অন্তত পাঁচশো গরু চরছে এখন দ্য কিংস ক্রাউন র‍্যাঞ্চে, যেটা আগে আর কখনও প্রত্যক্ষ করেনি টেক্সাস। সাধারণ লঙহর্ন গরুর তুলনায় মার্কেটে চারগুণ বেশি দামে বিকোবে একেকটা ক্রাউন স্পেশাল ব্র্যান্ডের গরু। আমাদের অন্যান্য র‍্যাঞ্চাররাও পিটার কিংকে অনুসরণ করতে পারে, র‍্যাঞ্চিংয়ের ইতিহাসে এক নতুন দিগন্ত উন্মোচিত হতে পারে এতে।' থামল ক্যাপ্টেন।

boighar.com

'চালিয়ে যাও, ম্যাক,' তাগাদা দিল কিড। ইতোমধ্যেই ব্যাপারটায় আগ্রহী হয়ে উঠেছে সে।

কথার জের ধরল ক্যাপ্টেন। 'সবকিছু ঠিকঠাক মত চললে পিটার কিং যে প্রজেক্ট নিয়ে এগোচ্ছে টেক্সাস ক্যাটল কান্ট্রির সব র‍্যাঞ্চারই ফলো করবে সেটা। সাথে সাথে পিটারের মতই বাড়তি আয়ে ভরে উঠবে প্রত্যেক টেক্সানের পকেট। তবে সবকিছু নির্ভর করবে ইউরোপ থেকে পিটারের আমদানী করা ষাঁড়গুলোর টিকে থাকার উপর।'

'কিন্তু আমি এখনও বুঝে উঠতে পারছি না,' কিছুটা অসহিষ্ণু শোনাল কিডের কণ্ঠ। 'ওই ষাঁড়গুলোর টিকে থাকার ব্যাপারে আমার কি করার থাকতে পারে?'

কোন মন্তব্য না করে ম্যাপটার দিকে দৃষ্টি ফেরাল ক্যাপ্টেন, তর্জনী দিয়ে একটা বিশেষ স্থান নির্দেশ করল। 'এখানেই অবস্থান কিংস ক্রাউন র‍্যাঞ্চের, কয়েকশো বর্গমাইলের মধ্যে সবচেয়ে বড় আউটফিট ওটা। চতুর্দিক ঘিরে রয়েছে খুদে র‍্যাঞ্চার, নেস্টর, রাসলার আর বাফেলো হান্টাররা। ওদের বেশিরভাগই ছোট লোক, মনটাও নীচ। পিটার কিং নতুন কিছু শুরু করে বেশ ভাল করছে দেখে ঈর্ষান্বিত হয়ে উঠেছে ওরা, সব সময়ই গোল পাকানোর তালে থাকে।'

'নতুন কোন ব্যাপার নয় ওটা,' মন্তব্য করল কিড, 'সব বড় আউটফিটকেই এসব ঝামেলা পোহাতে হয়। নিজেদেরকে রক্ষা করার জন্য প্রয়োজনীয় লোকবল থাকা উচিত ওদের।'

'লোকবল যথেষ্ট আছে ওদের। অন্তত পিটারের ধারণা তাই। তাছাড়া ওর ছোটভাই পল কিং এ মুহূর্তে সান আন্টোনিওতে রয়েছে। গানহ্যান্ড রিক্রুট করছে। ওরা ফাইট দেবে, প্রচুর লোক মারা পড়বে এতে। অচিরেই একটা রক্তক্ষয়ী রেঞ্জ ওয়ার শুরু হতে যাচ্ছে, তাই তুমি সেখানে যাচ্ছ, কিড।'

'কিন্তু আমি কাদের হয়ে লড়তে যাচ্ছি, ক্যাপ্টেন?'

বইঘর.কম

'তোমার জবাব ইতোমধ্যেই পেয়ে গেছ তুমি, কিড।' উভয়পক্ষেই লড়তে যাচ্ছ তুমি, যে-কোনও মূল্যে ওয়ারটা ঠেকাতে যাচ্ছ। আমি প্রায় নিশ্চিত, সব ঝামেলার মূলে একটা মাথাই কাজ করছে। কেউ একজন মনেপ্রাণে চাইছে, ধ্বংস হয়ে যাবে পিটার কিংয়ের আউটফিট, ভেস্তে যাক তার সব পরিকল্পনা। আমরা জানি না লোকটা কে, কিন্তু জানি, নিজে আড়ালে থেকে কলকাঠি সে-ই নাড়ছে। খুদে র‍্যাঞ্চার, স্কোয়াটার ও রাসলারদের উস্কে দিচ্ছে পিটার কিংয়ের স্পেশাল ব্র্যান্ডের গরুগুলো ধ্বংস করে দেয়ার জন্য। রেঞ্জ ওয়ারটা ঠেকানো না গেলে পিটার কিং ওই ছোটলোকগুলোকে মেরে সাফ করে দেবে। কিন্তু তার আগেই ওর গরুগুলো ধ্বংস করে দেবে ওরা। সেজন্যেই তোমাকে ওখানে যাওয়ার জন্যে অনুরোধ করছি আমি, কিড। তুমি জানো, ঝামেলা শুরু হবার আগে রেঞ্জারদের ওখানে নাক গলানোর কোন সুযোগ নেই। কিন্তু ঝামেলা শুরু হয়ে গেলে ওখানে পৌঁছুতে দেরি হয়ে যাবে আমাদের। তার আগেই ঘটে যাবে চরম সর্বনাশ। আমি তোমার উপর নির্ভর করছি, কিড।'

দাঁত বের করে হাসল কিড, বলল, 'তুমি এমন একটা কাজে পাঠাচ্ছ আমাকে, ম্যাক, যেটা করতে কাস্টারের সেভেনথ্ ক্যাভালরি কিংবা পুরো কোমাঞ্চি নেশনও হিমশিম খেয়ে যেত।'

'আমি তোমার উপর নির্ভর করছি, কিড।' আবার বলল ক্যাপ্টেন ম্যাকনেলী।

সেই একই রাত।

সান আন্টোনিওতে টেক্সাস রেঞ্জারদের অফিস-বিল্ডিংটার আধ মাইল দূরে শহরের বিলাসবহুল এক হোটেল। হোটেলের সবচেয়ে দামী স্যুইটে পিটার কিংয়ের ছোটভাই পল কিং উষ্ণ ফায়ারপ্লেসের পাশে ইজি চেয়ারে হেলান দিয়ে বসে। একজন সম্মানিত ব্যক্তি পল; রাজ্য আইনসভার সদস্য। তার ডান হাতে

boighar.com

ধরা দামী স্কচ হুইস্কির গ্লাস, বামহাতে ব্ল্যাক হাভানা চুরুট ভর্তি একটা সিলভার কেস। একটা আনকোরা চেক আইরিশ লিনেন শার্ট পরে আছে পল, দু'পায়ে শোভা পাচ্ছে দামী, চকচকে বুট। পিটার কিংয়ের মতই সোনালী চুল, ধূসর নীল চোখ তার, শরীরের গড়নও প্রায় এক। দূর থেকে কিংবা লোকজনের ভিড়ের মধ্যে দেখলে দু'জনকে আলাদা করে চেনাই মুশকিল। কিন্তু খুব কাছ থেকে দেখলে দু'জনের পার্থক্যটা চোখে পড়ে। পলের তুলনায় অনেক শক্তিশালী পিটার। শারীরিক, মানসিক উভয় দিক দিয়েই। ব্যক্তিত্বসম্পন্ন লোক পিটার, সৎ ও পরিশ্রমী। অন্যদিকে পল অলস প্রকৃতির, ছোটকাল থেকেই আরাম আয়েশে বেহিসেবী জীবন কাটাতে অভ্যস্ত।

পলের সামনে মুখোমুখি বসে তার মেয়ে জর্জিয়া কিং। দীর্ঘাঙ্গী মেয়ে জর্জিয়া। পরিষ্কার নীল চোখ ওর, মাথাভর্তি কোমর সমান লম্বা চুলের রঙ ঈষৎ বাদামী। 'আমি জানি, বাবা,' শান্ত শোনাচ্ছে মেয়েটার কণ্ঠ। 'তোমার এখানে আসার একমাত্র কারণ আমার সঙ্গে দেখা করা নয়।'

'তাহলে?' ভুরু কুঁচকে মেয়ের দিকে তাকাল পল।

'আমাকে বোকা ভেবো না, বাবা। মাত্র দু'বছর নিউ অরলিনসে কাটিয়েছি বলে আবার ভেবে বোসো না আগের জীবনের সব ভুলে গেছি আমি। এখনও আকাশের দিকে তাকিয়ে স্পষ্ট বলে দিতে পারি, কবে নাগাদ বৃষ্টি নামবে–কিংবা কখন উত্তরা বাতাস বইবে।'

'তোমার কথার মাথামুণ্ডু কিছুই বুঝে উঠতে পারছি না আমি, জর্জিয়া।'

'তুমি ঠিকই বুঝেছ, বাবা। পুরো হপ্তা জুড়ে তুমি যে র‍্যাঞ্চ-হ্যান্ডগুলোকে ভাড়া করেছ তাদের কথাই বলছি আমি।'

'তাতে কি? তুমি জানো, আমাদের নতুন গরুগুলোর জন্য বাড়তি যত্নের দরকার হবে। আগামী বসন্তে সেরা গরুর পালটিই

বইঘর.কম

ট্রেইলে নামাচ্ছি আমরা। তোমার বিগ আঙ্কেল নিশ্চয়ই তোমাকে চিঠিতে সব জানিয়েছে।'

'হ্যাঁ, জানিয়েছে,' আবেগজড়িত শোনাল মেয়েটার কণ্ঠ। 'ক্রাউন স্পেশাল ব্র্যান্ডের গুরুগুলোর কথা, সেগুলো অল্পদিনেই পুরো টেক্সাসকে একটা সমৃদ্ধশালী রাজ্যে পরিণত করবে। গরুগুলো দেখার জন্য অধীর হয়ে আছি আমি।'

'তাহলে...?'

'তুমি ভাল করেই জানো, বাবা, ও বিষয়ে কথা বলছি না আমি। তুমি যে লোকগুলো ভাড়া করেছ ওরা কাউহ্যান্ড কিংবা ট্রেইল ড্রোভার কোনটাই নয়। আমাকে বোকা বানাবার চেষ্টা কোরো না, বাবা।'

'তোমার ধারণা ঠিক নয়, জর্জিয়া।'

'আমার ধারণা ঠিক, বাবা। আমি এই পশ্চিমেই জন্মেছি, এখানেই বেড়ে উঠেছি। তুমি যে লোকগুলো ভাড়া করেছ ওদের একজন পিকোস রেড। ওই লোকটার পরিচয় কারও অজানা নেই। ও একজন বন্দুকবাজ, ভাড়াটে খুনী। তুমি নিশ্চয়ই বলবে না, বাবা, আমাদের র‍্যাঞ্চে খুনীর দরকার পড়েছে?'

হাল ছেড়ে দিল পল কিং, কাঁধ ঝাঁকিয়ে বলল, 'আমরা ওখানে প্রচুর ঝামেলার আশঙ্কা করছি, মা।'

'ঝামেলা? কাদের সাথে? কোমাঞ্চিরা এখনও তাদের উপর শেষ আঘাতের ধকল সামলে উঠতে পারেনি। আমাদের র‍্যাঞ্চে বেশ ক'জন ভাল রাইডার রয়েছে, যারা অনায়াসেই রাসলারদের সামাল দিতে পারে। তাহলে কাদের সঙ্গে আমাদের ঝামেলা হবে, বাবা?'

'ওই সডিম্যানরা,' আরামকেদারায় অস্বস্তিভরে পাশ বদল করল পল কিং। 'ওরা ওখানে প্রচুর সমস্যা সৃষ্টি করছে। খুনোখুনির ব্যাপারটাও ওরাই শুরু করেছে।'

'ওই খুদে র‍্যাঞ্চারদের কথা বলছ, বাবা? ওরা তো বরাবরই

boighar.com

মাংসের টান পড়লে আমাদের দুয়েকটা গরু মেরে খয়েছে, টুঁ শব্দটি করিনি আমরা। ওই ইঁদুরগুলো মারার জন্য তেরোজন টপগান ভাড়া করতে হবে কেন তোমাকে, বাবা?'

গ্লাসের বাকি হুইস্কিটুকু গলায় ঢালল পল। 'তুমি ওসব বুঝবে না, মা,' ফায়ারপ্লেসের আগুনের দিকে তাকিয়ে কয়েক মুহূর্ত কি যেন ভাবল পল। 'তুমি মেয়ে, পুরুষরা কেমন হতে পারে সেটা বুঝবে না। তুমি বুঝবে না ঘৃণা ও ঈর্ষার আগুন মানুষকে কতটা শক্তিশালী ও আবেগতাড়িত করে তুলতে পারে।'

তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে বাবার দিকে তাকাল জর্জিয়া। পল কিংয়ের কণ্ঠে এমন একটা সুর ধ্বনিত হয়েছে যেটা শুনে মেয়েটার শিরদাঁড়া বেয়ে ভীতির শীতল স্রোত উঠে এল। স্পষ্ট অনুভব করতে পারছে ও, ভয়ানক ঝামেলা শুরু হতে যাচ্ছে ওখানে, যেটা পুরো কিং স্টোন ভ্যালিতে রক্তের নহর বইয়ে দেবে।

ভোরের আলো ফোটার সঙ্গে সঙ্গেই ট্রেইলে নামল পল কিংস পার্টি, সান আন্টোনিওর উত্তর পশ্চিম দিকে ক্রাউন র‍্যাঞ্চের দিকে যাত্রা শুরু করল। একটা পুরো আর্মি কম্পানী ক্যারাভান নিয়ে এগোচ্ছে যেন ওরা। র‍্যাঞ্চের শীতকালীন সাপ্লাই ও গিয়ার ভর্তি খচ্চরে টানা চারটে বৃহৎ কনেস্টোগা ওয়্যাগন চলেছে ওদের সাথে। মিউল স্পিনার, দু'জন রেগুলার ক্রাউন র‍্যাঞ্চ রাইডার ছাড়াও সান আন্টোনিওতে ভাড়া করা তেরোজন গানহ্যান্ডও রয়েছে ওদের দলে।

প্রায় নীরবে পথ চলেছে ওরা, গায়ে চাপানো ভারি উলেন কোটের নিচেও প্রচণ্ড ঠাণ্ডায় কাঁপছে। চওড়া কার্নিশের হ্যাটগুলো প্রায় চোখের উপর নামানো।

পিকোস রেড নামের লোকটা পল কিং ও তার মেয়ের পাশাপাশি চলেছে। বয়সে এখনও তরুণ সে, কিন্তু রুক্ষদর্শন। পদে পদে বিপদ আর মৃত্যুর আশঙ্কা নিয়ে টিকে থাকতে হয়

বইঘর.কম

ওকে। তার প্রায় ভাবলেশহীন চোখজোড়া সর্বদাই অস্থির, তাড়া খাওয়া পশুর মত অবিরত এদিক-সেদিক তাকাচ্ছে। সদা হাস্যোজ্জ্বল সুন্দরী মেয়েটার দিকে সতৃষ্ণ দৃষ্টিতে বার-বার তাকাচ্ছে সে। একটা শর্ট ওভারকোট পরে আছে রেড, কোমরের দিকটায় এমনভাবে কাটা হয়েছে যাতে করে কোমরের দু'পাশে ঝোলানো রিভলভার দু'টো সহজেই লোকজনের নজর কাড়ে।

ধীর গতিতে এগোচ্ছে ওরা। দিনে বিশ-পঁচিশ মাইল মাত্র। ভারি সাপ্লাই ওয়্যাগনগুলো দেরি করিয়ে দিচ্ছে ওদের। পথে যেখানেই সন্ধ্যা নামছে, ক্যাম্প করছে, ভোরের আলো ফোটার সাথে সাথেই আবার নামছে ট্রেইলে।

সান আন্টোনিও ছাড়ার পর চতুর্থ দিন সকালে ক্রেজি উইমেনস্ পাসের কাছে দু'জন রাইডার দ্রুত ঘোড়া ছুটিয়ে ওদেরকে পাশ কাটিয়ে গেল। দু'জনের মধ্যে অপেক্ষাকৃত বয়স্ক লোকটা দীর্ঘদেহী। একহারা পেটানো শরীর ওর, একটা তেজী ফ্রন্টিয়ার অ্যাপালুসার পিঠে স্যাডলে বেশ সহজ ভঙ্গিতে বসে রয়েছে।

লোকটার পোশাক, বুট, স্যাডল সবই সাধারণ, কিন্তু চেহারা, ঘোড়ায় চড়ার ভঙ্গি দেখলে ওকে একজন অসাধারণ লোক বলেই মনে হয়।

ওয়্যাগন ও রাইডারদের পাশ কাটিয়ে যাবার সময় এক পলকের জন্য ইস্পাত কঠিন দৃষ্টিতে পুরো আউটফিটের উপর চোখ বুলিয়ে গেল লোকটা, চোখ দেখে মনের ভাব বোঝা গেল না কিছুই। কোটের নিচে দুই উরুতে দুটো পিস্তল ঝুলিয়েছে সে, স্যাডলবুটে উঁকি দিচ্ছে পয়েন্ট ফরটি ফোর হেনরি রিপিটার রাইফেলের বাঁট। ওর নাক-মুখ একটা লাল ব্যাণ্ডানা দিয়ে ঢাকা।

তার সঙ্গীটি অপেক্ষাকৃত তরুণ। হ্যাংলা পাতলা শরীর ওর, চেহারা সর্বদাই হাস্যোজ্জ্বল। বেশ সহজ ভঙ্গিতেই ওয়্যাগন ও রাইডারদের পাশ কাটাল ওরা, অল্প ক'মিনিটের মাথায় প্রেয়ারির

boighar.com

দূর দিগন্তে মিলিয়ে গেল।

'লোকটা কে, বাবা?' জানতে চাইল জর্জিয়া।

'জানি না,' তাচ্ছিল্যের সুর পল কিংয়ের কণ্ঠে। 'সাধারণ কোন কাউপোকটোক হবে হয়তো।'

'না,' বাবা,' প্রতিবাদ জানাল জর্জিয়া। 'সাধারণ কোন কাউহ্যান্ড ওভাবে স্যাডলে বসে না। লোকটাকে দেখতে অসাধারণ কেউ বলেই মনে হয়। ওর নামটা জানতে ইচ্ছে করছে আমার।'

ঠিক একই মুহূর্তে পিকোস রেড একটু পেছনে সরে এসে ওর এক সঙ্গীর পাশাপাশি হলো। 'ওই লম্বা লোকটাকে,' প্রায় ফিসফিসিয়ে বলল সে। 'আমি আগেও কোথায় যেন দেখেছি, চার্লি। কিন্তু নামটা কিছুতেই মনে করতে পারছি না। চেনো ওকে?'

'আমি ওর মুখটা দেখতে পাইনি, রেড,' জবাবে বলল চার্লি নামের লোকটা।

বলাবাহুল্য, ওই দীর্ঘদেহী লোকটা হলো পশ্চিমের সেরা পিস্তলবাজদের একজন, টেক্সাস রেঞ্জারদের সহযোগী কিড গ্যারিসন ওরফে রিও কিড। বাকিজন দুর্দান্ত টেক্সাস রেঞ্জার জ্যাক উলফ।

দুই

দ্রুত এগিয়ে চলল জ্যাক উলফ ও কিড গ্যারিসন ওরফে রিও কিড। কিংস ক্রাউন র‍্যাঞ্চ ওদের গন্তব্য। তীব্র তুষারপাতে ট্রেইল

বইঘর.কম

ঢেকে যাবার আগেই ওখানে পৌঁছুতে চায় ওরা। এ ধরনের ট্রিপে সাধারণত খোলা প্রেয়ারিতে একটা শুকনো ড্র, ক্রীকের পাড় কিংবা ঝোপ-ঝাড়ের আড়ালে ক্যাম্প করতে পছন্দ করে কিড। কিন্তু এখানকার পরিস্থিতি ভিন্ন। প্রায় প্রতি রাতেই ছাতের নিচে ঘুমোচ্ছে ওরা, র‍্যাঞ্চ, সেলুন, খুদে বর্ডার টাউনগুলো এড়িয়ে যাবার দরকার পড়ছে না। তাছাড়া জ্যাক উলফ কিডের মত উইনটার ক্যাম্পে রাত কাটাতে অভ্যস্ত নয়।

পথ চলতে চলতে কিংস ওয়্যাগন পার্টির কথা মনে এল কিডের। পল কিংয়ের ভাড়া করা গানহ্যান্ডদের কয়েকজনকে চেনে ও। দুর্দান্ত আউট-ল ও পেশাদার খুনী ওরা সবাই। হাই প্লেইনসে ওদের উপস্থিতি রক্তাক্ত সংঘর্ষেরই ইঙ্গিত দেয়।

'মনে হচ্ছে কিংদের একটা পুরো আর্মি দরকার হয়ে পড়েছে, জ্যাক,' পাশাপাশি চলতে থাকা টেক্সাস রেঞ্জারের দিকে তাকিয়ে মন্তব্য করল কিড। 'ওই লোকগুলোর ক'জনকে আমি চিনি। ওরা কিংদের সাথে থাকা মানেই ধরে নেয়া যায়, ঝামেলা শুরু হতে যাচ্ছে শীঘ্রিই। ওদের কত আগে আমরা সেখানে পৌঁছুতে পারি সেটাই জরুরী এখন।'

আশাবাদী মানুষ জ্যাক। 'সবকিছু ঠিকঠাকও তো হয়ে যেতে পারে,' বলল সে। 'ওই খুদে সডিম্যানরা ভাড়াটে গানহ্যান্ডদের মুখোমুখি দাঁড়াতে সাহস পাবে না আমার ধারণা। আমি হলে প্লিকোস রেড আর ওই গুণ্ডাদের মুখোমুখি হবার আগেই স্যাডলে চেপে দ্রুত দেশ ছেড়ে পালাতাম।'

'হ্যাঁ,' মাথা দুলিয়ে সায় জানাল কিড। 'তুমি তাই করতে। কারণ, অবস্থা বোঝার মত ঘিলু তোমার মাথায় রয়েছে। কিন্তু যাদের কথা বলছ, তাদের সেটা নেই। ওদের পেটে খিদে আছে, অন্তরে ঈর্ষা আছে, কিন্তু মাথায় নেই সামান্যতম মগজ।

'সেক্ষেত্রে ওদেরকে কাণ্ডজ্ঞানহীনই বলতে হবে।'

'হ্যাঁ, কাণ্ডজ্ঞানহীনই ওরা। এটা তো জানা কথা, ক্রাউন

boighar.com

র‍্যাঞ্চের সাথে লাগতে গেলে নির্মূল হয়ে যাবে। নিজেরাও হয়তো সেটা জানে, তবুও থামবে না, রাইডাররা ওখানে পৌঁছার দু'য়েক দিনের মধ্যেই শুরু হয়ে যাবে ওয়ার, পিটার কিং না চাইলেও হবে। যদি সডিম্যানরা সেটা শুরু না করে, পিকোস রেড করবে। পুরো শীতকালটা কর্নবীন খেয়ে বাঙ্ক হাউজে আরামে শুয়ে বসে কাটানোর জন্য টাকা ঢালা হচ্ছে না ওদের পেছনে। যে কাজে ওদেরকে পয়সা দেয়া হচ্ছে, সেটা ঝটপট সেরে জায়গা ছাড়তে চাইবে ওরা। বিশেষ করে ল-ম্যানরা সেখানে নাক গলানোর আগেই।

'তার মানে,' মাথা দোলাল জ্যাক। 'খুন করার জন্য ভাড়া করা হয়েছে রেডকে, এবং সেটাই করবে সে। সডিম্যানরা ইতোমধ্যে যদি নিস্তেজ হয়ে যায়, উস্কে দেবে সে ওদের। তারপর নিজের স্টাইলে এগোবে।'

'আমার ধারণাও তাই, জ্যাক। ওখানে এমন কেউ থাকতেই হবে যাকে ক্রাউন র‍্যাঞ্চ রাইডারদের ওপর অ্যামবুশ করার ব্যাপারে সন্দেহ করা হচ্ছে। পিকোস রেড ও তার লোকেরা ওর আউটফিট জ্বালিয়ে দেবে, ওর কোন স্টক থাকলে তাড়িয়ে নিয়ে যাবে। লোকটা বউ আর ছেলেপুলে নিয়ে ঠাণ্ডায় না খেয়ে দিন কাটাবে। সেক্ষেত্রে অন্য সডিম্যানরা ফাইট করবেই, এবং যথারীতি মারা পড়বে। ওরা এক হয়ে ক্রাউন র‍্যাঞ্চের উপর হামলার সিদ্ধান্ত নেবে। ওদের জেতার সম্ভাবনা মিলিয়ে যাবে জ্বলন্ত উনুনের উপর একটুকরো বরফের মত। কিন্তু সেটা বোঝার মত ঘিলু ওদের মাথায় নেই। মোটকথা, পিকোস রেড ও তার স্যাঙ্গাৎদের মুখোমুখি দাঁড়াচ্ছেই ইতরগুলো।'

'কিন্তু ওই প্রফেশন্যাল গানহ্যান্ডদের সামনে টিকতেই তো পারবে না ওরা।' মন্তব্য করল জ্যাক।

'হ্যাঁ, সেটাই ঠিক।' সায় জানাল কিড।

'তাহলে আমরা সেখানে যাচ্ছি কেন, কিড? ওই বোকা

সডিম্যানদের পক্ষে দাঁড়িয়ে ওদেরকে নিশ্চিত ম্যাসাকারের হাত থেকে রক্ষা করার জন্য? সেটাই কি চায় ক্যাপ্টেন ম্যাকনেলী?'

'ঠিক সেটা নয়, জ্যাক,' জবাবে বলল কিড। 'আমরা আসলে কারও পক্ষে কিংবা বিপক্ষে দাঁড়াতে পারি না। অন্তত ঝামেলা শুরু হবার আগে তো নয়ই।'

'তাহলে কি করতে যাচ্ছি আমরা?'

'আপাতত বড় ধরনের তুষার ঝড়ের মধ্যে আটকা পড়ার আগে ওখানে পৌঁছতে যাচ্ছি। তারপর যেকোন ভাবেই হোক যুদ্ধটা ঠেকানোর চেষ্টা করব। ক্যাপ্টেনের ধারণা, সডিম্যানদের মধ্যে এমন কিছু লোক রয়েছে যারা জানে পিটার কিংকে চরম আঘাত হানার একমাত্র উপায় হলো ওর স্পেশাল ব্র্যান্ড গরুগুলো মেরে ফেলা। সেক্ষেত্রে ক্রাউন র‍্যাঞ্চ তথা পুরো টেক্সাসের অপূরণীয় ক্ষতি হয়ে যাবে। ওটা থামাতে হবে আমাদেরকে। ক্যাপ্টেনের সঙ্গে আমি একমত হয়েছি, যুদ্ধটা থামানোর মাধ্যমেই সেটা করা সম্ভব। তাই করতে হবে আমাদের, যদিও এখনও জানি না কাজটা কিভাবে শুরু করব।'

'মজার ব্যাপারই বটে!' কাঁধ ঝাঁকাল জ্যাক উলফ। 'আমরা দু'জন একই সঙ্গে ওই ড্যাম সডিম্যান ও পিকোস রেড, দু'পক্ষের বিরুদ্ধে লড়তে যাচ্ছি! কাজটা বেশ কঠিনই হবে আমাদের পক্ষে।'

কিংস ক্রাউন র‍্যাঞ্চ হাউজ।

পিটার কিং তার ফোরম্যান স্লিম টেইলরের সঙ্গে কথা বলছে।

'পল যখন ওই রাইডারদের নিয়ে ফিরে আসবে,' নিভে যাওয়া চুরুটে আবার অগ্নি সংযোগ করল র‍্যাঞ্চার ম্যাচ জ্বেলে। 'আমি চাইব তুমিই ওদের চার্জ বুঝে নেবে, স্লিম।'

'কিন্তু, পিট,' বলল ফোরম্যান। 'পল কি চাইবে সেটা তুমি বেশ ভাল করেই জানো। ও চাইবে প্রথম সুযোগেই আঘাত হানা

boighar.com

হোক সডিম্যানদের ওপর। ওদের আউটফিটগুলো পুড়িয়ে দিয়ে ওদেরকে খেদিয়ে পর্বতের ওপারে পাঠিয়ে দেয়া হোক। ওই গানহ্যান্ডদেরও সেই কাজেই ভাড়া করা হয়েছে। ওরাও দ্রুত কাজ সারতে চাইবে, যাতে করে ভারী পকেট নিয়ে তাড়াতাড়ি মদ আর মেয়েমানুষদের মাঝে ফিরে যাওয়া যায়।'

'আমি জানি সেটা, স্লিম।' মাথা দোলাল র‍্যাঞ্চার। 'যুদ্ধ যদি করতেই হয়, পিছিয়ে থাকব না আমরা। তবে যা করার আমি নিজেই সিদ্ধান্ত নিতে চাই। আমার মত তুমিও জানো, স্লিম, খুনোখুনি একবার শুরু হলে ওরা আমাদের স্পেশাল ব্র্যান্ডের দিকে হাত বাড়াবেই। আমরা পাঁচশো গরু একসঙ্গে বার্নে আটকে রাখতে পারব না, সেটা করলেও ওরা বার্নের দিকে আগুনে তীর ছুঁড়বে। পুড়ে কাবাব হয়ে যাবে সবকটা গরু। বিশেষ করে ওই আটটা স্টাডবুল হারালে একেবারে শেষ হয়ে যাব আমরা। এ মুহূর্তে ওই আটটা ষাঁড় টেক্সাসের যে-কোন মানুষের জীবনের চেয়ে বেশি দামী।'

'তোমার কথাই ঠিক, পিট। জুড বেল নিজে একজন হাফ ইনজুন এবং ওখানে অনেকেরই শরীরে ইনজুন রক্ত বইছে। ওরা যদি একবার আমাদের স্পেশাল ব্র্যান্ড ধ্বংস করবে বলে স্থির করে, ওদেরকে ঠেকিয়ে রাখতে পারে এমন কোন শক্তি নেই। বিশেষ করে শীতকালে তো নয়ই। তুষারপাত একবার শুরু হয়ে গেলে খারাপ আবহাওয়ার সুবিধে ওরাই পাবে।'

বাকি স্টকগুলো হারালে সেটা আমরা আবার রিপ্লেস করতে পারব, স্লিম। ধরে এল পিটার কিংয়ের কণ্ঠ। 'কিন্তু স্পেশাল ব্র্যান্ড হারালে আমরা একেবারে শেষ হয়ে যাব। আমাদের এত দিনের সাধনা, অক্লান্ত পরিশ্রম—সব শেষ হয়ে যাবে।'

কিংস ক্রাউন র‍্যাঞ্চ থেকে বিশ মাইল পশ্চিমে। পর্বতের পাদদেশে একটা পরিত্যক্ত, জীর্ণশীর্ণ অ্যাডোবি হাউজে মিলিত হয়েছে জুড

বইঘর.কম

বেল ও তার সঙ্গীরা। বাইরে প্রচণ্ড ঝড়ো হাওয়া বইছে। ঘরের দরজা-জানালা টাইট করে বাঁধা। মাঝখানে একটা শুকনো কাঠের লগ দিয়ে আগুন জ্বালানো হয়েছে। গরুর চর্বি দিয়ে ঘরে বানানো মোমবাতির আলোয় বৈঠক বসেছে ওদের। নিজেদের তৈরি কড়া ফ্রন্টিয়ার হুইস্কি দিয়ে আপ্যায়ন করা হচ্ছে অভ্যাগতদের।

'নিশ্চিত খবর পাওয়া গেছে, ভাইসব,' গম্ভীর কণ্ঠে শুরু করল জুড বেল। ও ছাড়াও আরও আটজন লোক রয়েছে কামরাটায়। ওয়েস্ট টেক্সাস র‍্যাঞ্চারস অ্যাসোসিয়েশনের প্রতিনিধিত্ব করছে ওরা সবাই। এই কাল্পনিক প্রতিষ্ঠানটির আইডিয়া জুড বেলের মাথা থেকেই বেরিয়েছে। ওর ধারণা ছিল, জমকালো নামটা ওদের তৎপরতাকে আইনগত বৈধতা দেবে।

এ মুহূর্তে আগ্রহভরে নেতার দিকে তাকিয়ে সবাই। 'যে রাইডারের জন্য এতদিন অপেক্ষা করে ছিলাম আমরা, কাল রাতে এসে গেছে সে।' বিজয়ীর ভঙ্গিতে শ্রোতাদের উপর একবার চোখ বুলিয়ে আনল জুড। 'ও খবর নিয়ে এসেছে, আমাদের স্বাধীনতার উপর আঘাত হানতে আর বেশিদিন বাকি নেই, বন্ধুগণ।' আবেগে ধরে এল সডিম্যানের কণ্ঠ।

মৃদু গুঞ্জন উঠল কামরায়। সায় দেবার ভঙ্গিতে মাথা দোলাল দুয়েকজন। অপেক্ষাকৃত বয়স্ক একজন র‍্যাঞ্চার বলল, 'এক মিনিট, জুড। তোমার কথাগুলো কি খুবই রুক্ষ শোনাচ্ছে না? হতে পারে, ক্রাউন র‍্যাঞ্চের সঙ্গে আমাদের বিবাদ রয়েছে। কিন্তু এমন তো নয় যে এখনই যুদ্ধে নেমে পড়তে হবে আমাদের। বড় এবং ছোট আউটফিটগুলোর পরস্পরের মধ্যে বিবাদ-বিসংবাদ থাকতেই পারে। তাই বলে আপসের সব পথও যে বন্ধ হয়ে গেছে সেটা আমি বিশ্বাস করি না।'

আবার গুঞ্জন উঠল লোকজনের মাঝে। 'তুমি কি মনে করো নিজেদের রক্ষা করার জন্য আমাদের লড়াই করা উচিত নয়, জিম উইলস?' গর্জে উঠল জুড বেল। 'কিংয়ের ভাবনাটা কিন্তু ভিন্ন।

boighar.com

তা নইলে হঠাৎ করে সান আন্টোনিওতে তেরোজন টপগান ভাড়া করার কি দরকার পড়ল ক্রাউন র‍্যাঞ্চের? তোমাদের সবার কাছে জানতে চাইছি আমি। আমাদেরকে সমূলে উপড়ে ফেলা ছাড়া আর কি দরকারে ভাড়াটে খুনী নিয়ে আসছে ওরা এখানে?'

দমবার পাত্র নয় জিম উইলস। খুদে র‍্যাঞ্চারদের মধ্যে একমাত্র সেই কিছুটা উন্নতির মুখ দেখেছে। দিনের পর দিন কঠোর পরিশ্রম আর সংযমের বিনিময়ে সে তার জে ডব্লিউ ব্র্যান্ডের সাড়ে চারশো গরুর পাল গড়ে তুলেছে। এলাকার সবাই ওকে একজন দায়িত্বশীল লোক বলেই জানে। এমন কি পিটার কিংও ওকে অল্পবিস্তর দাম দেয়।

'আমাকে বলতে দাও!' দৃঢ় শোনাল জিম উইলসের কণ্ঠ। 'এমনও তো হতে পারে, পিটার কিং গরু রাসলিং এবং ওর রাইডারদের উপর চোরাগোপ্তা হামলা পছন্দ করছে না। ও হয়তো ভয় দেখিয়ে নিজেদেরকে রক্ষা করার জন্য গানহ্যান্ড ভাড়া করেছে। আমার অভিমত হলো, সংঘাত শুরু হবার আগে একবার ওর সঙ্গে কথা বলা উচিত আমাদের।'

'তোমার মাথাটা একেবারেই গেছে, জিম।' বৃত্তের শেষ প্রান্ত থেকে ফোড়ন কাটল একজন। 'আরও দেরি হয়ে যাবার আগে মানসিক ডাক্তারের কাছে যাওয়া উচিত তোমার।' খিক্ খিক্ করে হেসে উঠল আধ মাতাল ক'জন সডিম্যান। গরম চোখে চারদিকে তাকাল জিম উইলস, মন্তব্যকারীর উপর স্থির হলো ওর দৃষ্টি। পিনপতন স্তব্ধতা নেমে এল হঠাৎ। জিমের মেজাজের সাথে কমবেশি সবাই পরিচিত।

'তুমি ভাল করেই জানো, ব্র্যাডলি,' নিষ্কম্প কণ্ঠ জিমের। 'রসকষহীন মানুষ আমি। তুমি নিশ্চয়ই বলবে না তোমার কোমরে ঝোলানো ও-জিনিসটা বাচ্চাদের খেলনা।' উঠে দাঁড়াল ও, ডান হাতটা কোমরে ঝোলানো হোলস্টারের কাছাকাছি ঝুলছে।

'পাগলামি কোরো না তো, জিম!' ওর কাঁধ চেপে জোর করে

বইঘর.কম

বসিয়ে দিল একজন। 'এমনিতেই বিপদে নাক পর্যন্ত ডুবে আছি আমরা। নিজেদের মধ্যে বিবাদ করে ওটা বাড়ানো ঠিক হবে না।'

রাগে পিঙ্গল বর্ণ ধারণ করেছে ব্র্যাডলির চেহারা। 'ঈশ্বরের দিব্যি।' র‍্যাটলারের মত হিসহিসিয়ে উঠল সে। 'এ অপমানের কথা কোনদিন ভুলব না আমি।'

'জীবন ধারণটা বিরক্তিকর মনে হলে যখন খুশি চলে এসো,' নিষ্কম্প কণ্ঠ জিমের। 'আমি অপেক্ষায় থাকব।'

কথা বাড়াল না ব্র্যাডলি। তবে সবাই জানে, ফায়সালাটা আপাতত স্থগিত রইল মাত্র।

'যা বলছিলাম,' বেপরোয়া শোনাচ্ছে জিমের কণ্ঠ। 'যে-কোন বিবেকবান মানুষই হুট করে কিছু করে বসে না। বন্দুক হাতে নিতেই হবে এটা নিশ্চিত না হয়ে, আমার ধারণা, আগ বেড়ে যুদ্ধ শুরু করা মোটেই ঠিক হবে না আমাদের।'

'তোমার কথা হলো,' বিদ্রূপের সুর জুড বেলের কণ্ঠে, 'ওরা চোখের সামনে আমাদের আউটফিটগুলো পুড়িয়ে দিক, বউবাচ্চা নিয়ে উপোস করে দিন কাটাই, তবুও শান্তির জন্য অপেক্ষা করে থাকি। ওই ভাড়াটে খুনীরা সেটাই করবে শেষ পর্যন্ত, বাজি রাখতে পারো তোমরা।'

'ওই গানহ্যান্ডদের আমরা এখনও দেখিনি,' বলল জিম।

'আমি হলফ করে বলতে পারি, জিম,' প্রত্যয়ী কণ্ঠ জুড বেলের। 'সান আন্টোনিওতে আমার এক বন্ধু একজন রাইডারের মাধ্যমে খবর পাঠিয়েছে। ওই রাইডার পশ্চিম দিকেই যাচ্ছিল। আমার কথা বিশ্বাস করো, জিম, ওই ভাড়াটে গুণ্ডাগুলো কয়েকদিনের মধ্যেই এখানে পৌঁছুচ্ছে। আমরা আগে থেকে প্রস্তুতি না নিলে চরম সর্বনাশ হতে আর বাকি থাকবে না।'

'কিন্তু, জুড!' সন্দেহ দূর হয়নি এখনও জিমের কণ্ঠ থেকে। 'তোমার ওই রহস্যময় বন্ধুকে কিভাবে বিশ্বাস করব আমরা? কিভাবে জানব, ও সত্যি সত্যিই একজন রাইডার পাঠিয়েছে?

boighar.com

আমরা তোমার বন্ধুটির পরিচয় জানতে চাই। তুমি নিশ্চয়ই বলবে না সেটা জানতে চাওয়ার অধিকার আমাদের নেই?'

'আমিও জিমের সঙ্গে একমত, জুড!' এবার জিম উইলসের সমর্থনে এগিয়ে এল একজন। 'লোকটা কে? এখানে যুদ্ধ বাধিয়ে ওর ফায়দাটাই বা কি?'

সুযোগটা লুফে নিল জিম উইলস। 'আমরা বুঝে উঠতে পারছি না, কেন ওই রহস্যময় লোকটা নিজেকে আড়ালে রাখতে চাইছে। ও মনেপ্রাণে চায় এখানে যুদ্ধ বাধুক। তুমিও তাই চাও। লোকটা কে, জুড?'

'আমি প্রমাণ করব ও আমাদের একজন বন্ধু ও হিতাকাঙ্ক্ষী,' বলল জুড বেল। কোটের বিশাল পকেট থেকে একটা ভারী লেদার পাউচ বের করে আনল, ভেতরের জিনিসগুলো ফ্লোরের উপর উপুড় করে ঢালল। 'আমাদের শুভাকাঙ্ক্ষী বন্ধু আমাদের জন্য সাহায্য হিসেবে পাঠিয়েছে এগুলো। সময় হলে ওর নামটাও জানতে পারবে তোমরা।'

'হায়, খোদা!' চেঁচিয়ে উঠল একজন লোক। 'এ যে গোল্ড ঈগল!'

তিন

কিংস পার্টির তুলনায় অনেক দ্রুতই এগিয়ে চলল কিড ও জ্যাক। ভারী ওয়্যাগনগুলো দেরি করিয়ে দিচ্ছে কিংস পার্টিকে। পল কিংয়ের খুদে আর্মির অন্তত তিনদিন আগেই হাই প্লেইনসে পৌঁছল ওরা, হর্স শু নামের শহরটার দিকে এগুলো ওরা। শহরটা

বইঘর.কম

ক্রাউন র‍্যাঞ্চ রাইডার ও আশপাশের খুদে র‍্যাঞ্চার, নেস্টরদের ট্রেডিং পোস্ট। ওটা বিশেষ বড় না হলেও গর্ব করার মত একটা শাখা পোস্ট অফিস, জেনারেল স্টোর, হার্ডওয়্যার এম্পোরিয়াম, আধ ডজন বিভিন্ন সাইজের স্টোর ও গোটা চারেক সেলুন আছে এখানে।

পরিকল্পনা মত শহরের কয়েক মাইল দূরে থাকতেই আলাদা হয়ে গেল দু'জন। কিডকে বিদায় জানিয়ে জ্যাক ঘোড়া ঘুরিয়ে কিংস ক্রাউন র‍্যাঞ্চ হেডকোয়ার্টার্সের দিকে চলল। ওখানে কাউহ্যান্ড হিসেবে চাকরি নেয়ার চেষ্টা করবে সে। খুব কাছ থেকে পিকোস রেড্ ও তার স্যাঙ্গাৎদের ওপর নজরদারী করার জন্যই এ ব্যবস্থা।

কিড খুদে শহরটার দিকে এগিয়ে গেল। সেখানে ফলস্ ফ্রন্টেড ফ্রন্টিয়ার দালানগুলো শরতের তীব্র বাতাস উপেক্ষা করে দাঁড়িয়ে আছে। শেষ বিকেলের দিকে সিঙ্গেল কমার্শিয়াল রোড ধরে শহরে ঢুকল কিড। আঁধার নামতে বেশি বাকি নেই। শীতে পাতাঝরা কটনউড এবং ওক্ গাছগুলোর চূড়ায় শেষ আলোর পরশ বুলিয়ে দিচ্ছে ডুবন্ত সূর্যটা। সংকীর্ণ ঝরনাটার পাড়ে গড়ে উঠেছে শহর–অপরিকল্পিত, এলোমেলো ভাবে।

কেরোসিন ল্যাম্পগুলো একে একে জ্বলে উঠতে শুরু করেছে স্টোরগুলোয়, কিন্তু খুব কম লোকই চোখে পড়ছে এ মুহূর্তে।

লিভারি স্টেবলটা সহজেই খুঁজে পেল কিড। হাড্ডিসার বুড়ো স্টেবলম্যান কিডের দেয়া কয়েনগুলো গুণে গুণে পকেটে পুরল। তারপর ওর ঘোড়া রাখার জন্য একটা স্টল খুলে দিল।

হোটেল বলতে যা বোঝায়, তার একটিও নেই এখানে। তবে স্টেবলম্যান জানাল, একটা সেলুনের ওপরতলায় থাকার জন্য কিছু ঘর ভাড়া দেয়া হয়। 'অবশ্য ওখানে থাকা না থাকাটা তোমার পছন্দের উপরই নির্ভর করবে,' মন্তব্য করল লিভারিম্যান। কিন্তু ফ্রেড জানে, এই প্রচণ্ড ঠাণ্ডায় কামরার গুণাগুণ

boighar.com

বিচারের কোন অবকাশই নেই। তীব্র বাতাস ও শীতের কবল থেকে বাঁচার জন্য যে কোন ধরনের একটা আশ্রয় জরুরী এ-মুহূর্তে। বেডরোলটা কাঁধে তুলে নিয়েই সেলুনটার দিকে এগোল সে। সেখানে বিছানায় যদি ছারপোকা বাসা বেঁধে থাকে তবে নিজের বিছানাটা পাততে পারবে।

টম রায়ান নামের একজন মোটা আইরিশম্যান চালায় সেলুনটা। বেশ আগ্রহভরেই কিডের হাত থেকে অগ্রিম টাকাগুলো নিল লোকটা, 'সবগুলো কামরাই খালি এ মুহূর্তে,' রুমের চাবিটা কিডের দিকে বাড়িয়ে দিল সে। 'আমাদের সেরা কামরাটা দিচ্ছি তোমাকে। সিঁড়ির মাথায় পৌঁছে বামদিকে শেষ প্রান্তের কামরাটা তোমার। তুমি রাতের খাবারটা এখানেই সারতে চাইবে, তাই না?'

'হ্যাঁ,' মাথা দুলিয়ে সায় জানাল কিড। 'তোমাদের আজ রাতের সেরা স্টেকটা চাই আমার। সাথে পুরো একটা অ্যাপেল পাই। দীর্ঘ ট্রেইল পাড়ি দিতে হয়েছে আমাকে।'

'আমরা এখানে শুকনো অ্যাপেল পাই আর ক্যান্ড টারমেটোস পরিবেশন করি।' কিডের চাহিদা বুঝতে পেরেই যেন বলল সেলুন মালিক।

ওতেই চলবে; মুখে সন্তুষ্টির হাসি ফুটিয়ে তুলল কিড। কামরায় জিনিসপত্র রেখে গা ধুয়েই নিচে নেমে আসছি আমি। পানি না থাকলে পাঠিয়ে দেবার ব্যবস্থা করো।

কামরাটা সহজেই খুঁজে পেল কিড। যতটুকু আশা করেছিল তার তুলনায় বেশ বড় ওটা। পরিচ্ছন্ন। মোমবাতি জ্বালিয়ে বিশাল বিছানাটা পরীক্ষা করল সে। কম্বলগুলো সদ্য ধোয়া। পরিপাটি করে বিছানো। বিছানার পাশে একটা স্ট্রেইট চেয়ার, জিনিসপত্র রাখার জন্য একটা কাঠের চেস্ট, কাঠের তৈরি একটা ওয়াশ স্ট্যান্ড, ওয়াশ স্ট্যান্ডের উপর বড়সড় চিনেমাটির পাত্রটা খালি।

দরজায় মৃদু টোকা পড়ল একসময়। এখনও লম্বা উলেন কোটটা পরে আছে সে, কিন্তু নিচের দিকের বোতামগুলো খুলে দিয়েছে–যাতে করে দরকার পড়লেই দ্রুত পিস্তল বের করতে পারে কোমরের হোলস্টার থেকে। কোমরের দু'পাশে ঝোলানো পিস্তল দুটো আরেকবার চেক করে দরজার দিকে এগোল সে, বেশ সাবধানেই দরজা খুলল।

খোলা দরজার সামনে দাঁড়িয়ে একটা দীর্ঘাঙ্গী মেয়ে, দু'হাতে দুটো গরম পানির পাত্র। মেয়েটা সুন্দরী। ডাগর চোখ দু'টোর রঙ নীল। 'তোমার গোসলের জন্য গরম পানি নিয়ে এসেছি,' গলায় সুরের ঝঙ্কার তুলেই যেন বলল মেয়েটা। 'বেশির ভাগ বোর্ডারই বাইরে পাম্পে গিয়ে ও কাজটা সারে। প্রায়ই মাথায় ঢালার জন্য বরফ ভাঙতে হয় ওদের। কিন্তু আমার ধারণা, শহরে যে একেবারেই নতুন, তার আরও ভাল কিছু পাওয়া উচিত।

'স্বীকার করতেই হবে, ম্যাম,' বিনয়ী কণ্ঠ কিডের। 'তোমার মনটা বেশ ভাল, এবং উষ্ণ।'

সরাসরি ওর চোখের দিকে তাকাল মেয়েটা। 'তাই বলে আমাকে একজন ফ্যান্সী বর্ডার উওম্যান ভাবলে ভুল করবে, মিস্টার। আমি টম রায়ানের বোন, যে এ বাড়িটার মালিক।'

'আমি মোটেই তা ভাবিনি, ম্যাম,' স্মিত হেসে তাড়াতাড়ি বলল কিড। 'আসলে আমি যা বোঝাতে চেয়েছি তা হলো, তুমি একজন দয়ালু মেয়ে। নইলে না চাইতেই একজন আগন্তুকের গোসলের জন্য এভাবে গরম পানি নিয়ে আসে না কেউ।'

'আমি দুঃখিত,' ঘরে ঢুকতে ঢুকতে বলল মেয়েটা। 'মুখ ফসকে কড়া কথা বলে ফেলেছি বলে। আমার বিশ্বাস, মামুলি কোন স্যাডল ট্র্যাম্প নও তুমি। এবং একজন ভদ্রলোকের সব গুণাবলীই আছে তোমার মধ্যে।'

উপুড় হয়ে গরম পানির পাত্র দু'টো ফ্লোরের উপর রাখল মেয়েটা। তারপর উঠে দাঁড়িয়ে একজন পুরুষমানুষের মতই

boighar.com

কিডের দিকে হাত বাড়িয়ে দিল। 'আমি মলি রায়ান। তোমার সাথে পরিচিত হতে পেরে খুবই খুশি। এবার তোমার পুরো পরিচয়টা দেবে?'

'আমাকে শুধুই কিড বলে ডাকতে পারো,' মলির হাতটা লুফে নিল সে। 'আমিও খুশি তোমার সাথে পরিচিত হয়ে।'

মেয়েটা হয়তো ওর পুরো নামটা জানতে চাইবে এবার, ভাবল কিড, তার দৃষ্টিতেই প্রকাশ পাচ্ছে সেটা। কিন্তু শেষ পর্যন্ত ওটা এড়িয়ে গেল সে। 'তুমি তৈরি হয়ে নিচে নেমে এসো, তোমার অর্ডার মত ডিনার রেডি করছি আমি,' বলে বেরিয়ে গেল মেয়েটা।

মলির আনা গরম পানি দিয়ে বাথটাবে আরাম করে গোসল সারল কিড। দীর্ঘ পথ চলার ক্লান্তি দূর হয়ে গেল অনেকটা। তারপর পোশাক পরে নিচে সেলুনে নেমে এল। ওভারকোটটার বদলে একটা শর্ট উলেন সুট জ্যাকেট পরেছে এখন সে। তার নিচে একটা লাল ফ্ল্যানেল লংজন শার্ট ও উলেন প্যান্ট শোভা পাচ্ছে। হাইহিল র‍্যান্‌চারো বুটের ভেতর দু'জোড়া উলেন ও কটন মোজা পরেছে সে, ঘাড়ের চারপাশে গলায় নট করা একটা নীল ব্যাণ্ডানা জড়িয়েছে।

ওর ডান উরুতে অনেকটা নিচু করে বাঁধা হোলস্টারে একটা পিস্তলের বাঁট উঁকি দিচ্ছে। বাম উরুর পিস্তল ও রাইফেলটা কামরায় বেডরোলের ভেতর রেখে এসেছে। দীর্ঘ ট্রেইল পাড়ি দেয়ার সময় বেড়ে ওঠা লম্বা চুলগুলো ব্যাকব্রাশ করে যদ্দূর সম্ভব গুছিয়ে রাখার চেষ্টা করেছে সে।

প্রায় আঁধার ঘনিয়ে এসেছে এখন, যদিও বিকেলের রেশটুকু কাটেনি পুরোপুরি। সেলুনে একজন মাত্র খদ্দের দেখা যাচ্ছে এ মুহূর্তে, বারে হেলান দিয়ে একান্তে কী যেন পরামর্শ করছে রায়ানের সঙ্গে।

কোণের দিকে দেয়ালের সাথে লাগোয়া একটা চেয়ারে হেলান দিয়ে বসল কিড। অল্পক্ষণের মধ্যেই মলি রায়ান কিচেন হতে

বইঘর.কম

একটা মোমবাতি ও একমগ গরম কফি এনে তার সামনে টেবিলে রাখল। তারপর আবার কিচেনে ফিরে গিয়ে বড়সড় একটা ব্লু হোয়াইট চায়না প্লেট বয়ে আনল। প্লেটটায় সাজানো রয়েছে দুপাউন্ড ওজনের একটা স্টেক, আধ ডজন ভাজা ডিম, ডজনখানেক গরম বিস্কুট, বাটার অ্যান্ড সিরাপ ক্যান। টমেটো ক্যান ইত্যাদি।

ক্ষুধার্ত নেকড়ের মত প্লেটের উপর হামলে পড়ল কিড। সবকিছু সাবাড় করে দিতে সময় নিল মাত্র কয়েক মিনিট। সবশেষে মলি একপ্লেট ধূমায়িত পুরো অ্যাপেল পাই ও একটা পাত্রে দুধ নিয়ে এল। ওগুলো টেবিলে রেখে একটা চেয়ার টেনে নিয়ে কিডের বিপরীত দিকে টেবিলের পাশে বসল।

'তুমি আবার কিছু মনে করছ না তো?' জানতে চাইল মলি।

'অবশ্যই না। তোমার সঙ্গ উপভোগ করছি বরঞ্চ।'

অ্যাপেল পাই ও দুধ শেষ করে জ্যাকেটের বুক পকেট থেকে একটা সিগার বের করল কিড, ইতস্তত দৃষ্টিতে মলির দিকে তাকাল। মলি সম্মতিসূচক ঘাড় দোলানোর পর মোমবাতির আগুনে সিগারটা জ্বালাল সে।

'বলতে আপত্তি নেই, তৃপ্তির ঢেকুর তুলল কিড। 'বহুদিন পর একটা রাজসিক সাপার উপভোগ করলাম। সারাক্ষণ ট্রেইলে ছুটতে ছুটতে এরকম ভাল কিছু আশা করে না কেউ।'

'ধন্যবাদ,' লাজুক হাসি মলির ঠোঁটে। 'এরকম সাপার উপভোগ করার জন্য আরও কিছুদিন এখানে থাকছ নিশ্চয়?'

'হয়তো বা,' যদিও আমার মত ভবঘুরের পক্ষে নিশ্চিত করে কিছুই বলা সম্ভব নয়। তুমি তো জানোই, বছরের এ সময়টা আরও উত্তরে যাওয়ার পক্ষে মোটেই উপযোগী নয়। তাছাড়া আমি কিছুদিনের জন্য কোথাও থিতু হওয়ার জন্য জায়গাও খুঁজছি।'

চরম কৌতূহল জেগে উঠেছে মেয়েটার চেহারায়, যদিও প্রাণপণে গোপন রাখার চেষ্টা করছে সেটা। প্রতিক্রিয়াটা কিডের

boighar.com

আশানুরূপই হলো। কৌশলে মেয়েটাকে কথা বলিয়ে তার মুখ থেকে কিছু গুরুত্বপূর্ণ তথ্য আদায়ের ইচ্ছে তার। স্বভাবতই ভাইয়ের মতই এখানকার অনেক কিছু জানে সে। পশ্চিমের এসব শহরে সেলুনকীপাররা হলো তথ্যের ভাণ্ডার। 'আমি কি তোমার জন্যে একটা ড্রিংক কিনতে পারি?' বিনয়ী কণ্ঠে জানতে চাইল কিড।

'শুধুই বিয়ার,' ঘাড় দোলাল মলি। 'আমি ইতোমধ্যেই তোমাকে বলেছি, আমি বার গার্ল নই। বলিনি?'

'হ্যাঁ, বলেছ,' স্মিত হাসল কিড। 'আমিও তোমার মত বিয়ারই পছন্দ করব।'

চেয়ার ছেড়ে বারের দিকে এগিয়ে চলল মলি, দু'মগ ফেনায়িত বিয়ার নিয়ে ফিরে এল। রায়ান তখনও বারে হেলান দিয়ে দাঁড়ানো রাইডারটির সাথে ফিস-ফিস করেই চলেছে। মাঝে-মধ্যে দু'জনই চোরা দৃষ্টি হানছে কিডের দিকে। গোটা সেলুনটা ফাঁকাই। লোকজন আসতে শুরু করেনি এখনও। 'এবার তুমি আমাকে তোমার এখানে আসার কারণ বলবে,' বিয়ারের মগে চুমুক দিয়ে বলল মলি।

'তা কখনও হয়?' হাসল কিড। 'তুমি কি টেক্সাসের এসব এলাকায় একেবারেই নতুন যে, তুমি জানো না, একজন অচেনা লোকের মুখের উপর কিছু জানতে চাওয়া উচিত নয়?'

'আমি জানি। লোকজন মুখের উপর প্রশ্ন শুনতে অভ্যস্ত নয় এখানে। কিন্তু আমি তোমার কাছে এমন তথ্য জানতে চেয়েছি, যা কারও কোন ক্ষতি করবে না। তোমাকে আমার ভাল লোক বলেই মনে হয়েছে। এবং তুমি এখানে সেট্‌ল্ করার কথাও বলেছ, নাকি বলোনি?'

'আরও একটি প্রশ্ন করে বসেছ তুমি,' আবার হেসে বলল কিড। 'মুখ ফসকে কিছু একটা বলে ফেলেছি আমি, ঠিক, কিন্তু এখনও কথার কথাই ওটা। মাত্র ক'ঘণ্টা হয় এখানে এসেছি আমি।'

'আমি জানি সেটা। যে-কোনও বুদ্ধিমতী মেয়ের চোখেই ধরা

বইঘর.কম

পড়বে, তুমি একজন সাধারণ স্যাডল-বাম নও। তোমার মাঝে পিটার কিংয়ের মতই একটা বিশেষত্ব আছে।'

'পিটার কিং?' জানতে চাইল কিড, যেন জীবনে এই প্রথম শুনল নামটা। মেয়েটাকে দিয়ে কথা বলাতে চায় সে।

'ওল্ড পিটার কিংয়ের কথা বলছি। কিংস ক্রাউন আউটফিটের মালিক। টেক্সাসে এই প্রথম উন্নত জাতের ক্যাটল ব্রিড করছে সে। এগুলো ওকে সাধারণ লঙহর্ন গরুর তুলনায় চারগুণ বেশি মুনাফা দেবে। এমন নয় যে, তুমি দেখতে অবিকল তারই মত। কিন্তু তোমার কথাবার্তা, চলাফেরার ভঙ্গি অনেকটা মেলে তার সঙ্গে। তোমাদের মত লোকদের পুকুরে ছুঁড়ে দেয়া একখণ্ড পাথরের সাথে তুলনা করা চলে, পড়েই প্রচুর ঢেউ তোলে।'

'তুমি কি কোন ঝামেলার কথা বোঝাতে চাইছ?'

'শিওর, মি. কিড, আমি এমন একটা বড়সড় পাথর চাঁইয়ের কথা বোঝাতে চাইছি যা পুকুরে প্রচুর ঢেউ তোলা ছাড়াও আরও বেশি ধ্বংসযজ্ঞ ঘটাতে পারে–চারপাশের সবকিছুকেই গুঁড়িয়ে দিতে পারে।'

'তোমার গোলমেলে কথাগুলো এতক্ষণে মাথায় ঢুকতে শুরু করেছে আমার। আসার পথেই শুনেছি, বড় একটা ঝামেলা শুরু হতে যাচ্ছে এখানে। কিন্তু তাই বলে দুশ্চিন্তা কোরো না, মলি, আমি নিজেই নিজের দেখাশোনা করতে অভ্যস্ত।'

'তোমার পিস্তল ঝোলানোর কায়দা দেখেই আমি বুঝে নিয়েছি সেটা। তুমি যদি এখানে থাকারই সিদ্ধান্ত নাও, আমি নিশ্চিত, বিবাদমান দু'টো পক্ষের একটা পক্ষ নিতেই হবে তোমাকে।'

'যদি পক্ষ নিতেই হয় তাহলে কোন্ পক্ষ নেয়াটা বুদ্ধিমানের কাজ হবে বলে তুমি মনে করো?'

'তুমি নিজেই সেটা পছন্দ করবে। আমি জানি, আমার মত নগণ্য একটা মেয়ের কথায় হুট করে কিছু করে বসবে না তুমি। তাছাড়া আমি নিজে থেকে তোমাকে কিছু বলতেও চাই না।

boighar.com

আমার ভাই রায়ানই হয়তো এ ব্যাপারে তোমার সাথে কথা বলতে চাইবে।'

রায়ান ও তার সাথের লোকটা কিডের টেবিলের দিকে এগিয়ে এল, নির্লিপ্ত দৃষ্টিতে তাকাল সে ওদের দিকে।

অপর লোকটা মাঝবয়সী, শরীরের গড়ন ও উচ্চতা মাঝারি আকৃতির। খুদে র‍্যাঞ্চারদের রীতিতে কাপড়-চোপড় পরেছে সে। চেহারাটা বেশ বন্ধুসুলভ। ডান কোমরে ঝোলানো হোলস্টারটা আনকোরা। পয়েন্ট ফরটি ফাইভ কোল্টটার চকচকে বাঁট উঁকি দিচ্ছে হোলস্টার থেকে।

টেবিলের পাশে এসে থামল দু'জন। রায়ান বলল, 'মি. কিড...?'

'শুধুই কিড। তোমরা দুজন নিশ্চয় আমার সঙ্গে ড্রিংকসে যোগ দিতে আপত্তি করবে না?'

'অবশ্যই না। মি. উইলস কথা বলতে চাইছেন তোমার সাথে। অবশ্য যদি তোমার আপত্তি না থাকে। এখানে তুমি একজন আগন্তুক এবং এই ছোট্ট এলাকাটাতে বেশ গোলমেলে অবস্থা চলছে এ-মুহূর্তে।'

'জিম উইলস,' বিনয়ী কণ্ঠ জিম-এর। দু'টো চেয়ার টেনে নিয়ে কিডের বিপরীত দিকে বসল দু'জন। 'আমাকে শুধুই জিম বলে ডাকতে পারো। এখানে সত্যি এখন বড়ই দুঃসময় চলছে, মি. কিড। আমি তোমাকে শুধু একটিই প্রশ্ন করব, অবশ্য যদি তুমি জবাব দিতে চাও।'

'বলো কি বলবে।'

'তুমি কি পিটার কিংয়ের পে-রোলে নাম লিখিয়েছ?'

'না, আমি কারও পে-রোলে নেই। আমি কারও নই, এখনও একান্তই নিজের। অবশ্য এমন নয় যে, পছন্দসই মনে হলে পিস্তল ভাড়ায় খাটাতে গররাজি হব আমি।'

'বেঁচে থাকার জন্য কিছু একটা করো নিশ্চয়?' রায়ানের প্রশ্ন।

'আসলে আমার মূল কোন পেশাই নেই। যখন যা ইচ্ছে তাই করি। আপাতত ছোট্ট একটা স্পট বাছাই করে র‍্যাঞ্চিং শুরু করাও আমার পরিকল্পনায় আছে। তাই বলে আবার ভেবে বোসো না, এখুনি শুরু করতে চাচ্ছি সেটা।'

জিম উইলস্ ও রায়ানের মধ্যে চট করে একপলকের জন্য চোখা-চোখি হলো।

'কিন্তু এখানে কেন র‍্যাঞ্চ করতে চাইছ?' জানতে চাইল জিম।

'সেটা একটা সম্ভাবনা মাত্র। নিশ্চিত করে কিছুই বলিনি আমি। যে কোন মানুষই অবশেষে কোথাও থামতে চায়।'

'পিটার কিং তাহলে ভাড়া করেনি তোমাকে?' শাণিত প্রশ্ন মলির।

'থামো মেয়ে,' হাত তুলে ইশারা করল রায়ান। 'তুমি শুনেছ, জবাবটা আগেই দিয়েছে ও।'

'আসলে কিংস্‌দের কারও সাথে আগে কখনও দেখাই হয়নি আমার,' নিরীহ গলা কিডের, যেন ভাজা মাছটি উল্টে খেতে জানে না। 'তবে তোমাদের কাজে লাগতে পারে এজন্যই বলছি—সান আন্টোনিও থেকে আসার পথে ওদের একটা বিশাল দলকে পেছনে ফেলে এসেছি।'

রায়ান ও জিম উইলস্‌কে চমকে উঠতে দেখল কিড, উদ্বিগ্ন চেহারায় দৃষ্টি বিনিময় করল আবার দু'জন।

'তুমি কি পল কিং আর উইনটার ওয়্যাগনগুলোর কথা বলছ?' জানতে চাইল জিম।

'পল কিং কিনা জানি না। ওয়্যাগন, হ্যাঁ। আর ঘোড়াগুলোর গায়ে "কে সি ব্র্যান্ড" মারা আছে। ক্যাটল ড্রাইভার, একটা সুন্দরী মেয়ে, ফিটফাট পোশাক পরা আধবুড়ো এক লোক, এবং প্রচুর রাইডার রয়েছে ওদের দলে।'

'তোমার কি ওই রাইডারদেরকে সাধারণ র‍্যাঞ্চ হ্যান্ড বলে মনে হয়েছে?' উদ্বিগ্ন কণ্ঠ রায়ানের। 'তোমাকে বিরক্ত করছি বলে

boighar.com

মাফ চাইছি। কিন্তু বিষয়টা আমাদের জন্য অত্যন্ত জরুরী।'

'সত্যি কথা বলতে কি,' নির্লিপ্ত কণ্ঠ কিডের। 'সাধারণ র‍্যাঞ্চ হ্যান্ডদের মত মোটেই মনে হয়নি আমার ওদেরকে। হার্ডকেস সব, কিংস ওয়্যাগনের সাথে ওদেরকে দেখে অবাকই হয়েছি। আমার ধারণা, এ মুহূর্তে র‍্যাঞ্চ সামলানোর জন্য প্রচুর লোকজন নেই ক্রাউন র‍্যাঞ্চের হাতে।'

'ওহ্ খোদা!' টেবিলের প্রান্তে করাঘাত করল জিম উইলস। 'ওই ড্যাম জুড বেলের কথাই ঠিক। গানহ্যান্ড ভাড়া করেছে ওরা আমাদের পিষে মারার জন্য।'

'চুপ করো জিম,' রায়ান বলল। 'আফ্টার অল মি. কিডের কোন স্বার্থই নেই এখানে।'

'থাকতেই হবে,' আবার টেবিল চাপড়াল জিম উইলস্। 'এখানকার নারী-পুরুষ সবারই এতে উদ্বিগ্ন হবার কারণ আছে।'

'এসো জিম,' র‍্যাঞ্চারের হাত ধরে বারের দিকে টেনে নিয়ে চলল রায়ান। মলিও চলল ওদের পিছু পিছু।

আরও ঘণ্টাখানেক টেবিলে কাটাল কিড, একাকী পান করে চলল, আর সব ঘটনা পর্যালোচনা করল মনে মনে। অবশেষে নিজের কামরায় ফিরে এল সে। শরীরটা ভীষণ ক্লান্ত, শোবার সাথে সাথেই ঘুমিয়ে পড়ল গভীর ঘুমে।

চার

আবহাওয়া খারাপের দিকে যাচ্ছে ক্রমেই। তাপমাত্রা দ্রুত নেমে যাচ্ছে প্রতিদিন। জানুয়ারির প্রথম দিকে শীতের পুরোপুরি জেঁকে

বইঘর.কম

বসার কথা। কিন্তু তার আগেই কানাডিয়ান তুন্দ্রা অঞ্চল হতে বয়ে আসা তীব্র তুষার ঝড়ের আশঙ্কা করছে কিড।

বাজে আবহাওয়া সত্ত্বেও পরবর্তী পুরো দুটো দিন স্যাডলে কাটাল সে। প্রিয় ঘোড়া জনির পিঠে চড়ে হর্সশুর আশপাশে পুরো রেঞ্জ চষে বেড়াল। প্রতিকূল পরিবেশে দীর্ঘকাল কাটিয়েছে সে, আবহাওয়ার ব্যাপারে আগাম আঁচ করতে পারে সহজেই। বাতাসের গন্ধ শুঁকে বলে দিতে পারে কখন ঝড়-বৃষ্টি শুরু হবে, কিংবা কখন নিরাপদ আশ্রয় খোঁজা দরকার।

ওর ধারণা, তীব্র তুষার ঝড় নামবে এ বছর। পুরু তুষারের চাদরে ঢেকে যাবে মাটি। আর তুষার ঝড় একবার শুরু হলে চলাফেরা কঠিন হবে। তার আগেই এলাকাটা সম্পর্কে মোটামুটি ধারণা নিয়ে নিতে চায় সে। তার মিশনের সাফল্য, এমনকি জীবন মরণও নির্ভর করে অনেক কিছু জানার উপর।

আপাতদৃষ্টিতে উদ্দেশ্যবিহীনভাবে ঘোরাফেরা করছে বলে মনে হলেও কোন কিছুই চোখ এড়াচ্ছে না কিডের। তার তথ্য ও অভিজ্ঞতার ঝুলি বেশ ভারী। দীর্ঘ সময় পশ্চিমের বিস্তীর্ণ এলাকায় ঘুরে বেড়িয়েছে সে। লুকোনো ঝরনা, পানির উৎস, ছোট্ট ভ্যালি, ড্রয়ের উৎস ও অবস্থান, পাথরের খাঁজ, বুনো প্রাণী বা মানুষের ট্র্যাক, লুকোনো হাইড আউট–এসব সহজেই খুঁজে নিতে পারে সে। মূলত অভিজ্ঞতার জোরেই এতদিন টিকে আছে ও এই কঠিন দুনিয়ায়।

মাঝে-মধ্যেই সডিম্যানদের ঘোড়ার ট্র্যাক, চরতে থাকা গরু, সডি হাউজের উপর চিমনির ধোঁয়া দেখতে পেল সে। তাদের জীবনযাত্রা সম্পর্কে বোঝার চেষ্টা করল। নিজের পেছনে ট্র্যাক না রাখার চেষ্টা করছে ও, সতর্ক ভাবে চলছে, কিন্তু প্রথম দিন দুপুরের পরই পরিষ্কার বুঝতে পারল, অনুসরণ করা হচ্ছে তাকে।

একজন সাধারণ রাইডার কখনোই সহজে ট্রেইল ওয়াচারদের অস্তিত্ব টের পেত না। কিন্তু কিড গ্যারিসন সাধারণ কেউ নয়,

boighar.com

অ্যাপাচিদের মতই পিছু নেয়া লোকদের অস্তিত্ব অনুভব করতে পারে সে।

গা করল না কিড, ট্র্যাকারদের বুঝতেই দিল না যে ও কিছু টের পেয়েছে। ওরা যদি অনুসরণ করতে পছন্দ করে করুক না, বুঝতে পারবে ঘোড়ার ডিম। অবশেষে জিম উইলস্ কিংবা অন্য কাউকে পাঠাবে তাকে আবার জেরা করার জন্য।

কিড নিশ্চিত, তার অনুসরণকারীরা খুদে র‍্যাঞ্চারদেরই লোক। ক্রাউন র‍্যাঞ্চের মত একটা বৃহৎ আউটফিট একজন নির্জন রাইডারকে নিয়ে মাথাই ঘামাবে না। যদি না ওরা তার পরিচয় জানে। এবং সে প্রায় নিশ্চিত, এখানে কেউই এখনও ওর পরিচয় জানে না।

দ্বিতীয় দিন বিকেলে বিখ্যাত ক্রাউন স্পেশাল গরুগুলো দেখার সুযোগ পেল সে। বাদবাকি গরুগুলোর মত ক্রাউন র‍্যাঞ্চের সর্বত্র চরার স্বাধীনতা দেয়া হয়নি ওগুলোকে। র‍্যাঞ্চ হাউজের পশ্চিমে লম্বা ভ্যালির বুক চিরে নেমে আসা স্বচ্ছ ক্রীকটার পাশে সমৃদ্ধ ঘাসে চরে বেড়াচ্ছে গরুগুলো। ক্রাউন র‍্যাঞ্চ রাইডাররা দিনরাত কড়া নজর রাখছে ওগুলোর উপর। নির্ধারিত সময়ান্তে মূল বাঙ্কহাউজ হতে নতুন রাইডার এসে প্রহরারত রাইডারদের রিলিজ দিচ্ছে। সুষ্ঠু প্ল্যান মাফিক চলছে সবকিছু।

শহরের লোকজনের সাধারণ কথাবার্তা হতে ওসব তথ্য জানতে পেরেছে সে। মজার ব্যাপার হলো, শহরের প্রায় অর্ধেক লোক পিটার কিংয়ের উদ্যোগকে স্বাগত জানায়। বাকি অর্ধেক মনে করে, খুদে র‍্যাঞ্চারদের শেষ করে দেবে ওই গরুগুলো। শুধু মাত্র বৃহৎ ক্যাটল কিংরাই ওগুলো ব্রিড করার সুযোগ পাবে। স্পেশাল ব্র্যান্ড যখন গোটা দেশটায় গিজ গিজ করবে, খুদে র‍্যাঞ্চারদের গরুগুলোর কানাকড়ি মূল্যও থাকবে না আর।

কিড বুঝতে পারছে, কেন এ গরুগুলো নিয়ে এত জল্পনা-

বইঘর.কম

কল্পনা। ভ্যালির চূড়ার ঝোপ-ঝাড়ের আড়াল থেকে পর্যবেক্ষণ করছে সে, শক্তিশালী জার্মান ফিল্ড গ্লাস ব্যবহার করছে এ কাজে। সে নিশ্চিত, এতদূর থেকে কাউহ্যান্ডরা দেখতে পাবে না তাকে।

'ওহ্ গড!' স্বগতোক্তি করল কিড। 'এ গরুগুলোর জন্য লোকজন ফাইট দেবে তাতে অবাক হবার কি আছে?'

বিশাল আকৃতির গরু ওগুলো, এযাবৎকাল ওর দেখা সাধারণ গরুগুলোর তুলনায় কয়েক গুণ বড়। মোটা-তাজা ওগুলো, গোটা দেহ চর্বি আর মাংসে ঠাসা। জীবনে কখনও দেখেনি সে এজাতীয় গরু। শুধু ও কেন, সম্ভবত টেক্সাস তথা গোটা আমেরিকায় আর কেউ দেখেনি।

পিটার কিংয়ের প্রতি একটা শ্রদ্ধাবোধ জেগে উঠল ওর মনে। যে র‍্যাঞ্চার এমন সুন্দর গরু ব্রিড করতে পারে, সে-ই তো ক্যাটলম্যানদের রাজা। নিঃসন্দেহে শ্রদ্ধার পাত্র সে। যারা এ গরুগুলো ধ্বংসের চক্রান্তে মেতে উঠেছে তাদেরকে ঘৃণা না করে উপায় নেই।

লেদার কেসে ফিল্ড গ্লাসটা ঢুকিয়ে রাখল কিড, জনিকে অদূরে একটা মেস্কিট ঝোপের সাথে বেঁধে রেখেছিল, ওদিকে এগিয়ে গেল। ঠিক তখুনি নড়াচড়াটা চোখে পড়ল। প্রায় সিকি মাইল দূরে একটা চড়াইয়ের কিনারায় ঝোপ-ঝাড় নড়ে উঠল হঠাৎ। কেউ একজন লুকিয়ে ছিল সেখানে, ওর কার্যকলাপ দেখছিল।

একলাফে স্যাডলে উঠল কিড, দ্রুত ঘোড়া ঘুরিয়ে চড়াইটার পেছনে চলে এল। যে লোকটা স্পাইগিরি করছিল, সে যেই হোক, দ্রুতই পালিয়েছে। পরিষ্কার ট্র্যাক রেখে গেছে লোকটা পেছনে। একটা পনি ঘোড়ায় চড়ে এসেছিল সে। ঘোড়াটা ইন্ডিয়ান পনির মতই নালবিহীন, যদিও ইন্ডিয়ান নয় সে।

লোকটা যেখানে ঘোড়া থেকে নেমেছিল, সেখানে মাটিতে তার বুটের তলার ছাপ বসে আছে। দীর্ঘ ব্যবহারে ক্ষয়ে গেছে তলাটা। কিড নিশ্চিত, অন্য কোথাও দেখলেও স্পষ্ট চিনতে

boighar.com

পারবে সে সেটা।

লোকটাকে ট্র্যাক করার চিন্তা বাদ দিল সে। শীঘ্রিই আঁধার নামবে, এ রুক্ষ ভূমির কিছুই দেখা যাবে না তখন। লোকটার পিছু নিলে সে নিজেই অ্যামবুশের শিকার হতে পারে। তাছাড়া পিছু নেয়ার পক্ষে যুক্তিযুক্ত কোন কারণও নেই। অতএব শহরে ফিরে যাবে বলে ঠিক করল সে।

শহরে পৌঁছেই জ্যাক উলফের সাথে দেখা হলো। লিভারি স্টেবলে নিজের ঘোড়ার জন্য একটা নতুন ব্রিডল কিনছে রেঞ্জার। 'আমরা খুব একটা আগে পৌঁছিনি কিড,' লিভারিম্যানের কান বাঁচিয়ে বলল জ্যাক। 'র‍্যাঞ্চে ওদের ধারণা, কাল অথবা পরশুই পৌঁছুচ্ছে পল কিংয়ের গানফাইটার পার্টি। ওরা বলাবলি করছে, ওই সডিম্যানদের নিকেশ করার জন্যই গানহ্যান্ড নিয়ে আসছে পল। ওদের কেউ কেউ মোটেই পছন্দ করছে না ব্যাপারটা। ওরা কাউহ্যান্ড, গানহ্যান্ড নয়। ওদের আশঙ্কা, ওয়ার বাধলে ওদের মাঝেও কেউ কেউ মারা পড়তে পারে। তবে ওই সডিম্যানদের শাস্তি দেয়ার ব্যাপারে একমত সবাই। কিন্তু চোরাগোপ্তা হামলার শিকার হতে চায় না কেউই।' শহরের লোকজনও যুদ্ধ চায় না। ওদের ধারণা, কেউই পুরোপুরি জিতবে না এ যুদ্ধে। মাঝে পড়ে তাদের ব্যবসাটা মন্দা যবে বেশ অনেকদিনের জন্যে।

'আমার বিশ্বাস,' জ্যাকের মন্তব্য। 'পিটার কিংও যুদ্ধ চায় না, পারলে বরঞ্চ এড়িয়ে যায়। কিন্তু স্পেশাল ব্র্যান্ডের ব্যাপারে অত্যন্ত স্পর্শকাতর পিটার। ওগুলো রক্ষার জন্য যে-কোনও কিছু করতে পিছপা হবে না সে।'

'কেউই আসলে যুদ্ধ চায় না। অপরপক্ষে সবাই মুখিয়ে আছে যুদ্ধের জন্য। পরিস্থিতি বেশ নাজুক, জ্যাক। পিকোস রেড ও তার ছেলেরা এখানে পা দেয়ার সাথে সাথেই বিস্ফোরণটা ঘটবে বলে আশঙ্কা করছি আমি।'

'সেক্ষেত্রে আমাদের করণীয় কি, কিড? দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে

আঙুল চুষতে নিশ্চয় পাঠানো হয়নি আমাদেরকে।'

'বোমাটা ফাটার আগেই ফিউজ আলগা করে দিতে হবে আমাদের,' কিডের জবাব। 'আমি মনে মনে যে তালিকা দাঁড় করিয়েছি, তার শীর্ষে রয়েছে পিকোস রেড। সডিম্যানদের, যাদেরকে চোরাগোপ্তা হামালার জন্য সন্দেহ করা হচ্ছে, তারাও বাদ পড়েনি তালিকা থেকে। তবু আমার তালিকাটা অসম্পূর্ণ এখনও।'

'তোমার কথার মাথামুণ্ডু কিছুই বুঝছি না আমি, কিড।'

'আমি একটা পূর্ণাঙ্গ তালিকার কথা বলছি। আড়াল হতে যে লোকটা সব কলকাঠি নাড়ছে তাকে এখনও সনাক্ত করতে পারিনি আমরা। শুরু থেকে এখানে সব অঘটনের হোতা ওই লোকটাই। প্রথমে ভেবেছিলাম, পিটার কিংই ইচ্ছে করে ওসব ঘটাচ্ছে। নিজে থেকে কৌশলে ঝামেলা বাধিয়ে সডিম্যানদের নিকেশ করার মওকা খুঁজছে। কিন্তু তোমার কথা শোনার পর আমার আগেকার ধারণা পালটে গেছে।

'সডিম্যানদের নেতা জুড্ বেলকেও সন্দেহের আওতায় রেখেছিলাম আমি। কিন্তু পরে ভেবেছি, লোকটা বিপজ্জনক হলেও কৌশলে কাজ সারার মত ঘিলু ওর ঘটে নেই। নাটের গুরু লোকটাকে খুঁজে বের করতেই হবে আমাদের, এবং তা করতে হবে যত তাড়াতাড়ি সম্ভব।'

'লোকটাকে খুঁজে পেলে কি করবে ভাবছ?'

'স্বেচ্ছায় ধরা দিতে বলব ওকে প্রথমে। তাতে কাজ না হলে মুখোমুখি দ্বন্দ্বের আহ্বান জানাব।'

লিভারি স্টেবলে জ্যাক উলফের কাছ থেকে বিদায় নিয়ে রায়ানের সেলুনের দিকে চলল কিড। পথে প্রচুর লোকজন দেখতে পেল রাস্তায়। হিচ রেইলগুলোয় প্রচুর ঘোড়া এবং কিছু রিগ বাঁধা। সেলুনগুলো থেকে বেশ হৈ-হল্লার শব্দ আসছে।

শনিবারের সন্ধ্যা এটা। নেস্টর ও কিছু খুদে র‍্যাঞ্চার পরিবার-

boighar.com

পরিজন নিয়ে ওয়্যাগনে চড়ে শহরে এসেছে। স্টোরগুলোয় শুকনো খাবার ও গ্রোসারীজ কিনে ওয়্যাগনে পুরছে ওরা। যে ক'টি র‍্যাঞ্চ কাউহ্যান্ড পোষার সামর্থ্য রাখে ওগুলো থেকে পাঞ্চাররা শহরে এসেছে উত্তেজনার গন্ধ শুঁকে। পশ্চিমের যে কোনও ফ্রন্টিয়ার শহরেই শনিবারের সন্ধ্যার চিত্র মোটামুটি এরকমই।

তবুও বাতাসে একটা উত্তেজনার গন্ধ পাচ্ছে কিড। জীবনের দীর্ঘ একটা সময় এসব ফ্রন্টিয়ার শহরে কাটিয়েছে সে, গন্ধ শুঁকেই পরিস্থিতি ও লোকজনের গতিবিধি আঁচ করতে পারে।

মোটেই স্বাভাবিক নয় শহরের পরিস্থিতি, যদিও বাহ্যিক দৃষ্টিতে শান্তই মনে হয়। চরম উত্তেজনা, রাগ ও ভীতির মিশ্র প্রতিক্রিয়া সর্বত্রই।

শহরের একটা বিশেষ সেলুনে অস্বাভাবিক জনসমাগম দেখা যাচ্ছে। যতসব রুক্ষদর্শন লোকজন জড়ো হয়েছে সেখানে। উচ্চৈঃস্বরে হৈ-হল্লা করছে ওরা। লিউস্ প্যালেস নামের সেলুনটাতে যতসব মাতাল, জুয়াড়ী ও বেশ্যাদের আড্ডা, ভদ্রলোকেরা ওটার ছায়া মাড়ায় না পারতপক্ষে।

রায়ানের সেলুনে ঢুকল কিড। এখানেও স্বাভাবিকের চেয়ে বেশি লোকজন। চার-পাঁচজন নিয়মিত খদ্দের ছাড়াও আরও কম পক্ষে জনা বিশেক বারের আশপাশে গাদাগাদি করে দাঁড়িয়ে চাপা উত্তেজিত কণ্ঠে কথাবার্তা বলছে ওরা।

লোকজনকে পাশ কাটিয়ে দো'তলার সিঁড়ি বেয়ে নিজের কামরায় চলে এল কিড, হাত-মুখ ধুয়ে ওভারকোটটা গায়ে চাপাল। দু'হোলস্টারের গানবেল্টটা পরে নিল কোমরে। এধরনের উত্তেজনাপূর্ণ একটা রাতে কেবল বোকারাই কোন অস্ত্র ছাড়া বাইরে বেরোয়।

সেলুনে ফিরে এসে এক কোণে দেয়ালের সাথে লাগোয়া নির্ধারিত চেয়ারটাতে বসল সে। ওখান থেকে পুরো কামরাটাই

বইঘর.কম

নজরে রাখা যায়। লিউস প্যালেসের খদ্দেরদের তুলনায় রায়ানের খদ্দেররা অপেক্ষাকৃত ভদ্র। শান্তিকামী মাইনার, ব্যবসায়ী, নিরীহ স্কোয়াটার এবং ভদ্র কাউহ্যান্ডরা ভিড় জমিয়েছে এখানে। প্রায় ফিসফিসিয়ে কথাবার্তা বলছে সবাই। আজ খুদে র‍্যাঞ্চার জিম উইলসকেও দেখা যাচ্ছে ওদের সাথে।

ছোট-ছোট দলে বিভক্ত লোকজন। নিচু স্বরে কথাবার্তা বলছে, শলাপরামর্শ করছে। কড়া হুইস্কি গিলছে ওরা, রাত বাড়ার সাথে সাথে মেজাজও তিরিক্ষি হয়ে উঠছে।

কিডের জন্য খাবার নিয়ে এল মলি। নিয়মিত মেন্যু স্টেক ও অ্যাপেল পাই আছে প্লেটে। মলিকে ওর সাথে কথা বলতে ইচ্ছুক বলে মনে হলো। আমন্ত্রণের অপেক্ষা না করেই বসে পড়ল সে একটা চেয়ার টেনে।

'কিসের যেন উত্তেজনা দেখতে পাচ্ছি আজ এখানে?' নিতান্ত গোবেচারা কণ্ঠ কিডের।

'জীবন বাজি রাখতে পারো এ ব্যাপারে,' প্রাণপণে উত্তেজনা গোপন রাখার চেষ্টা করছে মেয়েটা। 'পল কিংয়ের দলটাকে স্কাউট করছে ওরা। আজ দুপুরের দিকে খবর এসেছে, আগামী কাল পৌঁছুচ্ছে ওরা এখানে।'

'তাই?' নিরুত্তাপ কণ্ঠ কিডের।

'নিরাসক্ত ভাব নিয়ে বসে বসে হেঁয়ালি করতে পারো তুমি, কিড,' উষ্মা প্রকাশ পেল মেয়েটার কণ্ঠে। 'কিন্তু অন্যদের পক্ষে মোটেই সহজ নয় ব্যাপারটা। বুড়ো পল একটা রেগুলার আর্মি নিয়ে আসছে সাথে করে। সবাই বলছে, সান আন্টোনিও থেকে ভাড়া করা পেশাদার গানহ্যান্ড ওরা সব। আমাদের সবাইকে মেরে ফেলার জন্যে যথেষ্ট–যদি আমরা খুন করতে দিই ওদের।'

'কারা এসব কথা ছড়াচ্ছে মলি? ওরা জানছেই বা কিভাবে? এমনও তো হতে পারে, একটা বড় আউটফিটের জন্য স্রেফ শীতকালীন সাপ্লাই নিয়ে আসছে পল?'

boighar.com

'খবরটা নির্ভরযোগ্য, কিড,' উদ্বিগ্ন শোনাচ্ছে মলির কণ্ঠ। 'ওয়েস্ট টেক্সাস র‍্যাঞ্চারস অ্যাসোসিয়েশন সংগ্রহ করছে এসব তথ্য।'

'ওরাই কি আমাকেও অদৃশ্য ছায়ার মত অনুসরণ করছে?' জানতে চাইল কিড।

'ওহ্, কিড, আমি চাই না তোমার কোন ক্ষতি হোক। ওরা হয়তো ভাবছে, তুমি পিটার কিংয়েরই লোক, কিন্তু আসলে তো তুমি তা নও–তাই না?'

'আমি একান্তই আমার নিজের লোক, মলি। ওটা নিয়ে মোটেই ভাবতে হবে না তোমাকে।'

'ধন্যবাদ, কিড। পিটারের লোক হলে সত্যিকারের ঝামেলায় পড়তে তুমি। কিংসদের বিরুদ্ধে মুখিয়ে আছে এরা সবাই।'

টম রায়ানকে টেবিলের দিকে এগিয়ে আসতে দেখল কিড। 'বারের দিকটা একটু সামলাও, মলি।' বলল রায়ান, বিনীত ভঙ্গিতে কিডের দিকে তাকাল সে। 'ওরা ক'জন তোমার সঙ্গে কথা বলতে আগ্রহী, কিড। তুমি কি আমার অফিসে আসবে একটু?' কিডকে কিছুটা দ্বিধাগ্রস্ত দেখে রায়ান আবার বলল, 'আলাপটা খুবই জরুরী, কিড।'

আধ খাওয়া স্টেকটা প্লেটসহ হাতে নিয়ে উঠে দাঁড়াল কিড। 'চলো তাহলে। আলাপের সাথে সাথে খাওয়াটাও সারতে চাই আমি।'

বারের পেছনে রায়ানের ছোট্ট অফিসরূম। খুদে র‍্যাঞ্চার জিম উইলস্ ও আরও দু'জন অপেক্ষা করছে। 'প্রথমেই তোমাকে ডিস্টার্ব করার জন্য ক্ষমা চেয়ে নিচ্ছি,' জিম উইলস বলল। 'বড় দুঃসময়ে আমাদের শহরে এসে পড়েছ তুমি। ইতোমধ্যে নিশ্চয় শুনে থাকবে, ক্রাউন র‍্যাঞ্চ আর আমাদের মাঝে একটা রক্তক্ষয়ী ওয়ার শুরু হতে যাচ্ছে।'

'ভাসা ভাসা শুনেছি আমি সব,' মাথা দুলিয়ে বলল কিড।

বইঘর.কম

'যদিও ঝামেলার মূল কারণ কী সেটাই জানি না এখনও।'

'জানো না, তার কারণ তুমি এখানকার স্থায়ী বাসিন্দা নও,' রায়ানের জবাব। 'তোমার বিরুদ্ধে খুনে লেলিয়ে দেয়া হলে তোমার মনোভাব কি দাঁড়াবে, কিড?'

কিড বলল, 'কিন্তু আমি মনোভাব প্রকাশের আগে ভেবে দেখতে চাইব: কেন আমার ওপর ওদের এত রাগ? শুরু থেকে এর জন্য কারা দায়ী? প্রথমেই কি ওদের রাইডারদের দিয়ে খুনোখুনির সূত্রপাত ঘটেনি? দেখো, এসব প্রশ্ন শুধুই আমার অনুমান থেকে করছি।'

'তুমি কি কিংয়ের লোক?' সরাসরি, তীক্ষ্ণ প্রশ্ন রায়ানের।

'অবশ্যই ও তা নয়,' হস্তক্ষেপ করল জিম উইলস। 'মিস্টার, আমার ধারণা আমি জানি কারা প্রথম খুনোখুনি শুরু করেছে। হয়তো জুড বেল, কিন্তু মুখ ফুটে বলতে চায়নি কেউ সেটা। কিন্তু মূল সমস্যা সেখানে নয়। তুমি হয়তো পিটার কিংয়ের স্পেশাল ব্র্যান্ড গরুগুলোর কথা জানো। ওই গরুগুলো এক কথায় সুন্দর, খুবই সুন্দর। কিন্তু ওই গরুগুলো যখন উত্তরের ট্রেইলে তোলা হবে, তখন আমাদের গরুর কি অবস্থা হবে? আমাদের হাড্ডিসার লঙহর্নগুলো কে আর কিনতে চাইবে তখন?'

'আমার ধারণা,' কিড বলল। 'তোমরাও স্টাডবুল সংগ্রহ করে নিজেরা ওই গরুগুলোর ব্রীডিং শুরু করতে পারো। আমি নিজের চোখে দেখেছি ক্রাউন র‍্যাঞ্চের গরুগুলো। আমার ধারণা, আগামী দশ বছরে টেক্সাসের প্রত্যেকটা র‍্যাঞ্চে ওই স্পেশাল ব্র্যান্ড ব্রীড করা হবে।'

'কিন্তু ওই দশ বছরে আমরা খুদে র‍্যাঞ্চাররা শেষ হয়ে যাব, কিড। তখন গোটা দেশটাই কব্জা করে নেবে পিটার কিংয়ের মত বড় বড় র‍্যাঞ্চাররা।'

'মূল পয়েন্টে ফেরা যাক্, ম্যান,' অসহিষ্ণু শোনাল রায়ানের কণ্ঠ, 'দশ বছর দূরে থাক্, দশ দিনও হাতে পাচ্ছি না আমরা।

boighar.com

আমরা ওকে এখানে ডেকে এনেছি কিছু জানতে চাওয়ার জন্য–তাই নয় কি?'

'সংক্ষেপে বলছি আমি,' বলল জিম। 'আমরা মনে করি তুমি কিংয়ের লোক নও। তোমার পিস্তল ঝোলানোর কায়দা দেখেই এখানকার সবাই বুঝে ফেলেছে, ওগুলোর ব্যবহারও তুমি জানো, অন্তত অনেকের তুলনায় ভালই জানো। যদি আমাদেরকে ফাইট দিতে হয়, তোমাকে পাশে চাই আমরা।'

'আমি আমার নিজের লোক, জিম।' সোজাসাপ্টা জবাব কিডের।

'যদি তুমি চাও,' মরিয়া হয়ে উঠল জিম। 'ভাল পেমেন্ট করব আমরা। জুড বেলের কাছে সোনা আছে। আসলে এ মুহূর্তে বন্দুক চালাতে জানে এমন যে-কোন লোকই চাই আমাদের।'

'আমি ভাড়ায় খাটতে রাজি নই, জিম। আসলে আমার কোন পক্ষ নেয়া উচিত কিনা সেটাই বুঝতে পারছি না এখনও। দেখো, আমি তোমাদের বিপক্ষেও নই। এখানে পা দেয়ার আগ পর্যন্ত পিটার কিংয়ের চেহারাও দেখিনি কখনও।'

'দেখো, মিস্টার,' জিম উইলসের জবাব। 'বেপরোয়া হয়ে উঠেছি আমরা। হাতের কাছে যত লোক পাওয়া যায় সব ক'জনই দরকার আমাদের। তুমি হয়তো ভাবছ, আমরা হারবই, তাই আমাদের পক্ষ নেয়ার ঝুঁকি নিতে চাইছ না। কিন্তু আমরা লড়বই, এমনকি শরীরের সর্বশেষ রক্তবিন্দু দিয়ে হলেও।'

'জানি সেটা তোমরা করবে, জিম। কিন্তু আমার ভাবনা সেটা নিয়ে নয়।' খালি প্লেটটা নামিয়ে রাখল টেবিলে।

'তাহলে···?'

'তোমাদের প্রস্তাব বিবেচনা করার আগে কিছু প্রশ্নের জবাব জানতে চাইব আমি। আমি জানতে চাইব কারা প্রথম খনোখুনি শুরু করেছে, এবং তা বন্ধ করার জন্য কি ব্যবস্থা নেয়া হয়েছে। সব শেষে জানতে চাইব, আমার মত একজন বেয়াড়া লোককে

বইঘর.কম

কেনার জন্যে এত সোনা জুড বেল কোত্থেকে পেয়েছে। কেনই বা কেউ তাকে সোনা দিল?'

পিনপতন স্তব্ধতা নেমে এল ঘরে। কোন কথা বলল না কেউ কিছুক্ষণ।

'খোদার কসম!' বলল জিম। 'ওই লাইনে কখনও ভাবিনি আমি। আসলে এতই দুশ্চিন্তাগ্রস্ত ছিলাম, খুঁটিনাটি সবকিছু খতিয়ে দেখার সুযোগই পাইনি।'

'তোমাদের ভাবা উচিত ছিল, জিম। এমন একজন আড়ালে থেকে সব কলকাঠি নাড়ছে, যে পিটার কিং ও তার ক্রাউন স্পেশাল ব্র্যান্ড-এর ধ্বংস চায়। সে তোমাদের বুঝতেই দিচ্ছে না, তার আসল উদ্দেশ্য। দাবার ঘুঁটির মত ব্যবহৃত হচ্ছ তোমরা।'

'তুমি বলছ আর কেউ উস্কে দিচ্ছে লড়াইটা? অন্যদের সাথে তাহলে এ ব্যাপারে আলাপ করা দরকার।'

কিন্তু তার সুযোগ পেল না জিম উইলস। বুলেটটা জানালার কাঁচ ভেদ করে জিমের পিঠে আঘাত হানল। গুলির ধাক্কায় চেয়ারসুদ্ধ ফ্লোরের উপর উল্টে পড়ল সে।

এক লহমায় সচল হয়ে উঠল কিড, বাম হাতে ঝাড়া মেরে টেবিলের উপর জ্বলতে থাকা মোমবাতিটা নিভিয়ে দিল, ডান হাতে চলে এল পয়েন্ট ফরটি ফাইভ কোল্টটা। দরজায় তালা দেয়া দেখে এক পা পেছনে সরে এসে জোরে লাথি চালাল লক্-এর উপর, মুহূর্তে হাট হয়ে গেল দরজাটা।

শূন্যে ডাইভ দিল কিড, খোলা দরজার মধ্য দিয়ে উড়ে গিয়ে লম্বাভাবে বাইরের তুষারের উপর এসে পড়ল শরীরটা। জানালার পাশ থেকে খোলা দরজা বরাবর গুলি করল একটা অস্পষ্ট ছায়ামূর্তি। দরজার পাশে দাঁড়ানো লোকটা অস্ফুট চিৎকার করে বারের পেছনে শেডের কোণার দিকে লাফ দিল। কয়েক মুহূর্তের ব্যবধানে ঘটে গেল সবকিছু।

আধশোয়া অবস্থায়ই গুলি করল কিড। জানালার পাশের

boighar.com

ছায়মূর্তিটা টলে উঠল, মাটিতে পড়ার আগেই মারা গেছে সে। দ্বিতীয় লোকটার পিস্তল খাপমুক্ত হবার আগেই ওর কপালে একটা ত্রিনয়ন সৃষ্টি করল কিডের পয়েন্ট ফরটি ফাইভ কোল্টের একটা বুলেট। তার পেছনের তৃতীয় লোকটা ছুটে মিলিয়ে গেল অন্ধকারে। কয়েক মুহূর্ত স্থায়ী যুদ্ধটা থেমে গেল হঠাৎই।

পাঁচ

বার থেকে লোকজন ছুটে আসছে। ঘটনার আকস্মিকতায় হতবিহ্বল সবাই।

'কেউ গিয়ে তাড়াতাড়ি একজন ডাক্তার ডেকে আনো,' জরুরী কণ্ঠ কিডের। জানালার পাশের মৃতদেহটার পা ধরে টেনে-হিঁচড়ে আলোয় নিয়ে এল সে, 'লোকটা কে?' জানতে চাইল। 'ব্রাডলি ওর নাম,' বলল একজন। 'জুড বেল এর খুব কাছের লোক। জিম উইলসের সাথে বিবাদ ছিল ওর।'

'মরে ভূত হয়ে গেছে শালা,' বিরূপ কণ্ঠ রায়ানের। 'ও-ই জানালা দিয়ে জিমকে গুলি করেছিল।'

'আরও একজন পালিয়ে গেছে,' বলল কিড। 'হয়তো জুড বেল নিজেই। যদি তাই হয় তবে সে আবার ফিরে আসছে। তোমাদের বরঞ্চ দ্রুত ডাক্তার ডেকে আনা উচিত। নইলে জিম উইলসকে বাঁচানো যাবে না।'

'কিন্তু, কিড,' ইতস্তত কণ্ঠে রায়ান বলল। 'হর্স শু ও তার আশপাশে কোন ডাক্তার নেই। বুড়ো মাতাল হাড্‌সনকে ডাক্তার না বলে কসাই বলাই ভাল। তবে দুশ্চিন্তার কারণ নেই। মলি

বইঘর.কম

নার্সিংয়ের কাজটা ভালই রপ্ত করেছে। জুড্ বেল আবার ফিরে আসবে বলতে চাইছ?'

'দশ ডলার বাজি রাখতে পারো। আমি তোমাদের সবাইকে তৈরি থাকার পরামর্শ দিচ্ছি। আমার কথাগুলো বিশ্বাস করেছিল বলেই জিম উইলস্‌কে গুলি করা হয়েছে। জুড্ বেল রেঞ্জ ওয়ারটা থামতে দেবে না। ওটা জিইয়ে রাখার জন্যই অদৃশ্য কোন উৎস থেকে স্বর্ণ পাচ্ছে সে। লুইস প্যালেস থেকে দলবলসহ ফিরে আসবে জুড। যারাই ওর বিপক্ষে দাঁড়াবে, গুলি করে মারবে তাদেরকে।'

'ওরা সংখ্যায় আমাদের তুলনায় অনেক বেশি,' হতাশ কণ্ঠ রায়ানের। 'কি করব আমরা এখন?'

'তোমরা যা করবে বলে ভাবছে জুড্ বেল, সেটাই কেবল এড়িয়ে যেতে হবে তোমাদের। ও ভাবছে, এ জায়গাটায় গাদাগাদি করে দাঁড়িয়ে থাকবে তোমরা। তারপর ওরা আগুন ধরিয়ে দেবে ঘরটাতে। আগুনের লক্‌লকে শিখা যখন গোটা ঘরটা গ্রাস করবে, বেরিয়ে আসতে বাধ্য হবে তোমরা। তখন আড়ালে থেকে খরগোশের মত গুলি করে মারা যাবে সবাইকে।'

'আমরা পালিয়ে যেতে পারি না,' বলল একজন শহরবাসী। 'আমরা যদি তা করি তবে ওই সডিম্যানরা লুঠ করবে শহরটা, খুন করবে, রেপও করবে। এ অবস্থায় তুমি কী করতে বলো আমাদের?'

'না চাইলেও দেখি জড়িয়ে পড়ছি আমি,' পিস্তল রিলোড করতে করতে বলল কিড। 'আমি একটা চেষ্টা চালাতে যাচ্ছি। জুড্ বেল তার লোকজনকে জড়ো করার আগেই লুইস প্যালেসে পৌঁছুতে চাই আমি। ওকে বের করে নিয়ে আসাই আমার ইচ্ছে। ভাল নার্ভ থাকলে যে কেউই আসতে পারো আমার সাথে।'

'এটা ভয়ানক ঝুঁকির কাজ হয়ে যাবে, কিড,' প্রতিবাদ জানাল রায়ান। 'তোমাকে খুন হয়ে যেতে দেয়ার কোন অধিকার নেই

boighar.com

আমাদের।'

'এটাই একমাত্র উপায়, টম!' দৃঢ় কণ্ঠ কিডের।

টপকোটের নিচের দিকের বোতামগুলো খুলে দিল সে। দরকার পড়লে সহজেই পিস্তল তুলে আনা যাবে। স্টেটসন হ্যাটটা মাথায় ঠিকঠাক মত বসিয়ে দিয়ে লুইস প্যালেসের দিকে এগিয়ে চলল সে, রায়ানও বারের পেছন থেকে একটা শটগান তুলে নিয়ে তার পিছু নিল।

আরও জনা ছয়েক লোক অনুসরণ করল ওদের। বাকিরা পেছনে দাঁড়িয়ে আছে, সিদ্ধান্তহীনতায় ভুগছে। সবাই জানে, জীবন মরণের প্রশ্ন উপস্থিত ওদের সামনে। মরিয়া হয়ে সাহস সঞ্চয়ের চেষ্টা করছে ওরা, অথচ সময় কেটে যাচ্ছে অতি দ্রুত।

হঠাৎ দাঁড়াল কিড, পরিস্থিতি খতিয়ে দেখল মনে মনে। তার পিছু নেয়া সামান্য ক'জন লোক নিয়ে খুব অল্প সময়ই টিকে থাকতে পারবে। লুইস প্যালেসে জুড্ বেল-এর অন্তত পনেরো থেকে বিশ জন যুদ্ধবাজ লোক আছে। 'আমার সাথে আসার দরকার নেই তোমাদের,' নির্দেশ দিল কিড। 'লুইস প্যালেসের চারদিকে ছড়িয়ে ছিটিয়ে পড়ো সবাই। আমি যে করেই হোক জুডকে বের করে আনব। আমি ছাড়া দ্বিতীয় আর কাউকে বেরোতে দেখলেই সোজা গুলি করবে।'

'পাগলামো, স্রেফ পাগলামো এটা।' সমস্বরে প্রতিবাদ জানাল কয়েকজন। গা করল না কিড, এগিয়ে চলল সামনের দিকে।

কাজটা অত্যন্ত বিপজ্জনক, জানে সে। তার জীবন মরণ এখন একটা সুতোয় ঝুলছে। এ মুহূর্তে দ্রুত পিস্তল চালনা ও নার্ভ শক্ত রাখা জরুরী।

সাইড ওয়াক ধরে দৃঢ় পদক্ষেপে এগুচ্ছে দীর্ঘদেহী রিও কিড, বুকে একরাশ উৎকণ্ঠা নিয়ে অপেক্ষা করছে সবাই। উন্মাদ নাকি লোকটা? ভাবছে ওরা। যেচে মরতে চাইছে কেন?

আচমকা ব্যাটউইং ডোর ঠেলে সেলুনে ঢুকল কিড। বাইরে

বইঘর.কম

থেকে এক ঝলক ঠাণ্ডা বাতাস ভেতরের কেরোসিন ল্যাম্পের আলোগুলোকে নাড়িয়ে দিল।

ওর ধারণাই ঠিক, জুড বেল ও তার সঙ্গীরা অসতর্ক এ মুহূর্তে। মদ্যপান ও হৈ-হল্লায় মত্ত ওরা, রায়ানের সেলুন আক্রমণের জন্য অস্ত্রগুলো ঠিকঠাক করছে। ভাবতেই পারেনি, হুট করে একা কেউ এসে পড়তে পারে এভাবে।

এক মুহূর্ত কিছুই বুঝে উঠতে পারল না লোকগুলো। যখন বুঝল তখন অনেক দেরি হয়ে গেছে, দু'হাতে দু'টো কোল্ট নিয়ে ওদেরকে কাভার দিয়ে দাঁড়িয়ে রয়েছে যেন সাক্ষাৎ যমদূত।

পিনপতন স্তব্ধতা কামরায়। ওদেরকে হতভম্ব অবস্থা কাটিয়ে ওঠার সুযোগ না দিয়েই কিড বলল, 'স্রেফ দাঁড়িয়ে থাকবে সবাই,' হিমশীতল কণ্ঠ ওর, সডিম্যানদের বুক কাঁপিয়ে দেয়ার জন্য যথেষ্ট ওটা। 'যে যেখানে আছ সেখানেই দাঁড়িয়ে থাকবে। কেউ একচুল নড়েছ কি মরেছ। আমি জুড বেলকে নিতে এসেছি, ওকে পেলেই চলে যাব।'

'পাগল হয়েছ, তুমি!' হতভম্ব ভাবটা জুড্ই কাটিয়ে উঠল প্রথম। 'এখান থেকে কখনোই জ্যান্ত বেরোতে পারবে না।'

'আমি যদি না পারি তাহলে তুমিও পারবে না, জুড বেল,' কিড বলল।

পেছনে দাঁড়ানো এক লোক হঠাৎ পিস্তলের দিকে হাত বাড়াল। সঙ্কীর্ণ সেলুন ঘরটায় খুদে কামানের মত গর্জে উঠল কিডের পিস্তল। আর্তচিৎকার করে হাত চেপে ধরল লোকটা। ওর বাম হাতটা ঝুলছে কনুই থেকে।

'অতএব,' র‍্যাটলারের দৃষ্টি কিডের চোখে। 'আর কেউ চেষ্টা করে দেখবে নাকি?'

'ওকে খতম করে দাও!' চেঁচিয়ে বলল জুড বেল। কিন্তু এই আদেশে কেউ সাড়া দিল না, অনড় দাঁড়িয়ে রইল সবকজন।

'যদি সাহস থাকে,' অবজ্ঞার সুর কিডের কণ্ঠে। 'তুমি নিজেই

boighar.com

আমাকে খতম করার চেষ্টা করছ না কেন? তোমাকে কাপুরুষ ভাবতে ঘৃণাই হচ্ছে আমার।'

বাম হাতে রাইফেলের মাজল ধরে আছে বেল। কিন্তু সে জানে, অস্ত্রটা সোজা করার আগেই ওর বুক ফুটো হয়ে যাবে আগন্তুকের গুলিতে। মুক্ত ডান হাতে লুকোনো ছুরি অথবা ক্ষুদ্র ডেরিঞ্জার দিয়ে চেষ্টা করার কথা ভাবল একবার, যথেষ্ট সাহস সঞ্চয় করতে পারল না।

বাকিরা নিশ্চিত হলো, কিছুই করতে পারবে না জুড। হাল ছেড়ে দিল সবাই। বাজিতে জিতে গেছে, বুঝতে পারছে রিও কিড।

কিন্তু জুড্ বেল যদি অ্যাকশনে যেত, তবে তাকে ব্যাক করত ওর বন্ধুরা। তখন জুড্ সহ কয়েকজনকে মেরে ফেলতে পারলেও নিজের মৃত্যুটা ঠেকাতে পারত না সে। সেক্ষেত্রে পর্দার অন্তরাল থেকে কলকাঠি নাড়তে থাকা লোকটার উদ্দেশ্য ঠিকই সফল হত। রেঞ্জ ওয়ারটা ঠেকানো যেত না কিছুতেই।

'চলে এসো জুড্,' গুমোট ঘরটায় গম্ গম্ করে উঠল কিডের ভারী কণ্ঠ। 'রাইফেলটা বারের পাশে রেখে আসতে ভুলো না যেন আবার। আর হাত দু'টো এমনভাবে রাখবে, যেন সহজেই চোখে পড়ে।'

বিনা বাক্যব্যয়েই আদেশ পালন করল জুড। জুতোর গোড়ালি দিয়ে দরজা ফাঁক করে জুডকে বেরোতে দিল কিড, দুই হাতে পিস্তল দু'টো আগের মতই বাগিয়ে ধরে রেখেছে। 'আগামী আধ ঘণ্টার মধ্যে এখান থেকে বেরোবার চেষ্টা কোরো না কেউ,' বলল কিড। 'অন্তত এক ডজন লোক জায়গাটা ঘিরে রেখেছে, এবং অস্ত্র চালাতে জানে ওরা সবাই। ভিন্ন কোন চিন্তা করলেই স্রেফ মারা পড়বে।'

পিছু হটে গিয়ে সেলুন থেকে বেরিয়ে এল কিড, সামান্য নড়াচড়াও করছে না সডিম্যানদের কেউ। কিডের কথা অক্ষরে

বইঘর.কম

অক্ষরে বিশ্বাস করেছে ওরা।

লুইস প্যালেসের সামনে সাইড ওয়াকে দাঁড়িয়ে আছে জুড বেল, তার দিকে তাক করে থাকা বিভিন্ন ধরনের আগ্নেয়াস্ত্রের দিকে অসহায় দৃষ্টিতে তাকাচ্ছে।

বেলকে নিয়ে রায়ানের সেলুনের দিকে এগোল কিড, কয়েক পা এগিয়েই দাঁড়িয়ে পড়ল। সম্মিলিত ঘোড়ার খুরের শব্দ, স্যাডলের ক্র্যাক-ক্র্যাক ও ওয়্যাগনের চাকার ঘড়-ঘড় শব্দ শোনা যাচ্ছে।

লম্বা কলামে এগিয়ে আসছে রাইডাররা, প্রবল উত্তরা বাতাস ঠেকাতে কোটের কলারগুলো কান পর্যন্ত তুলে দিয়েছে। বাতাস ও কুয়াশায় ওদেরকে প্রথমে আর্মি ক্যাভালরি বলেই ভ্রম হলো। রাইডারদের পেছনে চলেছে চাক ওয়্যাগনগুলো।

হাতে বন্দুক ধরা অবস্থাতেই দাঁড়িয়ে আছে কিড, মেইন স্ট্রীট ধরে অগ্রসরমান রাইডার ও ওয়্যাগনগুলো দেখছে।

শিডিউল টাইমের একদিন আগে এসে পড়েছে পল কিং। সান আন্টোনিওতে ভাড়া করা কিলাররাও আছে তার সঙ্গে। কলামের পুরোভাগে আছে পল, বৃহৎ একটা সোরেলের পিঠে ফ্যান্সী স্যাডলে বসা।

একটা বাফেলো কোট পরেছে পল, মাথায় চাপিয়েছে কান পর্যন্ত ঢাকা বীভার ক্যাপ। কিডের সঙ্গীদের কয়েকজন এসে রাস্তা ব্লক করে দাঁড়াল, সে-ও এগুলো সেদিকে।

পিকোস রেড ও তার সঙ্গীদের দিকে তাকাল কিড, হাতে ধরা পিস্তল দু'টো হোলস্টারে চালান করল।

'শুভ সন্ধ্যা, জেন্টলমেন,' টুপির প্রান্ত ছুঁয়ে সামান্য ঝুঁকল সে সামনের দিকে। যথাসম্ভব আলো-আঁধারিতে থেকে চেহারা আড়াল রাখার চেষ্টা করছে কিড।

boighar.com

ছয়

রাস্তার ঠিক মাঝখানে দাঁড়িয়ে পল কিংয়ের বিশাল সোরেলটা। কিডের দিকে তাকাল পল, দৃশ্যতই এখানে কি ঘটছে নিশ্চিত হতে পারছে না সে, এবং তা গোপন রাখারই চেষ্টা করছে।

দীর্ঘ ও কঠিন একটা দিন পেরিয়ে এসেছে ওরা, একদিন আগে পৌঁছার জন্য প্রচুর খাটিয়েছে ঘোড়া ও খচ্চরগুলোকে। লোকজনকেও।

এ মুহূর্তে ভীষণ ক্লান্ত পল, তার চেহারাতেই প্রকাশ পাচ্ছে সেটা। 'কি হচ্ছে এখানে?' কর্তৃত্বপূর্ণ কণ্ঠ পল কিংয়ের। কিডের দিকে তাকাল সে। 'আমি কি তোমাকে চিনি?'

'না,' কিডের জবাব। 'তুমি আমাকে চেনো না।'

টম রায়ান ও তার বন্ধুদের লুকোনোর জায়গা ছেড়ে রাস্তার উত্তর কোণে সাইড ওয়াকে জড়ো হতে দেখল কিড। পরিস্থিতির নাটকীয় পরিবর্তনের আভাস পেয়ে লুইস প্যালেসে আটকা পড়া লোকগুলোও দরজায় উঁকি-ঝুঁকি মারছে।

উভয় পক্ষই পুরোদস্তুর অস্ত্রসজ্জিত, পল কিংয়ের সাথে আসা লোকগুলোও। পিকোস রেড ও তার সাথীরা সবাই প্রফেশনাল। প্রকৃত ঘটনা কি আঁচ করতে না পারলেও স্পষ্টতই উত্তেজনার গন্ধ পাচ্ছে তারা।

উদ্ধত ও সতর্ক ভঙ্গিতে স্যাডলে অপেক্ষা করছে পিকোস রেড ও তার লোকজন। ইতোমধ্যেই স্যাডলবুট থেকে কারবাইন ও উইনচেস্টার লিভার অ্যাক্শন রাইফেলগুলো ওদের হাতে চলে

এসেছে।

ওভার কোট ও জ্যাকেট-এর বোতামগুলো খুলে রেখেছে ওরা, যাতে করে তেলমাখা হোলস্টারগুলোতে বিশাল আকৃতির পয়েন্ট ফরটি ফাইভ কোল্টগুলো সহজেই নজর কাড়ে।

পল কিংয়ের পেছনে লাইন থেকে সরে দাঁড়িয়েছে ওরা, ছড়িয়ে ছিটিয়ে পড়েছে। ঝামেলা শুরু হলে দ্রুতই অ্যাকশনে যাবার জন্য প্রস্তুত সবাই। পরিস্থিতি বিস্ফোরণোন্মুখ, যে-কোন মুহূর্তেই ফেটে পড়তে পারে।

'আমি জানতে চেয়েছি কি ঘটেছে এখানে,' পল বলল।

'আমরা এই লোকটাকে জেলে পুরতে যাচ্ছি,' কিডের জবাব।

'জেল?' বিব্রত গলা পল-এর। 'তাছাড়া তুমিই বা কে? শহরটা রক্ষার জন্য একজন মার্শাল-এর দরকার পড়েছে বলে তো জানতাম না?'

'মার্শাল নয় ও,' ভগ্ন কণ্ঠ জুড বেল-এর। 'একজন উন্মাদ ভবঘুরে লোকটা। আউট-ল-ও হতে পারে। ওর কাছ থেকে আমাকে ছাড়িয়ে নিন, মি. কিং।'

'কিন্তু তুমিই বা কে? কেনইবা আটকে রাখা হয়েছে তোমাকে?'

'লোকটা একজন খুনী,' জুড বেলকে জবাব দেয়ার সুযোগ না দিয়েই বলল কিড। 'জিম উইলস্ নামের এক র‍্যাঞ্চারকে গুলি করে মারাত্মকভাবে জখম করেছে ও। শহরের সৎ নাগরিকরা ওর বিচার দেখতে চায়!'

'জিম্ উইলস্‌কে গুলি করেছে ও?' পল কিং বলল। 'ভারী অন্যায় তো। ঠিক আছে, আমাদের হাতে তুলে দাও তাকে। একজন জাজ অথবা মার্শাল ডেকে না আনা পর্যন্ত আটকে রাখব আমরা ওকে।'

'আমরাই ওকে আটকে রাখতে পারব বলে আমাদের বিশ্বাস,' কিডের জবাব। চোখ পিট পিট করে তাকাল পল।

boighar.com

'তুমি পারবে বলছ? কিন্তু কোন্ অধিকারে? তোমার পরিচয় কি? এ লোকটাই বা কে?'

'ও জুড বেল,' চওড়া সাইডওঅক হতে চিৎকার করে বলল রায়ান।

'ওর ভার তোমাদেরকে দিলে ও হাতছাড়া হয়ে যাবে না তার নিশ্চয়তা কি?'

'জুড বেল!' ঘোড়ার পেটে স্পার দাবাল পল; সামান্য সামনে এগুলো। আলো আঁধারিতে বেল-এর মুখ ভাল দেখা যাচ্ছে না। ভাল করে দেখার জন্য স্যাডল থেকে সামান্য ঝুঁকে পড়তে হলো পলকে। 'তাহলে ওরই নাম জুড বেল? সেক্ষেত্রে বিচার না হওয়া পর্যন্ত আমরাই আটকে রাখছি ওকে।'

পল কিংয়ের সাথে সাথে পিকোস রেড ও তার সাথীরাও সামান্য এগিয়ে এল। সম্পূর্ণ প্রস্তুত ওরা, রইফেল ও শটগানগুলো আড়াআড়িভাবে স্যাডল হর্নের উপর রাখা।

কিডের দিকে তাকাল পল কিং, 'কিন্তু তুমি কে, মিস্টার? তোমার পরিচয় আমাকে দিয়েছ কি?'

'না তা দিইনি,' কিডের জবাব।

পেছনে একজন রাইডার পিকোস রেড-এর পাশাপাশি চলে এল, 'এই লম্বা লোকটাকে আমি আগেও কোথাও দেখেছি রেড,' ফিসফিসিয়ে বলল রাইডার। 'মনে করতে পারছি না কোথায়, কিন্তু শীঘ্রিই মনে করতে পারব। ও বন্দুক হাতে নিলে নরক ভেঙে পড়বে এখানে।'

'ও যে-ই হোক্, আমাদের সবার সাথে একা লড়ার ক্ষমতা হবে না ওর,' বলল রেড। তারপর কিডের দিকে তাকিয়ে যোগ করল। 'তোমাকে বলছি, মিস্টার। তুমি শুনেছ, মি. কিং কি বলতে চেয়েছেন। তুমি যদি একজন মার্শাল না হও, রাস্তা ছেড়ে দেবার পরামর্শ দিচ্ছি।'

দ্রুত চিন্তা বয়ে গেল কিডের মাথায়। এখুনি যুদ্ধ বাধলে

বইঘর.কম

পিকোস রেড ও তার লোকের হাতে নির্ঘাত মারা পড়তে হবে। রায়ান ও তার বন্ধুদের কেউ-কেউও মারা পড়বে এর ফলে। কোন সুফলই বয়ে আনবে না ঘটনাটা। তারচে বরং যুদ্ধটা এড়িয়ে যাওয়াই বুদ্ধিমানের কাজ হবে।

হঠাৎ একটা চাক ওয়্যাগনের পিছু হতে বেরিয়ে এল একটা সুন্দরী, দীর্ঘাঙ্গী মেয়ে। একটা পনির পিঠে স্যাডলে বসে আছে সে। পল কিংয়ের পাশে এসে দাঁড়াল মেয়েটা। শীত ঠেকাতে প্রচুর কাপড়-চোপড় গায়ে চাপালেও বেশ সুন্দরীই দেখাচ্ছে জর্জিয়া কিংকে।

'লোকটা যেই হোক বাবা,' নিচু গলায় বলল জর্জিয়া। 'সাধারণ কেউ ভেবো না ওকে।'

'তোমাকে এখানে মাথা ঘামাতে হবে না, জর্জিয়া,' ধমকের সুর পল কিংয়ের কণ্ঠে।

'উনি ঠিকই বলেছেন, মিস্ কিং,' পলের সমর্থনে এগিয়ে এল পিকোস রেড। 'এখান থেকে আপনার সরে যাওয়াই ভাল। যে কোন মুহূর্তে ঝামেলা শুরু হয়ে যেতে পারে।'

'আজ রাতে এমনিতেই যথেষ্ট ঝামেলা হয়ে গেছে,' পিছু সরল কিড। 'না, আমি মার্শাল নই। তোমরা জুড বেলকে নিতে চাও নাও। কিন্তু মনে রাখবে, এখানে ও একটা অন্যায় করেছে, লোকজন ওর বিচার দেখতে চায়।'

রাস্তা থেকে সরে এসে সাইডওয়কে অপেক্ষারত রায়ানদের সাথে মিলিত হলো কিড, অন্যরাও সরে দাঁড়াল। পিকোস্ রেড-এর একজন সাথী লুইস প্যালেসের সামনে হিচ রেইল থেকে জুড বেলের ঘোড়াটা হাঁটিয়ে নিয়ে এল, জুডকে ঘোড়ায় উঠতে সাহায্য করল সে। বেশ স্বাভাবিকই দেখাচ্ছে সডিম্যানকে।

সদলবলে ক্রাউন র‍্যাঞ্চের দিকে রওনা দিল পল কিং। জুড-এর সাথীরা ওকে ছিনিয়ে নেয়ার কোন চেষ্টাই করল না। বরং যার যার স্যাডলে চেপে শহর ছেড়ে চলে গেল নীরবে। ওদের নেতা

boighar.com

বন্দী, তাই ওদের ফাইট দেয়ার সাধও উবে গেছে আপাতত।

বাকিদের নিয়ে রায়ানের সেলুনে ঢুকল কিড। জিম উলস্ ইতোমধ্যেই চেয়ারে বসার মত সুস্থ হয়ে উঠেছে। মলি রায়ান এই মাত্র তার ক্ষতস্থানের ব্যান্ডেজ বাঁধা শেষ করেছে। 'বেঁচে যাবে জিম,' স্বস্তির নিঃশ্বাস ছাড়ল মলি। 'সম্ভবত পাঁজরের একটা হাড় ভেঙেছে, তবে আর কোন মারাত্মক ইনজুরি হয়নি। হার্ট অথবা ফুসফুসের ক্ষতি হলে এভাবে চেয়ারে বসতে পারত না ও।'

'খোদাকে অশেষ ধন্যবাদ,' বলল রায়ান।

'আমরা এখন কি করব, কিড?' দুর্বল কণ্ঠ জিমের।

'অন্য কিছু করার আগে বেশ কিছুক্ষণ ঘুমিয়ে নিতে হবে আমাদের,' কিড-এর জবাব। 'ইচ্ছে করলে কয়েকজনকে পাহারায় রাখতে পারো তোমরা। তবে আজ রাতে আর কোন ঝামেলার আশঙ্কা করছি না আমি। জুড বেল বন্দী হওয়ায় ওর বন্ধুরা আপাতত রণে ভঙ্গ দিয়েছে।

'এমনও তো হতে পারে,' শহরবাসীদের একজনের মন্তব্য, 'পল কিং ওর ভাড়া করা গানহ্যান্ডদের আমাদের বিরুদ্ধে লেলিয়ে দেবে? সেক্ষেত্রে পরিস্থিতি কি আরও বিপজ্জনক হবে না? জুড্ বেল ও তার বন্ধুরা না লড়লে ওদের বিরুদ্ধে একা আমাদেরই লড়তে হবে।'

'আমার বিশ্বাস, শহরে আক্রমণ করবে না ওরা,' কিড বলল। 'অন্তত আজ রাতে তো নয়ই। দেখোনি ওরা সবাই কেমন ক্লান্ত? কাল সকালে আমরা ক'জন মিলে পিটার কিংয়ের সঙ্গে দেখা করার চেষ্টা করতে পারি। আমার ধারণা, এতে যুদ্ধটা এড়ানো সম্ভব হবে।'

ভীষণ ক্লান্ত হয়ে পড়েছিল কিড, রুমে এসে শুধুই ওভার কোট ও বুটজোড়া খুলে বিছানায় গা এলিয়ে দিল। কিন্তু তাড়াতাড়ি ঘুমিয়ে পড়ল না সে। মাথায় কিলবিল করছে চিন্তার পোকা।

ও ভেবেছিল, পল কিং তখুনি গুলি করে মারবে জুড বেলকে। এ লোকটাই ক্রাউন র‍্যাঞ্চের দু'জন রাইডারকে ঝোপের আড়াল থেকে গুলি করে মেরেছে। প্রমাণ থাক না থাক্—সবাই জানে সেটা। আইনের বুলি অন্তত পল কিংয়ের মুখে শোভা পায় না। বই-এ লেখা আইনের তুলনায় ফ্রন্টিয়ার আইন অনেক দ্রুত এবং নিশ্চিত।

জুড বেল নিজেও নিশ্চয় জানত। তবু তার বন্ধুদের সাহায্যের জন্য ডাকার চেষ্টা করেনি সে। মৃত্যুর মুখোমুখি দাঁড়িয়ে এভাবে বিনা বাক্যব্যয়ে শত্রুর হাতে ধরা দেয়ার ব্যাপারটি স্বাভাবিক নয় মোটেই। পুরো ব্যাপারটাই অস্বাভাবিক ঠেকল কিডের কাছে। একটা চরম অস্বস্তির ভাব ফুটে উঠেছে তার মনে।

এ মুহূর্তে কিড ধারণা করতে শুরু করেছে, কে আড়াল থেকে সব কলকাঠি নাড়ছে। কে জুড বেল ও তার বন্ধুদের স্বর্ণ ও তথ্য পাঠিয়ে উস্কে দিচ্ছে যুদ্ধ করার জন্য। ভাবতে ভাবতেই একসময় ঘুমিয়ে পড়ল সে।

খুব ভোরে জেগে উঠল কিড। নিচে কুয়াশা ঢাকা রাস্তায় ঘোড়ার খুরের শব্দ শুনে ঘুম ভাঙল ওর। সেলুনের সামনে এসে থামল রাইডার। পরমুহূর্তেই পরিচিত কণ্ঠ শুনতে পেল কিড। নিচে পাহারারত সেন্ট্রির সাথে কথা বলছে উলফ জ্যাক।

'জ্যাক দরজায় নক্ করার আগেই কম্বল ছেড়ে ওভার কোট ও বুটজোড়া পরে নিল কিড। 'যা করতে হয় তাড়াতাড়ি করো, কিড,' ও দরজা খুলতেই দ্রুত কামরায় ঢুকল জ্যাক।

'নরক ধেয়ে আসছে আমাদের পেছনে। ইতোমধ্যেই ঝামেলা শুরু হয়ে গেছে কিংস র‍্যাঞ্চে।'

'কি হয়েছে, জ্যাক?' জানতে চাইল কিড। 'আমি ভেবেছিলাম, জুড বেল বন্দী থাকা অবস্থায় শান্তই থাকবে পরিস্থিতি।'

'সেই কথাই তো বলছি,' হাঁপাচ্ছে রেঞ্জার। জুড বেল এখন

boighar.com

আর বন্দী নেই। সটকে পড়েছে সে, এবং রক্ত নেয়ার জন্য হাঁক দিচ্ছে, সবার আগে তোমার রক্ত।'

'কি হয়েছে সব খুলে বলো আমাকে।'

'নিশ্চিত করে কিছুই বলতে পারছি না। কাল বেশ রাত করেই র‍্যাঞ্চে পৌঁছেছিল পল কিংস্ পার্টি। বুড়ো পিটার তখন শুয়ে পড়েছিল। পল ও মিস জর্জিয়া তার কামরায় গেল তার সাথে দেখা করার জন্য। রাত হয়ে গিয়েছিল বলেই হয়তো বুড়ো পিটার জুড বেলকে দেখার জন্য আর নিচে নেমে আসেনি।'.

'জুডকে কোথায় রাখা হয়েছিল?'

'বড় বার্নগুলোর একটার পাশে শেডে তালা দিয়ে রাখা হয়েছিল ওকে। র‍্যাঞ্চের একজন রেগুলার রাইডার বাইরে পাহারার দায়িত্বে ছিল–পিকোস রেড ও তার সঙ্গীরা ক্লান্ত হয়ে পড়েছিল বোধহয়।'

'বলতে থাকো, জ্যাক্,' ও একটু থামতেই তাড়া দিল কিড। 'রাত থাকতেই ঘুম ভেঙে গিয়েছিল আমার। বিছানা ছেড়েই শেডের দিকে এগোলাম। জুড বেল নামের বিখ্যাত ভদ্রলোকটিকে একবার দেখার ইচ্ছে জেগেছিল বোধহয় মনে। কিন্তু যথেষ্ট দেরি করে ফেলেছি ততক্ষণে; বাইরে পাহারারত সেন্ট্রিটিকে শেডের সামনে রক্তাক্ত অবস্থায় পড়ে থাকতে দেখলাম, একটা গান ব্যারেলের আঘাতে দু'ফাঁক হয়ে আছে বেচারির মাথাটা। হাঁ হয়ে আছে শেডের ভাঙা দরজা। জুড বেল নেই ভেতরে। যেন হাওয়ায় মিলিয়ে গেছে।'

'এরপর কি করলে?'

'কোন কিছু ভাবার অবকাশ ছিল না। ইতোমধ্যে পিকোস রেড-এর কয়েকজন সঙ্গী বাঙ্কহাউজ থেকে বেরিয়ে এসেছিল। চিৎকার জুড়ে দিল ওরা। ওদের একজন পিস্তলের দিকে হাত বাড়াল। দ্রুতই অ্যাক্শনে গেলাম আমি। আমার বুলেটটা লোকটার বাহুতে গিয়ে লাগল। আর্তচিৎকার করে বাহু চেপে বসে

বইঘর.কম

পড়ল সে। বাকি দু'জন লাফ মেরে বাঙ্কহাউজে ঢুকে পড়ল। দরজা দিয়ে এলোপাথাড়ি গুলি ছুঁড়তে শুরু করল ওরা।

দৌড় লাগালাম আমি, জানতাম গোটা বাঙ্কহাউজ ভেঙে পড়বে আমার পেছনে। ভাগ্য ভালই ছিল, নাইট রাইডারদের একটা স্যাডল চাপানো ঘোড়া পেয়ে গেলাম। কিচেনের সামনে হিচ রেইলে বাঁধা ছিল ওটা। একলাফে স্যাডলে উঠে ছুট লাগালাম আমি।'

'হুম্!' চিন্তিত চেহারা কিডের। 'ভাগ্য ভালই বলতে হবে তোমার। তবে খুনের দায়ে না হলেও ঘোড়া চুরির দায়ে ফাঁসাতে চাইবে ওরা তোমাকে। জানো তো ওই অপরাধটা মারাত্মক বলেই বিবেচিত হয় এখানে, গাছে ঝোলানোর পক্ষে যথেষ্ট ওটা। তাছাড়া তোমাকে আমাদের সাথে দেখলে ওরা যুক্তি খাড়া করবে, আমরাই একজন গার্ডকে খুন করে জুড বেলকে বের করে এনেছি। পিকোস রেড ও তার ছেলেদের আমাদের পেছনে লেলিয়ে দিতে কোন বাধাই রইল না ওদের আর।'

'ওটা ছাড়া আর কিইবা করতে পারতাম আমি, কিড?'

'হ্যাঁ,' মাথা দোলাল কিড। 'ওটা ছাড়া তোমার করার আর কিছুই ছিল না। তুমি ওতে জড়িয়ে না পড়লেও অবস্থার রকমফের হত না। জুড্ বেলকে রিলিজ করার দায় আমাদের ঘাড়ে চাপাতই ওরা। একটা কারণেই জুড বেলকে পালিয়ে যেতে দেয়া হয়েছে–শুধু যুদ্ধটা শুরু করার জন্য।'

'তুমি বলছ জুডকে ইচ্ছে করেই পালিয়ে যেতে দিয়েছে ওরা? আমার ধারণা ছিল তার বন্ধুরাই ছিনিয়ে নিয়েছে তাকে।'

'হ্যাঁ, ওটা ভাবার যথেষ্ট কারণও রয়ে গেছে। মজার ব্যাপার হলো, জুড বেল কাল সন্ধ্যায় ওদের সাথে এমনভাবে গেল, যেন যুদ্ধ জয় করে ফিরছে। দুশ্চিন্তার কোন ছায়াই ছিল না ওর চেহারায়। ক্রাউন র‍্যাঞ্চে জুড-এর বন্ধু আছে, যারা ওকে পালিয়ে যেতে সাহায্য করেছে। ওয়ারটা শুরু করার জন্যই তাকে প্রথম

boighar.com

থেকেই তথ্য ও টাকাপয়সা সাপ্লাই দেয়া হচ্ছিল, এবং সে কারণেই তাকে পালিয়ে যেতে দেয়া হয়েছে এখন।'

'ওয়ার শুরু করার জন্য?'

'না, সেটা শেষ করার জন্য। গোটা টেক্সাসকে অন্তত দশ বছর পিছিয়ে দেবে ওরা।'

'এখন কি ঘটবে বলে ভাবছ?'

'পিকোস রেড ও তার সঙ্গীরা র‍্যাঞ্চের বাকি সব রাইডারদের নিয়ে তোমাকে ফলো করে শহরের দিকে আসছে এ মুহূর্তে। আমরা যদি ওরা আসার আগেই পালিয়ে না যাই, নরক ভেঙে পড়বে এখানে।'

'কিন্তু আমরা ওদের মুখোমুখি দাঁড়াতে পারি।'

'হ্যাঁ, আমরা তা পারি। ওরাও সেটাই চাইবে।'

'তাহলে পালানোর কথা বলছ কেন?'

'তার কারণ, জুড বেলকে তার আসল কাজটা সেরে ফেলার সুযোগ দিতে চাই না আমি।'

'আসল কাজ?'

'কিংস্ স্পেশাল ব্র্যান্ড গরুগুলা মেরে ফেলা। এটা করার জন্য এতদিন অপেক্ষা করতে হয়েছে তাকে। আসলে সবকিছুর মূলেই রয়েছে এটা। টেক্সাসে এমন কোন বিগম্যান আছে যে বা যারা চাইছে না পিটার কিংয়ের স্পেশাল ব্র্যান্ড আদৌ ট্রেইলে উঠুক। ওরা ভাল করেই জানে, স্পেশাল ব্র্যান্ড গরুগুলোর কারণে অন্যদের তুলনায় বেশ ক'বছর এগিয়ে আছে পিটার।

এবার সুযোগটা ওদের হাতের মুঠোয়। শহরের লোকজন এবং জিম উইলস্-এর মত র‍্যাঞ্চাররা। পিকোস রেড ও তার সঙ্গীদের বিরুদ্ধে ফাইট করবেই। এদিকে সবাই যখন ব্যস্ত থাকবে, জুড বেল ও তার সাথীরা ক্রাউন র‍্যাঞ্চে চড়াও হবে। স্পেশাল ব্র্যান্ড গরু আর ইউরোপ থেকে আমদানী করা স্টাড বুলগুলো ধ্বংস করবে ওরা, অথবা তাড়িয়ে নিয়ে যাবে। এটাই

বইঘর.কম

ওদের আসল উদ্দেশ্য।'

'তাহলে আমরা আর দেরি করছি কেন?' ব্যস্ততা জ্যাকের কণ্ঠে। 'এটা ঠেকাতে যা করার এখুনি শুরু করতে হবে আমাদের।'

জ্যাকের আগমনে ইতোমধ্যেই জেগে উঠেছে সবাই। ব্রায়ান, খুদে র‍্যাঞ্চার, শহরবাসীরা জড়ো হয়েছে সেলুনের সামনে।

'বন্ধুগণ,' ঘোষণা করল কিড। 'আমাদের সামনে চরম বিপদ উপস্থিত। ক্রাউন র‍্যাঞ্চের লোকজন শহরের পথে রয়েছে এ মুহূর্তে।'

'আমাদের কি তাহলে প্রস্তুতি নেয়া উচিত নয়?' লোকজনের মাঝে একটা ব্যস্ততা দেখা দিল।

'উচিত,' কিড-এর জবাব। 'তবে যুদ্ধটা এখানে হবে বলে মনে হয় না। পিকোস রেড একজন খুনে, কিন্তু বোকা নয়। ওরা যা চাইবে তা হলো, কিছুক্ষণের জন্য তোমাদেরকে এখানে আটকে রাখা। ওতেই যদি আসল কাজ সারা হয়, তবে খুনোখুনিতে যাবে কেন ওরা? তাছাড়া পল কিং এমন একটা ম্যাসাকার এড়াতে চাইবে যা ঘটলে গভর্নর এখানে টেক্সাস রেঞ্জার তলব করতে বাধ্য হয়। তোমরা প্রস্তুত থাকো, তবে মোদ্দা কথা হলো, এখানে কোন যুদ্ধই হবে না–আসল যুদ্ধটা হবে আমি যেখানে যাচ্ছি সেখানে।

সাত

তিনজন রাইডার ও জ্যাক উলফকে সাথে নিল কিড। রাইডারদের একজন অল্পবয়সী, কিন্তু চেহারা প্রত্যয়ী। বন্দুকবাজীতে পাকা

boighar.com

বলেই মনে হয় তাকে। বাকি দু'জন গৃহযুদ্ধের সময় জেনারেল হুডস্-এর টেক্সাস ব্রিগেডের সাথে থেকে লড়েছে। পৃথিবীর যে কোন লড়াকু লোকের সাথেই তুলনা চলে ওদের।

শহরের লোকদের কর্তব্য বুঝিয়ে দিয়ে ধূসর, শীতল প্রভাতে শহর ছেড়ে গেল পাঁচজন রাইডার। ধূমায়িত কয়লার মত পুব আকাশে ঝুলে আছে পাণ্ডুর সূর্যটা। বিক্ষিপ্ত কালো মেঘে ঢেকে আছে পুব আকাশ। কনকনে শীতল দমকা বাতাস প্রচুর ধুলোবালি উড়িয়ে নিয়ে যাচ্ছে। ভারী উলেন গ্রেট কোট পরে আছে ওরা; ধুলোবালির হাত থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্য ব্যাণ্ডানা দিয়ে ঢেকে রেখেছে মুখ।

'যুদ্ধ-যুদ্ধ খেলাটা ভালই জমবে ওখানে,' পথ চলতে চলতে বলল কিড। 'পিকোস রেড ও তার ছেলেরা কিছুক্ষণের জন্য আটকে থাকবে শহরবাসীদের সঙ্গে বন্দুকযুদ্ধে–চাইকি গোটা একদিনের জন্য।'

'যুদ্ধ করার পক্ষে খুবই ঠাণ্ডা দিনটা,' জ্যাক্-এর মন্তব্য।

হাসল কিড, 'মরার পক্ষেও উপযুক্ত একটা দিন এটা। সাধারণত এমন দিনেই বড় বড় অঘটনগুলো ঘটে।'

'কিন্তু আমরা কোথায় যাচ্ছি, কিড?'

'মাথাটা একটু খাটাও, জ্যাক জুড় বেল তার লোকজনকে জড়ো করতে সময় নেবে কিছুটা। ওদের বেশির ভাগই মাতাল, এবং সর্বত্রই ছড়িয়ে-ছিটিয়ে আছে। যখনই ওদেরকে জড়ো করা যাবে, উন্মত্ত নেকড়ের মত ক্রাউন র‍্যাঞ্চের দিকে ছুটে যাবে ওরা। বুড়ো পিটার কিং হয়তো বুঝে ফেলবে ইতোমধ্যে–কিছু একটা অঘটন ঘটতে যাচ্ছে। স্পেশাল ব্র্যান্ড গরু ও স্টাড বুলগুলোকে বিশাল কোরালগুলোতে তাড়িয়ে নিয়ে যেতে চাইবে বুড়ো। ওগুলো রক্ষার জন্য ওটাই একমাত্র সুযোগ ওর সামনে। কিন্তু বাস্তবে সে যা দেখবে তা হলো, ওদের রাইডাররা সবাই পলকে অনুসরণ করে শহরের দিকে চলে গেছে। ও হয়তো ওদেরকে

বইঘর.কম

ফিরে আসার জন্য নির্দেশ পাঠাবে, কিন্তু ততক্ষণে অনেক দেরি হয়ে যাবে। জুড বেল ও তার লোকজন র‍্যাঞ্চটার উপর চড়াও হবে ইতোমধ্যে।'

'আমরা কি ওদেরকে সরাসরি বাধা দেব?' একজন রাইডারের প্রশ্ন।

'না, সেটা উচিত হবে না। যদি তার চেষ্টা করি তবে–জুড বেল ও তার সাথীরা খুরের তলায় পিষে মারবে আমাদের। অন্তত বিশ-ত্রিশ জন সডিম্যান থাকবে ওর দলে।'

'তাহলে? সেক্ষেত্রে কি করব আমরা?'

'কৌশলে কাজ সারতে হবে আমাদের।'

পাঁচজন রাইডারই ঘোড়া চালনায় দক্ষ। ওদের ঘোড়াগুলোও বেশ তেজি। শহর ছাড়ার পর পরই চারদিকটা স্কাউটিং করতে শুরু করল কিড। ও ঠিকই জানে র‍্যাঞ্চের কোন অংশে চরছে স্পেশাল ব্র্যান্ড গরুগুলো–এবং সময়মতই পৌঁছুতে চায় সেখানে।

বেশ কিছুক্ষণ চলার পর গন্তব্যে পৌঁছুল ওরা। ভ্যালির চূড়ায় নিচু রিজটায় পৌঁছল কিড ও তার বন্ধুরা। রিজটার মাঝখান দিয়েই স্বচ্ছ ঝরনাটা ভ্যালিতে নেমে এঁকেবেঁকে র‍্যাঞ্চ হেড-কোয়ার্টারের দিকে চলে গেছে। চরতে থাকা গরুগুলো চোখে পড়ল ওদের। ছড়িয়ে-ছিটিয়ে আছে ওগুলো, অল্প ক'জন রাইডার প্রাণপণ চেষ্টা করছে ওগুলোকে কোরালের দিকে তাড়িয়ে নিয়ে যেতে।

দীর্ঘদেহী পিটার কিংকে সনাক্ত করল কিড। তার সাথে একটা মেয়ে আছে, লম্বা চুলগুলো বাতাসে উড়ছে। র‍্যাঞ্চারের ভাইঝি জর্জিয়া কিংই হবে সে! অল্প ক'জন নাইট রাইডারদের সাথে তারাও যোগ দিয়েছে গরুগুলো তাড়িয়ে নিয়ে যাবার জন্যে। কিন্তু কোন মতেই বাগে আনা যাচ্ছে না ওগুলোকে।

হঠাৎ বেশ কিছু দূরে উড়ন্ত ধূলি নজরে পড়ল কিড-এর। অন্যরাও দেখল তা। 'জুড বেল ও তার সঙ্গীরা আসছে, চাপা গলা

boighar.com

কিড-এর। ঝোপঝাড়ের আড়ালে গা বাঁচিয়ে নামতে থাকো সবাই।'

কোম্যাঞ্চিদের মতই ছুটে আসছে জুড বেল, তার সঙ্গীরাও একই ধরনের কৌশল ব্যবহার করছে। লম্বা লাইনে ওভারটেক করতে চায় ওরা গরুর পালটাকে। মাঝখানে যারা থাকবে ওরা পিটার কিংয়ের রিয়ার গার্ডগুলোকে মেরে ফেলবে সর্বপ্রথম এবং দু'পাশে দুটো দল এলোপাথাড়ি গুলি ছুঁড়ে স্ট্যামপিড্ করাবে গরুগুলোকে।

অনেকটা বিনা বাধায়ই কাজ সারবে ওরা, অন্তত ওরা তাই আশা করছে। পিটার কিংয়ের সামান্য ক'জন রাইডারকে কুপোকাৎ করা কোন সমস্যাই নয় ওদের জন্য। একেবারে শেষ হয়ে যেত পিটার কিং, যদি না···

দ্রুতই ভ্যালিতে নামল কিড ও তার চারজন কম্‌রেড, ঘন ঝোপঝাড়গুলোর আড়ালে অপেক্ষা করতে লাগল।

বিদ্যুৎগতিতে ঘোড়া ছুটিয়ে আসছে জুড বেল ও তার সঙ্গীরা, এলোপাথাড়ি গুলি ছুঁড়ছে। পিটার কিং ও তার দু'জন রিয়ার ড্রাইভার ফিরে দাঁড়িয়ে, পিস্তল বের করে গুলি ছুঁড়তে লাগল অগ্রসরমান রাইডারদের দিকে। গার্ডদের একজন কাঁধে গুলি খেয়ে চিৎকার করে পড়ে গেল ঘোড়ার পিঠ থেকে।

দু'দলে ভাগ হয়ে গরুর পালের দু'পাশে ছড়িয়ে পড়ছে জুড বেলরা, এলোপাথাড়ি গুলি ছুঁড়ছে। পেছনে রয়ে গেছে পাঁচ-ছজনের একটা গ্রুপ।

স্ট্যামপিড করল গরুগুলো, সম্মিলিত খুরের শব্দ কাঁপিয়ে দিচ্ছে প্রেয়ারি। চেঁচিয়ে উঠল জুড বেল ও তার স্যাঙ্গাৎরা, বিজয়ের উল্লাস ওদের চেহারায়। শেষ হয়ে গেছে পিটার কিং ও তার ক্রাউন র‍্যাঞ্চ।

ঝোপের আড়াল থেকে বেরিয়ে এল ওরা পাঁচজন, রিও কিড ও তার সঙ্গীরা, আচমকা রাসলারদের লক্ষ্য করে গুলি ছুঁড়তে

লাগল। সডিম্যানরা প্রথমে দেখতেই পায়নি ওদেরকে। কিছু বুঝে ওঠার আগেই টপাটপ স্যাডল থেকে পড়ে গেল কজন। সওয়ারীবিহীন ভীত ঘোড়াগুলো ছুটে চলল এদিক সেদিক।

ভ্যাবাচ্যাকা খেয়ে গেছে সডিম্যানরা, এভাবে আক্রমণ আসতে পারে ভাবতেই পারেনি। ওদের কয়েকজন পেছন ফিরে প্রতিরোধ করার চেষ্টা করল। কিন্তু ওরা জানে না, কার পাল্লায় পড়েছে।

সামনে যাকেই পেল অব্যর্থ নিশানায় গুলি করে মারল কিড ও তার কমরেড্‌রা। আরও ঘোড়ার পিঠ খালি হতে লাগল একের পর এক। সডিম্যানরা হুজুগে হলেও যোদ্ধা মোটেই নয়। বড় জোর আড়াল-আবডাল থেকে অ্যাম্‌বুশ করতে অভ্যস্ত। অল্পক্ষণের মধ্যেই রণে ভঙ্গ দিল ওরা।

দ্রুত ঘোড়া ঘুরিয়ে উন্মুক্ত প্রেয়ারির দিকে ছুটে চলল কয়েকজন সডিম্যান, প্রাণভয়ে পালাচ্ছে। বেশ ক'জন জীবিত সডিম্যান যোগ দিয়েছে ওদের সাথে। মাত্র সাত আটজনের একটা দল রয়ে গেছে এখনও।

জুড বেল নেতৃত্ব দিচ্ছে সডিম্যানদের সাত-আট জনের খুদে দলটার। এখন ছুটন্ত গরুর পালটার বাম দিকে বৃত্তাকারে ছুটছে ওরা। মুহূর্তে বেল-এর উদ্দেশ্য বুঝতে পারল কিড। পালের সামনের ব্রীডিং বুলগুলো ওর লক্ষ্য। অন্তত ওগুলো শেষ করে দিতে পারলেও ওদের প্ল্যান-এর বিরাট অংশ সফল হবে।

স্যাডলে সামনের দিকে ঝুঁকল কিড, জনির কানে কানে কথা বলল। তীরবেগে ছুটছে ঘোড়াটা, ছুটতে থাকা গরুগুলোর ডানে সামনের দিকে।

জুড বেলদের সমান্তরালে ছুটছে কিড, সডিম্যানদের খর্বকায় পনি ঘোড়াগুলোর তুলনায় এগিয়ে গেল সে। ছুটন্ত গরুগুলোর সম্মুখ ভাগ দিয়ে বামে এসে বেলদের মুখোমুখি হতে চায় সে।

গরুর পালটা পেরিয়ে এল কিড, বামে ঘুরে জুড বেলদের

boighar.com

মুখোমুখি হলো। সডিম্যানরা স্যাডল থেকে গড়িয়ে পড়া এবং সাথে সাথে গুলি করার ইন্ডিয়ান ট্রিক অবলম্বন করল, কিন্তু কিড আগে থেকেই পরিচিত ট্রিকটার সাথে।

স্যাডলে নিচু হয়ে দু'হাতে পিস্তল চালাচ্ছে কিড, সডিম্যানদের দু'জন নিকেশ হয়ে গেল প্রথম সুযোগেই। বাকিরা কিছুটা হতোদ্যম হয়ে গেল।

পাগলের মত গুলি ছুঁড়তে ছুঁড়তে এগিয়ে আসছে জুড বেল, কয়েকটা বুলেট কিডের মাথার উপর ও কানের পাশ দিয়ে চলে গেল। দ্রুত নিশানা ঠিক করল কিড, জুড বেল-এর কপালে একটা ত্রিনয়ন সৃষ্টি করল ওর বুলেট।

স্যাডল থেকে পড়ে গেল জুড, কিন্তু স্টিরাপে আটকে গেল ডান পা-টা। বেলকে টেনে হিঁচড়ে নিয়েই ছুটে চলল ভীত পনিটা। বাদবাকি সডিম্যানরা দেখতে পেল ওদের নেতার অবস্থা, ওর নিষ্প্রাণ দেহটা তুলে না নিয়েই ছুট লাগাল ওরা। হঠাৎই থেমে গেল যুদ্ধ।

কিডের সঙ্গীরা ক্রাউন র‍্যাঞ্চ রাইডারদের সাথে হাত লাগাল গরুগুলো শান্ত করার কাজে। মাইলব্যাপী চারদিকে ছড়িয়ে পড়া গরুগুলো খেদিয়ে জড়ো করতে লাগল ওরা।

গরুগুলোকে বিপদমুক্ত দেখার পরই কিডের মুখোমুখি দাঁড়াল বুড়ো র‍্যাঞ্চার। একে অপরকে বুঝে নিতে কয়েক মুহূর্ত সময় নিল দু'জন। ওরা দু'জনই নেতা, একজন ক্যাটলম্যানদের, অপরজন ল-ম্যানদের। পিটার কিং অর্থ-বিত্ত ও কর্তৃত্বের বলে বলীয়ান, অপরদিকে রিও কিড অসম সাহসী যোদ্ধা।

জর্জিয়া কিংও যোগ দিল ওদের সাথে। ভয়ে বিবর্ণ হয়ে আছে মেয়েটার চেহারা। র‍্যাঞ্চারই কথা বলল প্রথমে, 'আমি কৃতজ্ঞ, তোমার কাছে। গুটিকতক গরু ও একটা বুড়ো মানুষের জীবন ছাড়াও আরও অনেক বেশি কিছু রক্ষা করেছ তুমি।'

'আমি জানি,' মাথা দোলাল কিড। 'টেক্সাসের ভবিষ্যৎ জড়িত

তোমার এই ছোট্ট গরুর পালটার সাথে। সত্যি বলতে কি, ওই কারণেই পাঠানো হয়েছে আমাকে। আমি সান আন্টোনিওতে তোমার এক বন্ধুর বন্ধু। সেই জোর করে পাঠিয়েছে আমাকে এখানে।'

'ওর নাম কি?'

'ক্যাপ্টেন ম্যাকনেলী।'

'টেক্সাস রেঞ্জারদের ক্যাপ্টেন ম্যাকনেলী?' চোখ কপালে তুলল বুড়ো। 'সত্যি বলতে কি, ঠিক সময়েই এসেছ তুমি। কিন্তু এখানকার ঝামেলা সম্পর্কে কতটুকু জানত ক্যাপ্টেন?'

সরাসরি র‍্যাঞ্চারের চোখের দিকে তাকাল কিড, 'প্রায় সবটুকুই,' বলল সে। 'আমার ধারণা, আগেই ওকে সবকিছু লিখে জানানো উচিত ছিল তোমার। ও যদি যেচে তোমাকে সাহায্য করার কথা না ভাবত তবে ফলাফলটা এখনকার ঠিক উল্টোই হত।'

'ঠিক,' কিডের দিকে হাত বাড়িয়ে দিল র‍্যাঞ্চার, হাতটা নিজের হাতে নিল কিড। 'আমি জানতাম অফিশিয়ালি এখানে নাক গলানোর সুযোগ নেই ম্যাকের। তাই ওকে জানাইনি। তবুও তোমাকে পাঠিয়ে বড় বাঁচিয়েছে আমাকে, গোটা টেক্সাসের ভবিষ্যৎকে। আমি তোমাদের উভয়ের কাছেই কৃতজ্ঞ, মি....?'

'কিড গ্যারিসন, টেক্সাস রেঞ্জারদের একজন সহযোগী।'

'ও সান আন্টোনিওর বাইরে আমাদেরকে পাশ কাটিয়ে এসেছিল,' আঙ্কল। মিস্ জর্জিয়ার কণ্ঠ। 'ওই কাল রাতে শহরে জুড বেলকে গানপয়েন্টে আটকে রেখেছিল।'

'ওহ্! তুমিই সেই লোক?' বিস্মিত বুড়ো র‍্যাঞ্চার। জুডকে হাতের নাগালে পেয়েও আটকে রাখোনি কেন তুমি? সেক্ষেত্রে অন্তত কিছু লোকের প্রাণ বাঁচানো যেত।' পেছনে ছড়িয়ে-ছিটিয়ে থাকা মৃতদেহগুলোর দিকে তাকাল র‍্যাঞ্চার।

'না, যেত না,' গম্ভীর কণ্ঠ কিডের। 'প্রশ্নের খাতিরে প্রশ্ন করছি

boighar.com

আমি, মি. কিং। জুড়কে ছাড়িয়ে নেয়ার জন্য গতরাতে কেউ তোমার র‍্যাঞ্চে এসেছিল?'

'না, বাইরে থেকে কোন রাইডার আসার চিহ্ন দেখা যায়নি।' মাথা দোলাল বুড়ো, কিডের মত ওর মনেও একটাই প্রশ্ন জেগে উঠল, 'তাহলে কি ক্রাউন র‍্যাঞ্চে জুড বেল-এর কোন বন্ধু ছিল?'

'ছোটলোক ছিল জুড বেল, তোমার শক্তি ও সামর্থ্যকে ঘৃণা করত,' কিড এর মন্তব্য। 'টেক্সাসে এমন কিছু বড় র‍্যাঞ্চার থাকতেই পারে, যারা লোভী ও হিংসুক দুটোই। তোমাকে শেষ করে দেয়ার জন্য ক্যাটল ওয়ার বাধানো ছাড়া আর কিইবা এত সহজ ছিল? ওটা করার জন্য তোমার র‍্যাঞ্চে একজন বুদ্ধিমান ও শক্তিশালী লোক থাকতেই হবে।'

তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে র‍্যাঞ্চারের দিকে তাকাল কিড। ও জানে বুড়োর চোখের সামনে সম্ভাব্য একটিই চেহারা ভাসছে এ মুহূর্তে, পল কিং, তার ভাই। পলের সাথে ওর কিছু কিছু ব্যাপার নিয়ে বেশ কিছুদিন ধরে মতের গরমিল চলছিল। পল র‍্যাঞ্চে গোলমাল বাধানোর চেষ্টা করতে পারে এমন আশঙ্কা অতীতে বেশ কবার জেগেছিল বুড়োর মনে।

ওদের দু'জনই পলের কথা ভাবছে, কিন্তু একবারও মুখে আনছে না নামটা। টেক্সাসের সীমান্ত এলাকায় এসব বিষয়ে মুখ বন্ধ রাখাই রীতি। হঠাৎ পলের ভাড়া করা সান আন্টোনিও গানহ্যান্ডদের কথা মনে পড়ল পিটারের, একটা আশঙ্কা জেগে উঠল বুকে।

'তাহলে এখনও শেষ হয়নি সব ঝামেলা?' যেন নিজেকেই শোনাল র‍্যাঞ্চার।

'না,' কিড-এর জবাব। 'নাটকের সর্বশেষ দৃশ্য এখনও মঞ্চস্থ হয়নি।'

'আমি কিছুই বুঝতে পারছি না, আঙ্কল,' বলল জর্জিয়া। 'কি শেষ হয়নি এখনও? ওই দেখো, আঙ্কল, বাবা আসছে এদিকে।'

বইঘর.কম

পেছন ফিরে তাকাল ওরা, পল কিংকে ঘোড়া ছুটিয়ে ওদের দিকে আসতে দেখল। তিনজন লোক আছে ওর সাথে। ওদের একজন আউট-ল নেতা পিকোস রেড।

'আমাদের গরুগুলো নিরাপদ আছে কিনা দেখতে আসছে বাবা,' বলল জর্জিয়া। কিন্তু ওর আঙ্কল ও দীর্ঘদেহী রাইডারের ধারণা ভিন্ন। ওদের ধারণা, পল আসলে গরুগুলোর ধ্বংস স্বচক্ষে দেখার জন্যই এসেছে।

'ওর সাথে কথা বলতে যাচ্ছি আমি,' বলল র‍্যাঞ্চার।

'না,' বাধা দিল কিড। 'তার দরকার নেই, মি. কিং। আমার কাজ এখনও শেষ হয়নি।'

ঘোড়া ঘুরিয়ে অগ্রসরমান রাইডারদের দিকে এগুলো কিড। থমথমে হয়ে আছে ওদের চেহারা, পরাজয়ের চিহ্ন ওখানে। পল কিং ওদেরকে আদেশ দিয়ে ঘোড়া নিয়ে দূরে সরে গেল। এসব লোক নিজেদের ফাইট অন্যদের দিয়ে করাতেই অভ্যস্ত।

স্বাভাবিক গতিতে জনিকে নিয়ে এগুচ্ছে কিড, অপর পক্ষও এগিয়ে আসছে। ফায়ারিং রেঞ্জে আসতেই কিড এক ঝটকায় তার মুখ থেকে ব্যাণ্ডানা খুলে ফেলল। থমকে দাঁড়াল ওরা তিনজনই। 'পিকোস্ রেড!' ভীত গলায় বলল রাইডারদের একজন। 'এ সেই রিও কিড। পিস্তল হাতে র‍্যাটলারের চেয়েও ভয়ঙ্কর সে। আমি এসবের মধ্যে নেই, রেড।' ঘোড়া ঘুরিয়ে দ্রুত পালাল লোকটা, পেছন ফিরে তাকাল না আর।

আরও এগিয়ে গেল কিড, মরিয়া হয়ে পিস্তলে হাত চালাল আউট-ল দু'জন। অবিশ্বাস্য দ্রুত গতিতে ড্র করল কিড। ওর দু'হাতে দুটো পিস্তল চলে এসেছে, নীল ধোঁয়া উঠছে নল থেকে।

চোখ কপালে উঠল ক্রাউন র‍্যাঞ্চ রাইডারদের। আউট-লদের সওয়ারীবিহীন ঘোড়া দুটো রুদ্ধশ্বাসে ছুটছে, ওদের নিষ্প্রাণ দেহ দু'টো রক্তাক্ত অবস্থায় পড়ে আছে প্রেয়ারি সড-এর উপর। ওদের পালিয়ে যাওয়া সঙ্গীটি রুদ্ধশ্বাসে ছুটছে এখনও। হর্স শু-তে গিয়ে

boighar.com

অন্যদের সঙ্গে মিলিত হবে সে, পিকোস রেড-এর পরিণতির কথা বলবে ওদের–তারপর সবাই মিলে পালাবে এদেশ ছেড়ে।

অভিব্যক্তিহীন, বিবর্ণ চেহারা নিয়ে স্যাডলে বসে আছে পল কিং। ওর ভাই হয়তো ওকে কিছু বলবে না, কিন্তু শেষ হয়ে গেছে সে, জীবনের মত শেষ হয়ে গেছে।

সূর্যটা বেরিয়ে এল মেঘের আড়াল থেকে, সকালের উজ্জ্বল সোনালী রোদে ঝলমলিয়ে উঠেছে বিস্তীর্ণ প্রেয়ারি। ক্রাউন র‍্যাঞ্চ স্পেশাল ব্র্যান্ড ও ব্রীডিং বুলগুলো শান্ত এখন–পরম আনন্দে চরে বেড়াচ্ছে সবুজ ঘাসে।

***

বইঘর.কম

আলোচনা

এই বিভাগে রহস্য সংক্রান্ত বুদ্ধিদীপ্ত মন্তব্য, মজার আলোচনা, মতামত কোন রোমহর্ষক অভিজ্ঞতা, বিশেষ ব্যক্তিগত অনুভূতি বা সমস্যা, সুরুচিপূর্ণ কৌতুক ইত্যাদি লিখে পাঠাতে পারেন।

বক্তব্য সংক্ষিপ্ত হওয়া বাঞ্ছনীয়। কাগজের একপিঠে লিখবেন। নিজের পূর্ণ ঠিকানা দিতে ভুলবেন না। খাম বা পোস্ট কার্ডের উপর 'আলোচনা বিভাগ' লিখবেন।

আলোচনা ছাপা না হলে জানবেন স্থান সংকুলান হয়নি, মনোনীত হয়নি, বা বিষয়বস্তু পুরানো হয়ে গেছে। দয়া করে তাগাদা বা অনুযোগ করে চিঠি লিখবেন না। —কা. আ. হোসেন।

সজীব,

পাইকগাছা, খুলনা-৯২৮০

পাঠক হিসেবে আমি বরাবরই ওয়েস্টার্ন পাগল। এ মাসে প্রকাশিত 'সমন ১ ও ২' পেয়ে প্রচণ্ড আনন্দিত হয়েছি, কারণ গতমাসে প্রকাশিত বইয়ের নাম না জেনে মানি অর্ডার করে "রক বেননে"র দুটি খণ্ড একসাথে পেয়েছি।

সেদিন আলোচনা বিভাগে প্রকাশিত একজনের চিঠিতে দেখলাম তিনি মায়মুরদাকে রক বেননকে নিয়ে বেশি লিখতে মানা করেছেন, কারণ এতে বেননের ডিমান্ড কমে যেতে পারে। আবার আরেকজন বলেছেন প্রায় সব বই রক বেননকে নিয়ে লিখতে। আমার ধারণা দ্বিতীয় জনের কথাই ঠিক। মায়মুরদার সুলেখনীতে বেনন যে রকম প্রশংসিত হয়েছে সর্বস্তরের ওয়েস্টার্ন পাঠকের মনে, আর কিছুদিন গেলে অবশ্যই মাসুদ রানার মত এক অসাধারণ চরিত্রে রূপ লাভ করবে বলে আমার বিশ্বাস।

আচ্ছা, কাজীদা এখন আর উপন্যাস লেখেন না কেন? 'বন্দিনী'র মত এমন মনোমুগ্ধকর উপন্যাস যিনি লিখতে পারেন তাঁর কি হাত গুটিয়ে বসে থাকা উচিত? বন্দিনী খুব ভাল লেগেছে, তবে শিউলীকে বাঁচিয়ে রাখলে কি চলত না? আপনি আবার উপন্যাস লিখবেন এটা সকল পাঠকের সঙ্গে আমারও দাবি। আর হ্যাঁ, সেই সঙ্গে রোকসানা নাজনীনকেও ফিরিয়ে আনবেন। উনি একদম চুপচাপ কেন?

boighar.com

আমি এস এস সি পরীক্ষার্থী। দোয়া করবেন যেন বাবা-মার আশা পূরণ করতে পারি।

দোয়া রইল। ...হাত গুটিয়ে কোথায় বসে থাকলাম?–গত কয়েক মাসে পরপর এতগুলো কিশোর উপন্যাস লিখলাম সেটা বুঝি কিছু না? ...এই তো জানুয়ারির ৮ তারিখে রোকসানা নাজনীনের সায়েন্স ফিকশন 'পুনর্জন্ম' বের হলো। কানাডায় পিএইচডি ডিগ্রি নেয়ার ফাঁকে লিখেছেন তিনি বইটি, এখন ওখানে বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যাপনা শুরু করার পর আর লেখার সময় পাবেন কি না কে জানে।

মোঃ খুরশীদ আলম চন্দন,
২২ কবি জসিমউদ্দিন রোড, কমলাপুর, ঢাকা।

প্রথমেই সেবার সকল লেখক ও পাঠক-পাঠিকার প্রতি রইল আগামী ঈদের শুভেচ্ছা। এইমাত্র গোলাম মাওলা নঈম ভাইয়ের 'পেছনে শত্রু' বইটি শেষ করলাম। এক কথায় অসাধারণ হয়েছে। কাজী মায়মুর হোসেনের বেনন-ব্যাগলেকে নিয়ে লেখা 'সমন' বইটিও ভাল লেগেছে।

নঈম ভাইকে অনুরোধ করছি তিনি যেন তাঁর 'দুঃসাহস' বইটির নায়ক স্যামুয়েল ব্রুকস তথা ওয়েসলি হারডিনকে নিয়ে আবারও একটা বই লিখেন। তিনি তাঁর দুঃসাহস বইয়ের শেষে 'শপথ ভুলে আবারও অস্ত্র হাতে তুলে নিয়েছিল ব্রুকস' এরকম একটা লাইনের মাধ্যমে সেই ইঙ্গিতই দিয়েছিলেন।

আর একটা আর্জি: নতুন ওয়েস্টার্ন ভক্তদের স্বার্থে পুরনো ওয়েস্টার্নগুলো আরও দ্রুত রিপ্রিন্ট করুন।

আপনার অনুরোধ পৌঁছে দিলাম লেখকের কাছে।...রিপ্রিন্ট ছাপার দ্রুততা নির্ভর করে চাহিদার উপর। বিক্রি না হলে বই ছাপা যায় না। ওয়েস্টার্ন রিপ্রিন্ট খুবই ধীরে বিক্রি হচ্ছে। তবু আমরা চেষ্টা করব।

হাসান জাহিদ পিয়াল,
রথবাড়ী, শান্তাহার, বগুড়া-৫৮৯১

বাংলা ওয়েস্টার্নের জনক সুলেখক কাজি মাহবুব হোসেনের ৩টি কি ৪টি ওয়েস্টার্ন গল্প-সঙ্কলন বই আছে। এই বইগুলিকে নিয়ে যদি একটি বৃহৎ ওয়েস্টার্ন সঙ্কলন বের করা হয়, তাহলে কেমন হবে, কাজীদা? পাঠক কি পছন্দ করবে? ব্যাপারটা ভেবে দেখবেন।

বইঘর.কম

এরফান ভলিউম বের করা বন্ধ করে দিলেন কেন? পাঠকরা কি কিনছে না? এরফান সহ কাজি মাহবুব হোসেনের অন্যান্য বই-এর দ্রুত রিপ্রিন্ট চাই।

মাসুদ রানা সিরিজের জন্য কয়েকটি নাম পাঠালাম, পছন্দ হলে ব্যবহার করবেন।

বেশ-কয়েকটি নাম চমৎকার লেগেছে। লিখে রাখলাম–আপনার নামের পাশে। আগামী কোনও কাহিনীর সঙ্গে মিল পড়লে ব্যবহার করা যাবে।

এরফান ভলিউম-৩ বের হয়েছে এপ্রিলের ৯ তারিখে। ভলিউম আকারে গল্প-সঙ্কলনের কথা ভেবে দেখব।...চিঠির জন্য ধন্যবাদ।

এ.টি.এম. মাহ্‌মুদুল আখতার (মিম) ও
এ.টি.এম. মাহামুদুর রহমান (দরুদ)
রুনু ভিলা, সিনেমা হল রোড, পোঃ ও জেলা–পঞ্চগড়।

প্রিয় কাজীদা, আমরা ওয়ান্টেড হলেও মুক্তপুরুষ, সেই সাথে সহযাত্রী। ভুল-এর অপবাদ উৎখাতের বাজী ধরেছি আমরা। আমরা গ্রীনফিল্ডের আউট-ল নই। পেটের দায়ে কখনও আমরা মার্সেনারী, কখনও মরুসৈনিক, কখনও ফাউবয়, কখনও ভাড়াটে খুনী, কখনও পাঞ্চার আবার কখনও বা গানম্যান হয়েছি; কিন্তু কোনদিনই আমরা তস্কর, জলদস্যু, লুটেরা, দুর্বৃত্ত, প্রবঞ্চক কিংবা রক্তপিশাচ ছিলাম না।

আমরা চেয়েছিলাম বুনো পশ্চিমে একটুকরো তৃণভূমি, চেয়েছিলাম কিছুটা নির্জনবাস–একটা ঠিকানা। ছায়া উপত্যকার নিচে একটা বসতি চেয়েছিলাম আমরা, সপ্নের নগরীর কাছাকাছি একটা স্বপ্নের খামার! খুব বেশি কি চেয়েছিলাম? কিন্তু এক ডাইনী আর এক শয়তানের চক্র লোভের ফাঁদে পড়ে নিষিদ্ধ প্রান্তরে ডেথসিটির শত্রুশিবিরে ক্ষিপ্ত ঘাতকের মত আমাদের ঘেরাও করেছিল। অশান্ত মরুর বুকে খুনে নগরীর প্রতারকের ভয়াল শটগানের সামনেও আমাদের ছিল না কোন ভয়, ছিল না আতঙ্ক। কারণ বিধাতা আমাদের সঙ্গে ছিলেন। আমাদের ক্যালিবার .৪৫-ই যথেষ্ট ছিল চিরশত্রুদের জন্য।

কাজীদা, বিশ্বাস করবেন না, রক্তরাঙা ট্রেইল পেরিয়ে অ্যাপাচী চীফের সাথে মীমাংসা করেছি আমরা। দুঃসাহস দেখিয়েছি খুনে মার্শালকে রোধ করে। শয়তানের আখড়ায় বধ্যভূমিতে হানাদারদের রক্তঋণ শেষ জংশনে পৌঁছেছি এবার আমরা দুই পিস্তলবাজ–এবারই হবে আসল লড়াই, যেখানে

BanglaBook.org

সেয়ানে। বাংলাদেশের উত্তরে শেষ সীমান্ত-শহরের আমরা দুই কিং কোল্ট আসছি আপনার সাথে শেষ মোকাবিলা করতে। ড্র-এর জন্য প্রস্তুত হোন, কাজীদা! জানি আপনার রক্তের ডাকে অনেকেই আসবে, কিন্তু সে সুযোগ আপনাকে দেয়া হবে না। হাত বাড়ান হোলস্টারের (খাতা-কলমের) দিকে! মাত্র তিন হপ্তা সময় দিলাম, আপনার স্বরচিত ওয়েস্টার্ন চাই। পিছ-পা হওয়ার আর উপায় নেই, কাজীদা!!!

// আশ্চর্য দ্রুততার সঙ্গে ড্র করলেন কাজীদা।

'চিশিম! চিশিম!' দুটো গুলি বেরিয়ে গেল তাঁর কলম থেকে। দড়াম করে মেঝেতে পড়ল দুই মুক্তপুরুষ।

'চিশিম!' পাল্টা গুলি এলো একটা .৪৫ ক্যালিবার থেকে।

'আ-আ-আ-আহ!' ঢলে পড়লেন কাজীদাও। বুকপকেটে ফুটো।

চারদিক নিস্তব্ধ। রইল না আর কেউ!

অ্যালান আমিন

বি বি ঘোষ রোড, কালিশঙ্করপুর, কুষ্টিয়া।

আমি সেবা'র একজন নিয়মিত পাঠক। সেবা বলতে মাসুদ রানা, তিন গোয়েন্দা, কিশোর ক্লাসিক আর অনুবাদ আমি নিয়মিত পড়ি। ওয়েস্টার্ন সিরিজের প্রতি আমার কখনোই আগ্রহ ছিল না। ওয়েস্টার্ন বড় বেশি রসকষহীন হনে হতো। মাসুদ রানার মত ওয়েস্টার্ন পড়ে টান টান উত্তেজনা অনুভব করতাম না। ফলে ওয়েস্টার্ন ভুলেও ছুঁতাম না। কিন্তু আচমকা কাজী মায়মুর হোসেনের রক বেননের উপর লেখা বইগুলো পড়ে দুর্দান্ত মজা পাচ্ছি। নতুন এক জগতে প্রবেশ করেছি যেন। কাজী মায়মুর হোসেনের লেখনীশক্তি ক্ষুরধার। রক বেননের উপর শেষ পড়লাম শমন ১ ও ২, এবং খুনে ক্যানিয়ন। অসাধারণ লেগেছে। এজন্য মায়মুর হোসেনকে আমার প্রাণঢালা শুভেচ্ছা। আশা করি রক বেননের উপর আরও দুর্দান্ত সব বই পাব।

আমরাও তাই আশা করি। আপনার চিঠির জন্য অসংখ্য ধন্যবাদ।

WWW.BOIGHAR.COM

বইঘর.কম